দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৪ ॥ ২০ মে ২০২৪ ॥ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১১ জিলকদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

রাজনীতি সঠিক থাকলে সব সেবা পাওয়া সম্ভব: দীপু মনি

রংপুর প্রতিনিধি : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, রাজনীতি সঠিক থাকলে সকল সেবা পাওয়া যায়। আর ভুল রাজনীতি বেছে নিলে দেশ পিছিয়ে যায়। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় রংপুর সার্কিট হাউসে এসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। এসময় প্রতিবন্ধীদের সেবার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে দেশে ১১০টি প্রতিবন্ধী সহায়তা সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এটি পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলাতেও করার পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়াও দেশের প্রত্যেকটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সমাজসেবা অফিস কমপ্লেক্সে আলাদা করে প্রতিবন্ধী কর্ণার খুলে সেবা নিশ্চিত করা হবে। দিপু মনি আরও বলেন, মেডিক্যাল সায়েন্সে যে ১৩ ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদেরকে দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

ভিক্ষা করে দেশের মানুষ চলবে না : প্রধানমন্ত্রী

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে সরকার

৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আমি কৃষির ওপর গুরুত্ব দিই, আদালা বাজেট রাখি। সে সময় প্রথম দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কারও কাছে ভিক্ষা করে দেশের মানুষ চলবে না। গতকাল রোববার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা-২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, ৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আমি কৃষির ওপর গুরুত্ব দিই, আদালা বাজেট রাখি। সে সময় প্রথম দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। ২০০৯ আবার ক্ষমতায় এসে দেখি দেশ খাদ্য সংকটে। এখানে নীতির ব্যাপারে একটা প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, যেদিন আমি সংসদে বলেছিলাম দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তখন বিরোধী দলের সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছিলেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ভালো না। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে খাদ্য সাহায্য পাওয়া যাবে না। তখন আমি উঠে বললাম, কারও কাছে ভিক্ষা করে দেশের মানুষ চলবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত থাকে না। আমরা সম্মান নিয়ে চলতে চাই। কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার মাটি আছে, মানুষ আছে। এই সোনার মাটি আর মানুষ দিয়েই তো আমি সোনার বাংলা গড়ে তুলব। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষের উদ্যোম এবং কর্ম ক্ষমতাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে এই সোনার মানুষগুলোই তো উপযুক্ত হবে এবং সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। সরকারপ্রধান বলেন, ২০০৯-২৩ এ বাংলাদেশ বদলে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। সেই জায়গা থেকে আরও সামনে এগিয়ে যেতে হবে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। তারই পাশাপাশি শিল্পায়ন করতে হবে। মানুষের উদ্যম কাজে লাগাতে পারলেই সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা যাবে। এসএমই উদ্যোক্তারা একক বা যৌথভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে পারে। নারী-পুরুষকে সমানভাবে উদ্যোক্তা করতে পারলে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, শিল্পকে পরিবেশবান্ধব হতে হবে। শিল্পখাত একান্তভাবে পরিবেশবান্ধব হওয়া উচিত। যারা যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, যেন শিল্পের বর্জ্য নদীতে না পড়ে। আমাদের পানি যেন কোনোরকম দূষিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। অল্প খরচ বাঁচাতে গিয়ে দেশের ক্ষতি করবেন না। শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা নিশ্চিতের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে

২-এর পাতায় দেখুন

বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ , ১৭ দিনে এলো ১৩৬ কোটি ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে আবার রেমিট্যান্স প্রবাহে ?সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। চলতি মে মাসের প্রথম ১৭ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৫ কোটি ৮৭ লাখ মার্কিন ডলার। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৭ কোটি ৯৯ লাখ ডলার। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মে মাসের প্রথম ১৭ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৫ কোটি ৮৭ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। আর গত এপ্রিল, মার্চ, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারির প্রথম ১৭ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল যথাক্রমে ১১৪ কোটি ৫৮ লাখ, ১০৯ কোটি ৩১ লাখ , ১২১ কোটি ৭২ লাখ ও ১২২ কোটি ৬ লাখ মার্কিন ডলার। সে হিসেবে চলতি মাসে বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি মাসে ২০০ কোটি ডলার ছুঁতে পারে দেশের প্রবাসী আয়। মূলত আসন্ন কোরবানিকে ঘিরে বাড়ছে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা। এদিকে মে মাসের প্রথম ১৭ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৪ কোটি ৮৮ লাখ ১০ হাজার মার্কিন

২-এর পাতায় দেখুন

গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে ওভারসিজ করেসপনডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ওক্যাব) আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

ভারত-চীনের অংশগ্রহণ বাড়লে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান সম্ভব : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভারত ও চীনের ভূমিকা মুখ্য বলে মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশ দুটির (ভারত-চীন) অংশগ্রহণ বাড়ানো গেলে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান সম্ভব। গতকাল রোববার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ঢাকায় কর্মরত বিদেশি গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংগঠন ওভারসিস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ওকাব) ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'রোহিঙ্গা সংকট: ভবিষ্যৎ পথরেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক চাপ যদি অব্যাহত রাখা যায়, আদালতের রায় আমাদের পক্ষে আসলে মিয়ানমার প্রত্যাবাসন শুরু করবে আশাকরি। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে যে মামলা করেছি তার রায় আমাদের পক্ষে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমারের উপর প্রভাব আছে এমন দেশের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখছি। ভারত ও চীন রোহিঙ্গা ইস্যুতে অত্যন্ত মুখ্য

২-এর পাতায় দেখুন

এনবিআর চেয়ারম্যানকে আদালত অবমাননার নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : হাইকোর্টের রায় ও আদেশ প্রতিপালন না করায় আদালত অবমাননার অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানকে আবু হেনা মোস্তফা মো. রহমাতুল মুনিমকে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার ই-মেইলে মানবাধিকার সংগঠন ল' অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের পক্ষে এই নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ম্োহাম্মদ হুমায়ন কবির (পল্লব) ও ব্যারিস্টার মো. কাউছার। নোটিশে এনবিআরের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ করে বলা হয়, আপনি সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ পেয়েছেন এবং আদালতের আদেশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। আদালতের আদেশ মেনে চলতে আপনি বাধ্য। কিন্তু এখনও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ আমলে নেননি।

২-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেলে ভ্যাট বসানো এনবিআরের ভুল সিদ্ধান্ত : ওবায়দুল কাদের

'মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয়, এটি দৃশ্যমান বাস্তবতা। আমাদের মেট্রোরেল অনেক সুন্দর, শব্দ দূষণ নেই

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেলের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানোর ঘোষণায় মেট্রোরেলের সুনাম নষ্ট হয় বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, এনবিআরের সিদ্ধান্ত ভুল। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) আয়োজিত ঢাকা মেট্রোরেলের ব্রান্ডিং সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, আমাদের এনবিআর জনপ্রিয় পরিবহন মেট্রোরেলে হঠাৎ করে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের ঘোষণা দিলো। বিষয়টি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। এনবিআরের এ সিদ্ধান্ত ভুল। এটি হয় না। এতে করে মেট্রোরেলের সুনাম নষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রী এটি পুনর্বিবেচনার বিষয় আশ্বাস দিয়েছেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, যে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের বিস্ময়, সে দেশের রাজধানী পৃথিবীর অন্যতম খারাপ। বসবাসযোগ্য ১৪০টি দেশের মধ্যে ১৩০'র পরে আমাদের অবস্থান। এটা দেশের উন্নয়নের সঙ্গে মিলে না। এ শহরে এত দামি গাড়ি চলে, কিন্তু বাসের অবস্থা এত খারাপ কেন! বারবার কথাবার্তা বলেও সমাধান করা যায়নি। এ অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। ঢাকায় যে বাসগুলো চলে, ভীষণ খারাপ লাগে। এগুলো দেখলে কেমন লাগে। এতে আমার লজ্জা লাগে। আমাদের মালিক সাহেবরা কী বিদেশ যান না, দেখেন না! তিনি বলেন, আজকে আমাদের বুড়িগঙ্গা শেষ, কর্ণফুলীও শেষ। এখন মুখে লেকচার দিয়ে লাভ নেই। এতবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। মেট্রোরেল আমাদের সম্পদ। ২০৩০ সালে ৬টি এমআরটি লাইনের কাজ শেষ হবে। এগুলোর মধ্যে দুটিই পাতাল রেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে পরিকল্পনা, ঢাকা সেটিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্র্যান্ডিং সেমিনারে অতিথিদের আমন্ত্রণ নিয়ে সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন

২-এর পাতায় দেখুন

একাদশে ভর্তি ১৫-২৫ জুলাই ক্লাস শুরু ৩০ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ১৫ জুলাই থেকে, যা চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। আর এই শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে ৩০ জুলাই থেকে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে একাদশে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। এবারও শিক্ষার্থীদের ফলের ভিত্তিতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে হবে। তিন পর্যায়ে আবেদন নেওয়া হবে। আগামী ২৬ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। গত ১২ মে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এবার পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন শিক্ষার্থী, পাসের

২-এর পাতায় দেখুন

কালশীতে পুলিশ বক্সে আগুন দিয়েছে অটোরিকশা চালকরা

স্টাফ রিপোর্টার : অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করার প্রতিবাদে এবার রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে ট্রাফিক পুলিশের বক্সে আগুন দিয়েছে আন্দোলনরত অটোরিকশা চালকরা। গতকাল রোববার বিকেল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে কালশী মোড়ে অবস্থিত ট্রাফিক পুলিশের বক্সে আগুন দেয় আন্দোলনকারীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান বলেন, কালশীতে আন্দোলনকারীরা সহিংস আন্দোলন করছে। তারা কালশী মোড়ে অবস্থিত একটি পুলিশ বক্সে আগুন দিয়েছে। এটি ট্রাফিক পুলিশের একটি বক্স। আমরা ঘটনাস্থলে আছি, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি। এর আগে অটোরিকশা চালকরা এ সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া মিরপুর বেনারসি পল্লীর ৪ নম্বর সড়কে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেখানে কয়েকট গাড়িও ভাঙচুর করে অটোরিকশা চালকরা। এ সময় বাসে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন। দুপুর সোয়া একটার দিকে অটোরিকশা চালকরা কালশী সড়ক আটকে দিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার : পুরো বিশ্বে বায়ুদূষণে গতকাল শীর্ষ অবস্থানে ছিলো ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের বায়ুমান যাচাই প্রতিষ্ঠান 'এয়ার ভিজুয়াল'-এর বায়ুমান সূচক (একিউআই) অনুযায়ী, গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ৩টায় শীর্ষ অবস্থানে উঠে আসে ঢাকা। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা ছিল তৃতীয় অবস্থানে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করে দূষণ। দুপুর ১২টা নাগাদ ঢাকা উঠে আসে দ্বিতীয় অবস্থানে, তখন বায়ুর মান ছিল ১৪২। বেলা সাড়ে ৩টায় অবস্থান আরও ওপরে উঠে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে যায় ঢাকা। এ সময় মাত্রা ছিল ১৫৫। ঢাকার পর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীনের উহান, সেখানকার মাত্রা ১৫৫। তৃতীয় অবস্থানে আছে দিল্লি, এর বাতাসের মান ১৫২। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অনুযায়ী, বায়ুর মানমাত্রা শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে সেটিকে ভালো হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৫১

২-এর পাতায় দেখুন

উত্তরা-টঙ্গী রুটে হবে মেট্রোরেলের ৫ স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ শেষে এ রুটে যাত্রী চলাচল করছে। এই রুট বর্তমানে মতিঝিল থেকে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এখন মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে টঙ্গী রেলস্টেশন পর্যন্ত কাজ সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বর্ধিত এমআরটি লাইনে উত্তরা উত্তর স্টেশনের পরে আরও ৫টি স্টেশন হবে। গতকাল রেববার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ডিএমটিসিএল আয়োজিত ঢাকা মেট্রোরেলের ব্র্যান্ডিং সেমিনারে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এ রুটের কাজ শেষ হলে মেট্রোরেল অতিরিক্ত ৫ লাখ যাত্রী পরিবহন করতে

২-এর পাতায় দেখুন

গতকাল রোববার রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনে ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪ উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

ভারতীয় পেঁয়াজে রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ বিপাকে আমদানিকারকরা

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত সরকার প্রতি টন পেঁয়াজে নূন্যতম রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করেছে ৫৫০ মার্কিন ডলার। ডলারের বিনিময় মূল্য ১১০-১১৮ টাকা হিসাবে ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি মূল্য পড়ছে প্রতি কেজি ৬০-৬৫ টাকা। এই দামের সঙ্গে যোগ হচ্ছে রপ্তানি শুল্ক, কাস্টমস শুল্ক, পরিবহন ও শ্রমিক খরচ। এতে বিপাকে পড়েছেন আমদানিকারকরা। বিশেষ করে এই দামে পেঁয়াজ আমদানি করে লোকসানে পড়েছেন হিলির ব্যবসায়ীরা। আমদানিকারক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি খরচ বেশি পড়ায় পেঁয়াজ আমদানিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না দেশের ব্যবসায়ীরা। কারণ দেশের বাজারে একই দামে পাওয়া যাচ্ছে দেশি পেঁয়াজ। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারত থেকে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি করেছিল বগুড়ার

২-এর পাতায় দেখুন

৪ বছরের উন্নয়ন ফিরিস্তি তুলে ধরলেন মেয়র তাপস

সিটি করপোরেশনের আয়বৃদ্ধি, নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা
খেলার মাঠ সংস্কার
ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম
মশা নিয়ন্ত্রণে যা করেছে দক্ষিণ সিটি

স্টাফ রিপোর্টার : দায়িত্বভার নেওয়ার চার বছর পূর্তি উপলক্ষে বিগত দিনে ১২ শত কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। গতকাল রোববার নগর ভবনে উন্নত ঢাকার উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চার বছর শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। মেয়র তাপস বলেন, বিগত চার বছর ধরে ঢাকাকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তা অব্যাহতভাবে চলমান। সিটি করপোরেশনের আয়বৃদ্ধি, নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ বিগত চার বছরে কোনো খাতে কোনো ধরনের কর বাড়ানো হয়নি জানিয়ে মেয়র বলেন, ঢাকাবাসীর ওপর করের বোঝা না চাপিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিলাম। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিগত চার বছরে আমরা কোনো খাতে কর বাড়াইনি। এ সময়ে ২৫টি নতুন খাত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১৪টি নতুন খাত থেকে আমরা রাজস্ব আদায় শুরু করেছি। করোনাভাইরাস মহামারির মতো বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও রাজস্ব আদায়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ইতিহাস সৃষ্টি করে

২-এর পাতায় দেখুন

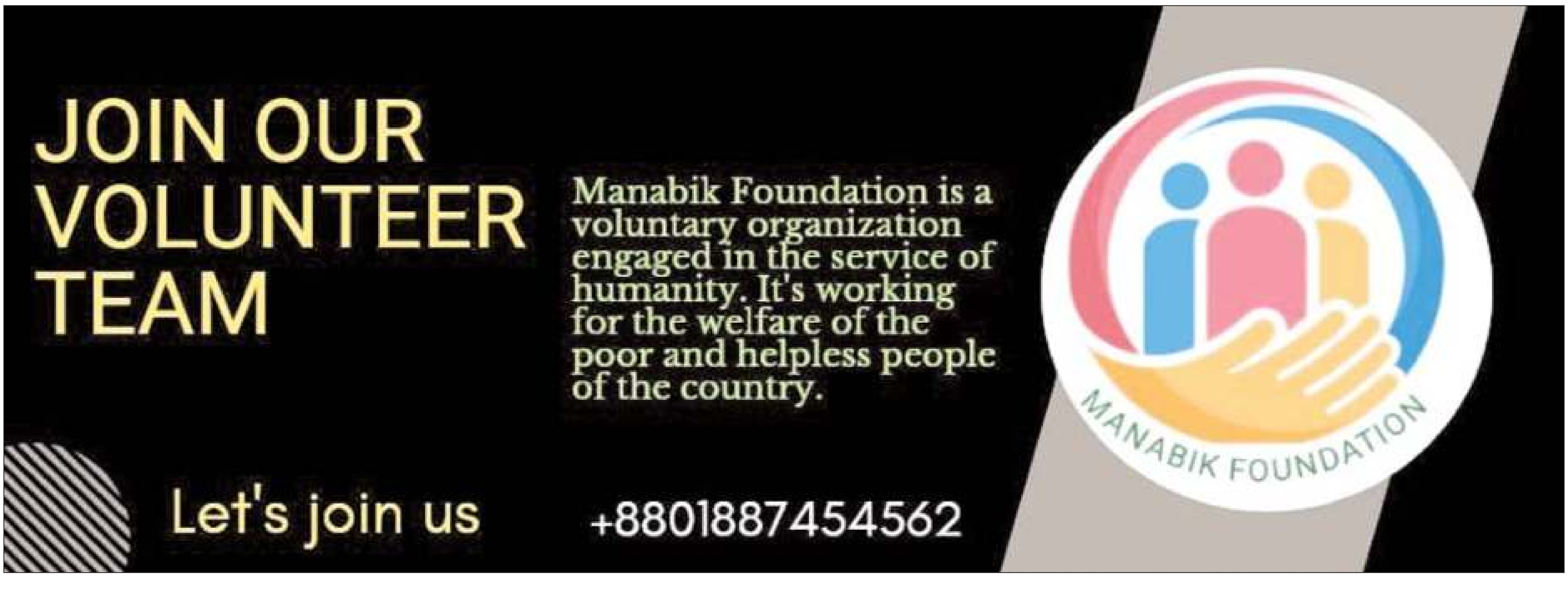

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ ২০ মে ২০২৪ ॥ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আশার আলো দেখাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি অর্থবছরে প্রথম দশ মাসে সামগ্রিক রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ কম। জুলাই-এপ্রিলে ৪ হাজার ৭৪৭ কোটি (৪৭.৪৭ বিলিয়ন) ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। যদিও সামগ্রিক এ রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হলেও রপ্তানি আশার আলো দেখাচ্ছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য থেকে আয় হয়েছে ৭৭ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ১২ শতাংশ বেশি। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় করেছে শুকনো খাবার। এসব খাবার থেকে আয় হয়েছে ১৮ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি। বেভারেজ রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ও মিষ্টান্ন থেকে ২ কোটি ডলার। সবজি রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৮ কোটি ডলার। যা গত অর্থবছর ছিল ৫ কোটি ডলার। এছাড়া তামাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৫ কোটি ডলার, ফল রপ্তানিতে প্রায় ২ কোটি ডলার, মসলা রপ্তানি দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৪ কোটি ডলারে। আর পান রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ২ কোটি ডলার। কৃষিখাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় থাকলেও তা গত দুই বছরে বিলিয়ন ডলারের ঘরে পৌঁছাতে পারেনি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে এ আয় ছিল ১১৬ কোটি (১.১৬ বিলিয়ন) ডলার। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় কমে এসেছিল ৮৩ কোটি ডলারে। তবে এবছর বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ প্রথম দশ মাসে এ খাত থেকে আয় হয়েছে ৭৭ কোটি ডলার। এ খাতের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অপ্রতুল। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এবং রপ্তানি আগের জায়গায় নিতে প্রয়োজন আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা। আগামী বাজেটে এ সেক্টরের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোও একান্ত দরকার। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে কাজ করতে হবে। দেশ-বিদেশে কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মার্কেট বড় না

হলে কোনোভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা কঠিন। বেশ কিছু কারণে শাক-সবজি রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে প্রণোদনা কমানো একটি। আমাদের দেশে কার্গো ভাড়াও বেশি।- বিএফভিএপিইএ সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এমন অবস্থায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন আসন্ন বাজেটে বেশকিছু প্রস্তাব দিয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ১৫ শতাংশ ভর্তুকি ২০ শতাংশ করে, ২০২৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেছে। এছাড়া ১০ শতাংশ উৎসে কর কর্তন রহিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কৃষিশিল্পের উপকরণ আমদানির বিপরীতে অগ্রিম আয়কর ও পণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর থেকে অব্যাহতি চাওয়া হয়েছে। এছাড়া উৎসে কর কর্তন অব্যাহতির সীমা নির্ধারণ ও কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ এবং ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে একটি নির্দিষ্ট হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। সংগঠনটি সুগার সিরাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আয়কর অব্যাহতি ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগকারী করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ২৭ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স কমানোর দাবি জানিয়েছে। সঙ্গে রিফাইন সুগার, বিট সুগার, ফুড প্রিপারেশন, অ্যাসেপটিক প্যাকসহ আরও কিছু পণ্যের শুল্ক-কর যৌক্তিকরণের দাবি জানিয়েছে বাজেট প্রস্তাবে। এসব বিষয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকতাদুল হক বলেন, 'বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্রমাগতভাবে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির গতি কমছে। এছাড়া বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে আমরা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে আছি। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক দাম বজায় রাখতে পারছি না।' 'পার্শ্ববর্তী এসব দেশ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ে পণ্যের উৎপাদন, শিপমেন্ট/বিতরণ খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক সময় রপ্তানিকারকরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে আমদানি ও রপ্তানির ভারসাম্য রক্ষা এবং অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের জন্য নগদ ভর্তুকি সুবিধাসহ অন্য সুবিধা দরকার।' বেশ কিছু কারণে শাক-সবজি রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে প্রণোদনা কমানো একটি। ৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারের আগে মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করা হবে : আইজিপি

সিলেট প্রতিনিধি : পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, বিচারের আগে মিডিয়া ট্রায়াল অমানবিক। তারপরও ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আটক বা অভিযানের বিষয় ছড়িয়ে পড়ে। মিডিয়া ট্রায়াল পুরোপুরি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল রোববার দুপুরে সিলেট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও কনফারেন্স রুম উদ্বোধন শেষে ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আইজিপি বলেন, বিচারের আগে মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করা হবে। এটা আইনত বন্ধ থাকার কথা থাকলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এ ২-এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে আগামী ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরে মাছের উৎপাদন ও প্রজনন বাড়াতে গতকাল রোববার মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ শিকারে ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞা পালনে ইতোমধ্যে কুয়াকাটা উপকূল এলাকাসহ মৎস্যবন্দর আলীপুর-মহিপুরের জেলেরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ঘোষিত ৬৫ দিনের সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে গতকাল রোববার রাত ১২টায়। এই নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকবে আগামী ২৩ জুলাই (মঙ্গলবার) রাত ১২টা পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগর তৎসংলগ্ন সমুদ্রে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়াতে জেলেরা পড়বেন অস্তিত্ব সংকটে! একদিকে বছরে দুবার নিষেধাজ্ঞা। অপরদিকে, এই বছর ভরা মৌসুমে সাগরে মাছের আকাল পড়েছে। ঋণের বোঝা এবং ধারদেনায় জর্জরিত হয়ে জেলেরা রয়েছেন চরম বিপাকে। এদিকে দীর্ঘদিন কর্মহীন সময় পার করবেন তারা। তবে সরকার এই ৬৫ দিনের অবরোধের জন্য জেলেপ্রতি ৫৬ কেজি করে চাল বরাদ্দ করেছে। সমুদ্রে বর্তমানে ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল হওয়ায় বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন নদীর মোহনায় এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

গোমস্তাপুরে সিরাজুল ইসলাম টাইগার এর দাফন সম্পন্ন

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ এর সাধারন সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম টাইগার এর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার (১৯ মে) বিকেল সাড়ে ৫ টায় রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারী কলেজ মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সকাল সাড়ে দশ টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন তিনি। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ০২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুঃ জিয়াউর রহমান, সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও সভাপতি গোমস্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ মোহাঃ গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (সাবেক) সচিব জিল্লার রহমান লালু, নাচোল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, ভোলাহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলী, রহনপুর পৌর মেয়র মতিউর রহমান খাঁন সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ওএমএস বিতরণে গাফিলতি হলে জেল-জরিমানার হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : ওএমএস (ওপেন মার্কেট সেল) বিতরণে গাফিলতি হলে জেল-জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস বিতরণ হলে এক ব্যক্তির একাধিকবার চাল-আটা নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে। অন্য কোনও এলাকার কার্ডধারী কিনা তাও সহজে শনাক্ত করা যাবে। এতে প্রকৃত গরিব মানুষের কাছে ওএমএস পৌঁছানো সম্ভব হবে। গতকাল রবিবার রাজধানীর মিরপুরের আনসার ক্যাম্প বাসস্ট্যান্ডে ওএমএস কার্ডের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে সুবিধাভোগীদের মাঝে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ সব কথা বলেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য না দিতে পারলে কৃষক উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে। তাদের উৎসাহিত করতে এবার বোরো সংগ্রহ মৌসুমে সরকার ধানের দাম দুই টাকা বৃদ্ধি করেছে।'ওএমএস বিতরণে কোনও গাফিলতি হলে ডিলার ও খাদ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইতোমধ্যে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে।' ওএমএস বিতরণে গাফলতি হলে জেল জরিমানারও হুশিয়ারি দেন তিনি। সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, '১৪ লাখ উপকারভোগী বিশেষ এই কার্ডের মাধ্যমে ওএমএসের চাল ও আটা সংগ্রহ করতে পারবেন। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক উপকারভোগী এই কার্ডের সুবিধায় যুক্ত হবেন।' এ সময় কার্ড দেওয়ায় যাতে কোনও ডুপ্লিকেশন না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা দরে চাল দেওয়া হচ্ছে। মাত্র ৩০ টাকায় ওএমএস দেওয়া হচ্ছে। আবার ১ কোটি পরিবার ভর্তুকি মূল্যে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে চাল পাচ্ছেন।' সরকারের প্রতি কেজি চাল ক্রয়ে ৫৫ টাকার মতো খরচ হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সেই চাল ভর্তুকি দিয়ে ৩০ টাকায় দরিদ্র মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারিচালিত ও রঙচটা যান আর চালানো যাবে না ঢাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগরীতে আর চলতে পারবে না ব্যাটারি বা মোটরচালিত রিকশা বা ভ্যান। একইসঙ্গে রঙচটা, জরাজীর্ণ, লক্কড়-ঝক্কড় মোটরযান চলাচলও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেয়। গতকাল রোববার বিআরটিএ এর উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) হেমায়েত উদ্দিনবিজ্ঞপ্তির কথা নিশ্চিত করেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যাটারি/মোটরচালিত রিকশা বা ভ্যান বা অনুরূপ শ্রেণির থ্রি-হুইলার ঢাকা মহানগরীতে চলাচলের কারণে সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ৭-এর পাতায় দেখুন

ডলারের দাম বাড়ার অজুহাতে মসলার বাজার ঊর্ধ্বমুখী

স্টাফ রিপোর্টার : এক মাস পরেই ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। এ সময় মসলার চাহিদা বছরের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি থাকে। এর মধ্যেই মসলার বাজার ঊর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে এলাচির দাম বাড়ছে লাফিয়ে। এছাড়া অন্যান্য মসলার মধ্যে জিরা, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনিয়া, শুকনা মরিচ ও হলুদের দামও গত বছরের তুলনায় বাড়তি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে মসলার দাম বৃদ্ধি ও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আমদানি করা সব ধরনের মসলার দাম। তবে বাজার অস্থিতিশীল বলা যাবে না। দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি মসলার বাজার পুরান ঢাকার মৌলভীবাজার ও কয়েকটি খুচরা বাজার সরেজমিনে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেড় থেকে দুই মাসের ব্যবধানে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এলাচির দাম। দুই মাস আগে প্রতিকেজি এলাচির দাম ছিল ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৪০০ টাকা। খুচরায় এখন তা বেড়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। তবে গত বছরের তুলনায় এলাচির দাম বেড়েছে ৬০ শতাংশের বেশি। জিরার দাম ছয় মাস আগে আরও বেশি ছিল। তখন প্রতিকেজি জিরার দাম হাজার টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে কিছুটা কমে পাইকারিতে ৭২০ টাকা, খুচরায় ৮২০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। তবে বছর দুয়েক আগেও ঢাকার বাজারে প্রতিকেজি জিরার দাম ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। সেই পরিস্থিতিতে ফেরার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। এদিকে বাজারে হলুদ ও শুকনা মরিচের মতো পণ্যের দামও গত বছরের তুলনায় বাড়তি। এ দুটি মসলাজাতীয় পণ্য দেশেও কিছুটা ৭-এর পাতায় দেখুন

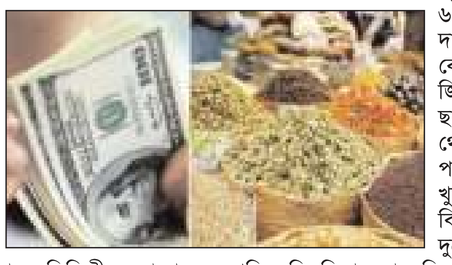

বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনের মৃত্যু অধিকতর প্রতিবেদনের নতুন তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৩০ জুন দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দারের আদালত এ তারিখ ধার্য করেন। গতকাল মামলাটির অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। এজন্য বিচারক নতুন দিন ধার্য করেন। ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল ডিবি পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মামলার বাদী নুর উদ্দিন ৭-এর পাতায় দেখুন

শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন আতঙ্কে বিনিয়োগকারীরা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শেয়ারবাজারে ধারাবাহিকভাবে দরপতন হচ্ছে। অব্যাহত পতনের মধ্যে পড়ে প্রতিদিন বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছে। লোকসান কাটিয়ে ওঠার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না তারা। ফলে দিন যত যাচ্ছে, বিনিয়োগকারীদের পুঁজি হারানোর আতঙ্ক তত বাড়ছে। আতঙ্কে অনেকেই দিনের সর্বনিম্ন দামে শেয়ার বিক্রির চেষ্টা করছেন। ফলে মাত্রাতিরিক্ত বিক্রির চাপে বাজারে ক্রেতা সংকট দেখা যাচ্ছে। এতে সূচকের যেমন পতন হচ্ছে, তেমনি কমে আসছে লেনদেনের গতি। গত কয়েক কার্যদিবসের মতো রোববারও (১৯ মে) বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ দিনের ৭-এর পাতায় দেখুন

অভিবাসী কর্মীদের জন্য আরও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, সরকার প্রবাসী কর্মীদের আরও উন্নত, সমৃদ্ধ ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে সব অংশীজনের সমন্বয়ে কাজ করছে। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে 'দ্য প্রজেক্ট লঞ্চিং অ্যান্ড স্টেকহোল্ডার নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ফর দ্য রিইন্টিগ্রেশন অব মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স প্রজেক্ট' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় পার্লামেন্টারি ককাস অব মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ারপারসন তানভীর শাকিল জয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব মো. রুহুল আমিন, ইন বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের হেড অব কো-অপারেশন করিন হেনচজ পিনানি, আইলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তুমো পৌতিয়াইনেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা, এনজিওর প্রতিনিধিরা এ সময় ৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন	
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন)	৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো)	৪,০০০/-
স্পট বিজ্ঞাপন	
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ)	১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন)	৮,০০০/-
প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন	
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা)	আলোচনা সাপেক্ষে
শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন	
প্রথম ২০ শব্দের জন্য	৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ	
হারানো বিজ্ঞপ্তি	
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।	
অন্যান্য বিজ্ঞাপন	
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য	৫০০/-

গোপালগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জের দুই উপজেলায় দুই শিক্ষক ও এক শিক্ষার্থীসহ চারজনের প্রাণ গেছে। গত শনিবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার হরিদাসপুরে এবং গোপালগঞ্জ-চাপাইল সড়কের চাপাইল এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে বলে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। নিহতরা হলেন-গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার দেবাসুর গ্রামের কানাই লাল দাসের ছেলে ও শহরের শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পিনাকী রঞ্জন দাস (৫৭), একই উপজেলার কড়িগ্রামের রেবতী মোহন সরকারের ছেলে ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর এম এইচ খান ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বাবুল সরকার (৪৮), কাশিয়ানী উপজেলার পুঁইশুর গ্রামের আবদুল আলী মোল্লার ছেলে ইমাদ ৭-এর পাতায় দেখুন

এসএমসি প্লাসের ড্রিংকস বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : অনুমোদনহীন এসএমসির ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস 'এসএমসি প্লাস' বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে এই ড্রিংকস বাজারজাত করার কারণে একমির চেয়ারম্যান তানভির সিনহাকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বিচারক আলাউল আকবার এ নির্দেশ দেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কামরুল হাসান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ধানের বাম্পার ফলনেও 'অখুশি' কৃষকেরা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি নির্দেশনা থাকলেও চুয়াডাঙ্গায় এখন পর্যন্ত ধান কেনা শুরু হয়নি। সরকারিভাবে ধান বিক্রি করতে না পেরে কৃষকদের মধ্যে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। কৃষকেরা বলছেন, খোলাবাজারে সরকারনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। আর খাদ্য বিভাগ বলছে, নানা জটিলতায় কৃষকের মাধ্যমে ধান কেনা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি তারা। ধান উৎপাদনে সমৃদ্ধ জেলা চুয়াডাঙ্গার মাঠে-ঘাটে পাকা ধানের ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে চারপাশে। বাতাসে দুলছে ধানের সোনালি শিষ। দাবদাহের মাঝেও সবাই ধান কাটা আর মাড়াইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কৃষকের ৭-এর পাতায় দেখুন

রাফা ছেড়ে পালিয়েছেন ৮ লাখ ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার রাফা শহর থেকে প্রায় আট লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গত সপ্তাহে দক্ষিণ গাজার এই শহরে ইসরাইল হামলা শুরু করলে প্রাণ বাঁচাতে তারা অন্যত্র সরে যান। গত শনিবার (১৮ মে) জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র প্রধান ফিলিপ লাজারিনি এ তথ্য জানিয়েছেন। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বলছে, তারা শনিবার রাফায় ৭০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। একইসঙ্গে স্থল সৈন্যরাও সুনির্দিষ্ট অভিযান চালিয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন এবং ইসরাইলি বাহিনী কয়েকডজন টানেল শনাক্ত করেছে।

ফিলিস্তিন বিষয়ক জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজ্জারানি বলেছেন, রাফায় ইসরাইলের হামলা শুরুর পর থেকে ব্যাপকহারে লোকজন পালাতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, গত ৬ মে রাফায় ইসরাইলের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে আট হাজার লোক পালাতে বাধ্য হয়েছে। তারা যেসব এলাকায় পালাতে বাধ্য হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নেই। এদিকে ৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীদের আয় বেড়েছে ১৪০ শতাংশ: টিআইবি

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৯ সালের তুলনায় এবার উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীদের আয় বেড়েছে ১৪০ শতাংশ, সম্পদ বেড়েছে ২৩১ শতাংশ। এছাড়া আগের তুলনায় তিন গুণ হয়েছে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা। এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে টিআইবির সংবাদ সম্মেলনে। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয় ধাপে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি। সম্মেলনে বলা হয়, কোথাও কোথাও সংসদ সদস্যদেরও সম্পদ বৃদ্ধিতে পেছনে ফেলেছেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরাও। এবার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ৭১ শতাংশ প্রার্থীই ব্যবসায়ী বলে জানায় সংস্থাটি। টিআইবি তাদের বিশ্লেষণে জনায়, পদে না থাকাদের তুলনায় থাকাদের আয় ও সম্পদ বেড়েছে অনেক বেশি। ২৫ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ রয়েছে। প্রতি চারজন প্রার্থীর একজন ঋণগ্রস্ত প্রার্থী রয়েছেন। মোট প্রার্থীর মধ্যে ১৩ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রার্থী বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত বলেও জানিয়েছে টিআইবি। উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণে টিআইবি জানায়, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে পাঁচ বছরে চেয়ারম্যান প্রার্থীর আয় বেড়েছে প্রায় ১১ হাজার শতাংশ। এক্ষেত্রে দেখা যায় অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে সাড়ে ১১ হাজার ও নির্ভরশীলদের সম্পদ বৃদ্ধির হার ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ। টিআইবি জানায়, দ্বিতীয় ধাপে ১৫৭ উপজেলায় চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান মিলে মোট প্রার্থী এক হাজার ৮১১ জন। এরমধ্যে চেয়ারম্যান পদে ২৩৫ জন, ভাইস চেয়ারম্যান ১৬৭ জন, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ৬০ জনসহ মোট ৪৬২ জন প্রার্থী ঋণগ্রস্ত। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, ৩১০ দশমিক ৯৪ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ঋণগ্রস্ত প্রার্থী তালিকার শীর্ষে আছেন নেত্রকোনার পূর্বধলার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আসাদুজ্জামান। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৯৯ দশমিক ১৫ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে কুমিল্লা সদর দক্ষিণের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। তিন নম্বরে পিরোজপুরের নেছারাবাদের ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. সোহাগ মিয়া। তার ঋণ ৩৫ দশমিক ৮৭ কোটি। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান ৭-এর পাতায় দেখুন

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা ইশরাক কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্টন থানার নাশকতার এক মামলায় বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে আদালত তার আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী তাহেরুল ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ভিক্ষা করে দেশের মানুষ

দেশজ উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। পণ্য বাজারজাতকরণের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, শুধু পণ্য উৎপাদন করলেই হবে না। পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য বাজারজাতকরণের দিকেও নজর দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, এবং মহামারি করোনার কারণে সমস্ত কাজ বন্ধ, রপ্তানি বন্ধ, আমদানি বন্ধ সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি এবং নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেও এ ধাক্কাটা এসে পড়েছে। এর সাথে যুক্ত আছে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের যুদ্ধ। বিদেশ থেকে যে পণ্যগুলো আমদানি করতে হয় তার প্রত্যেকটার দাম বেড়েছে। যার একটা প্রভাব আমাদের দেশে পড়ছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। এটা শুধু করতে পারব, যখন আমরা নিজস্ব উৎপাদন বাড়াতে পারব। অনুষ্ঠানে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩ বিজয়ী সাতজন মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও স্টার্ট আপ উদ্যোক্তাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা দেন প্রধানমন্ত্রী। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাত দিনব্যাপী এই মেলা চলবে ২৫ মে পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা ও দর্শনার্থীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে। শুধু দেশীয় উদ্যোক্তাদের তৈরি করা পণ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এসএমই ফাউন্ডেশন মেলার আয়োজন করেছে। এতে ৩৫০টির বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান অংশ নেবে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা।

মেট্রোরেলে ভ্যাট বসানো

সামনে যারা বসে আছেন তারা বেশিরভাগই আমাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। কিন্তু যাদের কাছে ব্রান্ডিংয়ের দরকার তারা নেই। তিন লাখ যাত্রী প্রতিদিন উত্তরা থেকে মতিঝিল আসছেন। মতিঝিল থেকে উত্তরা যাচ্ছেন। এখানে তাদের কাউকে রাখা দরকার ছিল। মন্ত্রণালয়ের লোকদের কাছে ব্র্যান্ডিং করা দরকার আছে কিনা- এটা আমি আগেও বলেছি। আমরা কাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছি সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

এনবিআর চেয়ারম্যানকে আদালত

আদালতের আদেশ গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা এবং অবমাননার জন্য আপনাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তাই আগামী ১০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টের রায়ে দেওয়া নির্দেশনা না মানলে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় মামলা করা হবে বলেও নোটিশে জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির (পল্লব) নোটিশের বিষয়ে বলেন, ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর হাইকোর্ট তার রায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, ইয়াহু, আমাজনসহ অন্যান্য ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, ডোমেইন বিক্রি, লাইসেন্স ফিসহ সব রকমের লেনদেন থেকে মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক, ধারা ১৫ এর অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর প্রদানসহ সব ধরনের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের বিবরণী হলফনামা আকারে হাইকোর্টে দাখিল করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালন করেনি যা আদালত অবমাননার শামিল। ফলে রায় প্রতিপালন না করায় এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা মো. রহমাতুল মুনিমকে ই-মেইলে আদালত অবমাননার অভিযোগে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এর আগে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির (পল্লব), ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কাউসারসহ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন আইনজীবী জনস্বার্থে ২০১৮ সালের ৯ এপ্রিল হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি রিট দায়ের করেন। রিটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, গুগল, ফেইসবুক, ইয়াহুসহ মোট ১২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিবাদী করা হয়। পরে ২০১৮ সালের ১২ এপ্রিল হাইকোর্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুল জারি করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআরসহ সব বিবাদীকে গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজনসহ সব অনলাইন কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট আদায়ের নির্দেশ দেন। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পর বেশ কিছু অনলাইন কোম্পানি বাংলাদেশ ভ্যাট দেওয়া শুরু করে। ওই রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে কিছু নির্দেশনাসহ রায় ঘোষণা করেন আদালত।

ভারত-চীনের অংশগ্রহণ বাড়লে

ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, মিয়ানমারের এখন যে পরিস্থিতি তাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশ থেকে পালাচ্ছে। এমন অবস্থায় আমরা রোহিঙ্গাদের ঠেলে দিতে পারি না। ৬ লাখের অধিক রোহিঙ্গা এখনো মিয়ানমারে আছে, যারা চেষ্টা করছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আসতে। প্রত্যাবাসন একমাত্র সমাধান নয়, তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে ফেরত পাঠানোই আসল সমাধান। তিনি আরও বলেন, উগাণ্ডায় মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলে মনে হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্ক ভালো রাখতে তারাও রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার প্রসেস শুরু করতে ইচ্ছুক। আমরা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য কূটনৈতিকভাবে চেষ্টা করছি। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিগত সংঘাত সবসময়ই ছিল কিন্তু এটিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় না করিয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সংসদ সদস্য শাহরিয়ার আলম বলেন, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মানবতার খাতিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দেন। সরকার তাদের দেশে পাঠাবার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তবে তার জন্য কিছুটা সময় ও ধৈর্য দরকার। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু এ ব্যর্থতা বারবার হবে না। তিনি আরও বলেন, ভাসানচর নিয়ে অনেক বিদেশি-দেশি সাংবাদিক নেতিবাচক কথা লিখেছে, যা সঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ সচেতন। আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে অন্য যতই ইস্যু আসুক না কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওকাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন, ওকাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জুলহাস আলম, ফরিদ হোসেন প্রমুখ।

কালশীতে পুলিশ বক্সে আগুন

যানচলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় অনেকের হাতে লাঠি দেখা যায়। তারা গাড়ি ভাঙচুর করতেও উদ্যত হয়। তারা সড়কের মাঝখানে রশি টানিয়ে দিয়ে যানচলাচল বন্ধ করে দেয়। এক পর্যায়ে সড়কে তারা গাড়ি আড়াআড়িভাবে রাখতে বাস চালকদের বাধ্য করেন। এতে ওই সড়ক ব্যবহারকারী হাজার হাজার যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েন। গন্তব্যে যেতে মানুষজনকে পায়ে হেঁটে রওনা দিতে দেখা যায়।

বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

থেকে ১০০-এর মধ্যে হলে সেটি মধ্যম মানের বায়ু, ১০১ থেকে ১৫০ হলে বায়ুর মানে সাবধানতা বা সতর্কীকরণ করা হয়। বায়ুর মান ১৫১ থেকে ২০০-এর মধ্যে হলে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে হলে বায়ু খুব অস্বাস্থ্যকর এবং ৩০১-এর বেশি হলে চরম অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে হিসেবে আজকের মাত্রা অস্বাস্থ্যকর। বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান মজুমদারবলেন, আবহাওয়ার সঙ্গে বায়ুদূষণের একটি সম্পর্ক তো আছেই। তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসে ধুলোবালি বেড়ে যায়। এতে বায়ুদূষণও বেড়ে যায়। তবে এখনকার দূষণের মূল কারণ শুধু তাপমাত্রা নয়, রাস্তার যত্রতত্র চলছে খোঁড়াখুঁড়ি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এসব খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় ঢেকে। আমাদের এসব কিছুই মানা হয় না। রাস্তায় খোঁড়া বালি, মাটি এসব বাতাসে মিশে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ঈদকে সামনে রেখে ফিটনেসবিহীন যানবাহন আবার বেড়ে গেছে। এই দুইটি বড় কারণ বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। তিনি বলেন, ফিটনেসবিহীন যানবাহন আটকাতে মাঝে একবার পুলিশ টানা অভিযান চালিয়েছিল। তাতে ফিটনেসবিহীন যানবাহন কমার পাশাপাশি কমে এসেছিল বায়ুদূষণও। এই ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক কাজ করে যেতে হবে।

বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ , ১৭ দিনে

ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৪২ লাখ ৮০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১২০ কোটি ৮ লাখ ১০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৪৮ লাখ ২০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। এদিকে গত এপ্রিল মাসে দেশে এসেছে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত মার্চে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর গত জানুয়ারি মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১০ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

একাদশে ভর্তি ১৫-২৫ জুলাই

হার ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে একাদশ শ্রেণিতে আসন রয়েছে ২৫ লাখ। অর্থাৎ, এসএসসি পাস সবাই কলেজে ভর্তি হলেও আট লাখের বেশি আসন খালি থেকে যাবে।

অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া : অনলাইনে www.xiclassadmission.gov.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একাদশে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। ১৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিয়ে সর্বনিম্ন পাঁচটি এবং সর্বোচ্চ দশটি কলেজে পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে, তার মধ্য থেকে তার মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। কেবল শিক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। ১২-১৩ জুন প্রথম পর্যায়ের আবেদন যাচাই, বাছাই ও নিস্পত্তি করা হবে। এই সময়েই পুনঃনীরিক্ষণে ফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হবে। এরপর ২৩ জুন রাত ৮টায় প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে। ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং ৯-১০ জুলাই তৃতীয় পর্যায়ের আবেদন গ্রহণ করা হবে। ৪ জুলাই রাত ৮টায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেদনের ফল ও প্রথম মাইগ্রেশনের ফল এবং ১২ জুলাই রাত ৮টায় তৃতীয় পর্যায়ের আবেদনের ফল ও দ্বিতীয় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে।

ভর্তি ফি : এবার ঢাকা মেট্রোপলিটনের এমপিওভুক্ত কলেজে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের কলেজে ভর্তির ফি হবে ৩ হাজার টাকা। জেলা পর্যায়ের কলেজে দুই ভার্সনের ভর্তির ফি ২ হাজার ও উপজেলা বা মফস্বল পর্যায়ের কলেজে দুই ভার্সনে ভর্তির ফি দেড় হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ননএমপিও বা আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার কলেজের বাংলা ভার্সনের জন্য সাড়ে ৭ হাজার টাকা ও ইংরেজি ভার্সনের জন্য সাড়ে ৮ হাজার টাকা।

একাদশে ভর্তি:যা যা জানা দরকার : আর ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার ননএমপিও কলেজে বাংলা ভার্সনে ভর্তির জন্য ৫ হাজার টাকা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তির জন্য ৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের কলেজের বাংলা ভার্সনে ৩ হাজার টাকা ও ইংরেজি ভার্সনে ৪ হাজার টাকা ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। আর উপজেলা বা মফস্বল পর্যায়ের কলেজে বাংলা ভার্সনে আড়াই হাজার টাকা ও ইংরেজি ভার্সনে ৩ হাজার টাকা ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি কলেজগুলো সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তি ফি নেবে। দরিদ্র, মেধাবী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কলেজগুলো ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যেসব শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করেছে, কেবল তারাই বোর্ডে ম্যানুয়ালি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও প্রবাসীদের সন্তান ও বিকেএসপি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য আবেদনের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বোর্ড প্রমাণপত্র যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীকে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম জিপিএ এ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হবে) ভর্তির ব্যবস্থা নেবে।

উত্তরা-টঙ্গী রুটে হবে মেট্রোরেলের ৫

পারবে। উত্তরা উত্তর থেকে টঙ্গী রেলস্টেশন পর্যন্ত এ রুটের দৈর্ঘ্য হবে ৭.৫ কিলোমিটার। এ রুটে নতুন ৫ স্টেশন হবেড় দিয়াবাড়ী বাজার, সোনারগাঁও জনপদ রোড পূর্ব, পশ্চিম, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী রেলস্টেশন। মেট্রোরেলের এমডি দাবি করেছেন, এমআরটি রুট অ্যালাইনমেন্ট বরাবর যানজট কমে গেছে। এর আগে, মেট্রোরেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম এ এন ছিদ্দিক জানিয়েছেন, উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে টঙ্গী পর্যন্ত মেট্রোরেল বর্ধিত করতে সমীক্ষা চলমান রয়েছে। মূলত টঙ্গী রেলস্টেশন ও সড়ক জংশনকে সংযুক্ত করতে পারলে ওই অঞ্চলের মানুষের সুবিধা বাড়বে। এই পথ চালু হলে টঙ্গী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যাত্রাপথ হবে ৪৮ মিনিটের। ভ্যাট বসানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর আগে মেট্রোরেলে ভ্যাট বসানো হয়েছিল। তখন কথা বলে জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। এখন সেটা আবার ১ জুলাই থেকে কার্যকরের কথা বলা হচ্ছে। যদি ভ্যাট দিতে হয় তাহলে এটি যাত্রীর দিতে হবে। তাই এটি রিভিউ করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানের জানানো হয়, মেট্রোরেল চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম তিনবার বেড়েছে। কিন্তু মেট্রোরেলের ভাড়া বাড়ানো হয়নি। এখন ভ্যাট যুক্ত হলে ভ্যাটের টাকা যাত্রীদেরকে দিতে হবে মেট্রোরেলের পক্ষে সেটি বহন করা সম্ভব না। ফলে মেট্রোরেলের ভাড়ার পরিমাণ বেড়ে যাবে। সেমিনার উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনোরি প্রমুখ।

বিচারের আগে মিডিয়া ট্রায়াল

ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে পুলিশ সাফল্যজনক ভূমিকা পালন করছে। এরই মধ্যে দেশে সব ধরনের জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনো কিছু ঘটার আগেই পুলিশ তথ্য জেনে যায় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সময় পুলিশের সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি শাহ মিজান শাফিউর রহমান, সিলেটে মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মো. জাকির হোসেন খান, সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৪ বছরের উন্নয়ন ফিরিস্তি

চলেছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে করপোরেশনের রাজস্ব আদায় ছিল মাত্র ৫১৩ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে যথাক্রমে ৭০৩ দশমিক ৩১ কোটি, ৮৭৯ দশমিক ৬৫ কোটি ও এক হাজার ৩১ দশমিক ৯৭ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে রাজস্ব আদায় হয়েছে, তা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫৪ কোটি টাকা বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সফলতা তুলে ধরে মেয়র তাপস বলেন, আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকায়নে অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তরকেন্দ্র অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিগত চার বছরে নতুন ৪১টি অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তরকেন্দ্র নির্মাণ করেছি। বাকি ওয়ার্ডগুলোতেও নির্মাণকাজ চলমান। তিনি জানান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকায়নে চার বছরে নতুন ২৫টি ডাম্প ট্রাক ক্রয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহকারী নিবন্ধন, পুরোনো পাঁচটি অঞ্চলে চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহকারী নিবন্ধন করেছি। নতুন পাঁচটি অঞ্চলে চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহকারী নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান। সর্বোপরি সূচি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সড়ক, অলিগলি ঝাড় দেওয়া ও রাতের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তরকেন্দ্র থেকে মাতুয়াইল কেন্দ্রীয় ভাগাড়ে বর্জ্য স্থানান্তর নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ১৫টি ডাম্প ট্রাক ও ১০টি পে- লোডার কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সামষ্টিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিকায়ন নিশ্চিত হয়েছে। এতে শহরের সৌন্দর্য যেমন বেড়েছে, তেমনি নগরবাসীকে এখন আর যত্রতত্র উপচেপড়া বর্জ্যের উৎকট গন্ধে পথ চলতে হয় না।

খেলার মাঠ সংস্কার চার বছরে ১০ উন্মুক্ত উদ্যান ও ১১টি খেলার মাঠ সংস্কার করা হয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ ও গণপরিসর সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে খেলার মাঠ বা উদ্যান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ১১টি খেলার মাঠ সংস্কার করা হয়েছে। পাঁচটি ওয়ার্ডে নতুন খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বিগত চার বছরে ১০টি উদ্যান প্রতিষ্ঠা করে তা জনগণের জন্য অবমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং চারটি মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান। ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিটি ওয়ার্ডে সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র, গণশৌচাগার ও কাঁচাবাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জানিয়ে মেয়র বলেন, বিগত চার বছরে তিনটি সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে এবং ছয়টি সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৫টি ওয়ার্ডে নতুন সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণাধীন। ৩৩টি ওয়ার্ডে নতুন সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মজীবী মানুষ বিশেষ করে নারীদের সুবিধার্থে প্রতিটি ওয়ার্ডে ন্যূনতম একটি করে গণশৌচাগার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত চার বছরে ৩৬টি গণশৌচাগার নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে পাঁচটি নতুন কাঁচাবাজারের নির্মাণকাজ চলমান। চারটি ওয়ার্ডে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুটি কাঁচাবাজারের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সংস্কারকাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং দুটি কাঁচাবাজারের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মশা নিয়ন্ত্রণে যা করেছে দক্ষিণ সিটি মেয়র তাপস বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ঢেলে সাজাতে আমরা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিই। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০২০ সালের ৬ জুন আমরা বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু করি। বর্তমানে সূচি অনুযায়ী সারাবছরই আমরা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছি।

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেগবান করতে নতুন মশককর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আগে ৪২৪ মশককর্মী এ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। বর্তমানে এক হাজার ৫০ জন মশককর্মী ও মশক সুপারভাইজার নিয়মিতভাবে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। একইসঙ্গে আমরা প্রয়োজনীয় যান-যন্ত্রপাতিও বাড়িয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমার দায়িত্বভার নেওয়ার পূর্বে ৫৫১টি ফগার মেশিন, ৪৩১টি হস্তচালিত মেশিন ও ১৭টি হুইলব্যারো মেশিন দিয়ে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বিগত চার বছরে আমরা নতুন আরও ৫৩৫টি ফগার মেশিন, ৬০০টি হস্তচালিত মেশিন ও ২৯টি হুইলব্যারো মেশিন কিনেছি।

ডিএসসিসি মেয়র জানান, কোনো ওয়ার্ডে সপ্তাহে ১০ জনের বেশি ডেঙ্গুরোগী শনাক্ত হলে সে ওয়ার্ডকে লাল চিহ্নিত এলাকা (রেড জোন) ঘোষণা করে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। করপোরেশনের ১০টি অঞ্চলেই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গত বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় নয় হাজার ৭৬৪ জন ডেঙ্গুরোগী পেয়েছি। তখন সারাদেশে রোগী ছিল ২ লাখ ৭১ হাজার ১৭৫ জন, যা সারাদেশের মোট রোগীর মাত্র ৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। ফলে সফলতার সঙ্গে আমরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি।

ছয় লেন প্রকল্পে টেন্ডার হওয়ার আগে

প্রধান প্রকৌশলী ও বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি)। ওই রিট গত ৭ মে আদালত শুনানি শেষে রুল জারি করেন এবং স্থিতাবস্থার বিষয়ে আদেশের জন্য ৮ মে দিন ধার্য রাখেন। পরবর্তীতে ১২ ও ১৩ এবং রোববার (১৯ মে) আবেদনের ওপরে শুনানি হয়। শুনানি শেষে স্থিতাবস্থা জারি করেন আদালত। রিটের পক্ষে এক সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টারি) অ্যাফিডেফিট দাখিল করে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, যশোর নড়াইল ছয় লেন রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কোনো টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। তা সত্ত্বেও উক্ত রাস্তার দুপাশে শত শত গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তিনি আদালতে বলেন, প্রচণ্ড তাপদহে মানুষের প্রয়োজনে গাছগুলো কাটা বন্ধ রাখা প্রয়োজন। তিনি আদালতে আরও বলেন, গাছ সংরক্ষণ করেও ছয় লেনের রাস্তার কাজ করা সম্ভব, তাতে জনগণ উপকৃত হবে। শুনানিতে সরকার পক্ষে আদালতে দাবি করা হয় যে, গাছ কাটা যাবে না এমন কোনো আইন দেশে নেই এবং গাছ কাটা বন্ধ হলে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হবে। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ২০৩০ সালে দাবদাহে অন্যতম শীর্ষ নগরী হবে ঢাকা। সুতরাং গাছ সংরক্ষণ করে এখনই ব্যবস্থা না নিলে জনগণের ভোগান্তি দূর করা সম্ভব হবে না। এমনকি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ অনুসারে বেঁচে থাকার অধিকার যা মৌলিক অধিকার তাও বিঘ্নিত হবে।

চলমান নির্বাচনে জনগণের মতামতের

পরাজয়ে আশাবাদী না হলেও জনগণের স্বার্থে মাঠে থেকে রাজনীতি করছে জাতীয় পার্টি। আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে জিএম কাদের বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ শক্তিশালী দল বলে দাবি করলেও তাদের কার্যক্রম এখন দানবীয় শক্তির মতো। যার ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলেছে তারা। আগে জনগণের জন্য বটগাছের ন্যায় ছায়ার দল ছিল আওয়ামী লীগ এখন সেটি পরগাছায় রূপান্তরিত হয়েছে। এসব কারণে দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আওয়ামী লীগ। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে জিএম কাদের বলেন, দেশে অর্থনৈতিকভাবে একটা ভয়াবহ সঙ্কট চলছে। প্রতিনিয়ত দেশের টাকা কমে যাচ্ছে। বিনোয়োগ আসছে না। টাকার বিপরীতে ডলারের দাম এখন প্রতিনিয়ত বাড়ছে, ফলে দেশে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। এটি আমাদের জন্য অশনিসংকেত। অনেক বিদেশি কোম্পানি বিনিয়োগ করে ডলার সংকটের কারণে লভ্যাংশ নিয়ে যেতে পারছে না। যার ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে এ দেশের সাথে কেউ আর ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইবে না। এসব অভ্যন্তরীণ বিষয় এখন সরকার নানাভাবে গোপন করছে যা জনগণের স্বার্থবিরোধীও বটে। তিনি আরও বলেন, এ ছাড়াও বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে বহু টাকা লুটপাট হয়েছে। দেশের টাকা বিভিন্নভাবে অবাধে পাচার করতে সহায়তা করা হয়েছে। যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভঙ্গুরদশা। এসময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ভিপি আলাউদ্দিন, কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এসএম ইয়াছিরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

শতভাগ ই-ফাইলিং নিশ্চিতে কর

এ সময়ে এসেও সরকারের বাজেট বাস্তবায়নে এটা পয়সাও ঋণ করতে হবে না। কর আহরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা বাড়ানো, দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, শতভাগ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে অন্যান্য পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলেও ২০৩০ সালের মধ্যে কর আহরণ ১৬৭ বিলিয়ন ডলারে উঠবে। আর প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে না পারলে ওই সময়ে কর আহরণ হবে সর্বোচ্চ ৯০ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার কর আহরণ প্রায় ৮৬ শতাংশ বাড়াতে সহায়তা করবে। ডায়ালগের শুরুতেই সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, দেশের চলমান উন্নয়ন ধরে রাখতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বিনিয়োগের চাহিদা বাড়লেও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন বা কর আহরণ বাড়ছে না। এরই মধ্যে বহিস্থ খাত থেকে কিছু চাপ আসছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে আসার পর বিদেশি ঋণে সুদের হার বাড়বে। তাছাড়া বিদ্যমান ঋণের পরিশোধ ও সুদ বাবদ বড় একটা অর্থ চলে যাচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের কোনই বিকল্প নেই। কর আহরণে সমস্যাগুলো খুবই পুরাতন এবং এগুলো ইতোমধ্যেই চিহ্নিত আছে দাবি করে তিনি বলেন, কর ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করতে এনবিআরকে শক্তিশালী করতে হবে। দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। 'মানুষ কর জালে আসতে একটা ভয়ের মধ্যে থাকে। কর আহরণ ব্যবস্থাকে সহজ করে করদাতাদের এই ভয় দুর করতে হবে, বলেন ড. ফাহমিদা খাতুন। অনুষ্ঠানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

আগামী ৩ দিন হতে পারে বৃষ্টি,

কমতে পারে। দেশের পূর্বাঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা (১ থেকে ২) ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে বলে জানান তিনি। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আজ ঢাকায় বাতাসের গতিবেগ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার, যা অস্থায়ী দমকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। আবহাওয়ার সোমবারের পূর্বাবাসে বলা হয়, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তৃতীয় দিন মঙ্গলবারের পূর্বাবাসে বলা হয়, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

ভারতীয় পেঁয়াজে রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ

আরএসডি এন্টারপ্রাইজ। হিলি স্থলবন্দরের অভ্যন্তরে সেগুলো বিক্রির জন্য রাখলেও ক্রেতা না পাওয়ায় বিক্রি হয়নি। এ অবস্থায় বুধবার বিকালে নিজস্ব গুদামে রেখেছেন আমদানিকারক। গত শনিবার পর্যন্ত পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও বিক্রি হয়নি। ফলে ক্রেতা সংকটে পচে যেতে পারে বলে আশঙ্কা এই আমদানিকারকের। পাশাপাশি লোকসানের ভয়ে ওই দিনের পর বন্দর দিয়ে কোনো পেঁয়াজ আমদানি হয়নি। বন্দর থেকে পেঁয়াজ কিনে দেশের বিভিন্ন মোকামে পাঠান আইয়ুব হোসেন। তিনিবলেন, 'বন্দর থেকে পেঁয়াজ কিনে দেশের বিভিন্ন মোকামে সরবরাহ করি। কয়েক মাস আমদানি বন্ধ ছিল। গত মঙ্গলবার নাসিক জাতের ৩০ টন আমদানি হয়। সেগুলোর কেজি ৬৫ টাকা করে চান আমদানিকারক। ৫৫ টাকা পর্যন্ত বলেছিলাম। কিনে মোকামে পাঠালে ৬৫-৭০ টাকা কেজি পড়বে। মোকামে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এত দামে কেউ কিনতে চায় না। কারণ দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬৫ টাকা। সেখানে এত দাম দিয়ে কেন আমদানি করা পেঁয়াজ কিনবেন ক্রেতারা। ফলে সেগুলো বিক্রি হয়নি। দেশির চেয়ে আমদানির দাম কম হলেই কেনেন ক্রেতারা। ফলে মঙ্গলবারের পর কোনো পেঁয়াজ আমদানি হয়নি।' আমদানিকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভারতে পেঁয়াজের সংকট ও দাম বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে গত বছরের ৭ ডিসেম্বর রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেশটির সরকার। এরপর থেকে আমদানি বন্ধ ছিল। গত ৪ মে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। হিলির ২০ আমদানিকারক ২৭ হাজার টন আমদানির অনুমতি পান। কিন্তু ৪০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ করে দেওয়ায় অনুমতি পেলেও আমদানি করেননি আমদানিকারকরা। আরএসডি এন্টারপ্রাইজ আমদানিকারকের প্রতিনিধি আহম্মেদ আলীবলেন, 'নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর আমদানিকারকরা আইপি ও এলসি খোলাসহ সব ধরনের কার্যক্রম শেষ করেন। কিন্তু ভারত সরকার রপ্তানি শুল্ক ৪০ শতাংশ আরোপ করায় আমদানি পেঁয়াজের দাম পড়ছে কেজিপ্রতি ৬৩-৬৫ টাকার মতো। অথচ একই দামে দেশি পেঁয়াজ পাওয়া যায়। ফলে আমদানিতে আগ্রহ নেই ব্যবসায়ীদের।' রপ্তানি শুল্ক ও প্রতি টনে রপ্তানি মূল্য ৫৫০ ডলার দিয়েই পরীক্ষামূলকভাবে ৩০ টন আমদানি করেছিলাম জানিয়ে আহম্মেদ আলী বলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পেঁয়াজগুলো দেশে আসে। ভারতে এক কেজিতে শুল্ক পরিশোধ করতে হয়েছে ২৫ টাকা। এর সঙ্গে কেনা দাম, পরিবহন ও শ্রমিক খরচ এবং হিলি কাস্টমসে শুল্ক পরিশোধ করে দাম পড়েছে ৬৩ টাকার মতো। ৬৫ টাকায় বিক্রি করতে পারলে দুই-এক টাকা করে লাভ হতো। কিন্তু লাভ তো দূরের কথা, চালান তোলা দিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। কারণ প্রথমদিন ৫৫ টাকা করে দুই-তিন জন ব্যবসায়ী দাম বললেও পরে নিতে চাননি। এখন আর ক্রেতা পাচ্ছি না। বুধবার বিকালে সেগুলো গুদামে রেখেছি। সেখানেও খরচ বাড়বে। কারণ গুদাম ও বিদ্যুৎ খরচ তো আছেই। বেশিদিন রাখাও যাবে না। গরমে পচে নষ্ট হবে। যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হবে।' আমদানি পেঁয়াজের দাম ও চাহিদা কম কেন জানতে চাইলে আহম্মেদ আলী বলেন, 'কারণ দেশির চেয়ে মান কিছুটা নিম্ন। এজন্য চাহিদা কম। সংকট হলেই কেনেন ক্রেতারা। এখন দেশি পেঁয়াজের দাম ৬৫ টাকা। তা চেয়ে ১০-১৫ টাকা কম হলে বিক্রি হতো। কিন্তু যে হারে ভারত শুল্ক ও রপ্তানি মূল্য নিচ্ছে, তাতে তাদের পেঁয়াজ এনে বিক্রি করে লোকসানে পড়তে হবে। যদি তারা রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আমদানি যেমন বাড়বে তেমনি দামও কমবে। তখন ক্রেতার সংকট হবে না।' গত শনিবার বিকালে হিলি বাজার ঘুরে দেখা যায়, সব দোকানে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো। পাইকারিতে প্রতি কেজি ৬০ এবং খুচরায় ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা আবুল হাসনাতবলেন, 'পাবনা ও নাটোরের মোকাম থেকে প্রতি কেজি ৬০ টাকায় কিনেছি। এর সঙ্গে পরিবহন ও শ্রমিক খরচ পড়ছে দুই-তিন টাকা করে। সে হিসাবে খুচরায় ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। তবে আমদানি পেঁয়াজ বাজারে কম, কারণ দাম বেশি।' এদিকে, বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে অবশ্য পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ সরকার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে নিরোধ শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ২৪ লাখ টনের বেশি পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে দেশে পেঁয়াজ এসেছে মাত্র সাত লাখ ১৮ হাজার টন। বাকি পেঁয়াজ এখনও আসেনি। রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ ও শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রেখেছেন বলে জানালেন হিলির আমদানিকারক মোবারক হোসেন। তিনিবলেন, 'পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে আমদানি বন্ধ আছে। ফলে গুদাম ভাড়া ও কর্মচারীদের বেতন পকেট থেকে দিতে হয়। ৪ মে ভারত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে আমরা আমদানির প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু রপ্তানি মূল্য ও শুল্ক নির্ধারণ করে দেওয়ায় ঝামেলায় পড়েছি। প্রতি কেজিতে রপ্তানি মূল্য ও শুল্ক পড়ছে ২৫ টাকার মতো। যা এক কেজি পেঁয়াজের দামের সমান। এই দামে আমদানি করলে লোকসান গুনতে হবে। সেজন্য আমরা আমদানি করছি না।' ভারত সরকার রপ্তানির ওপর ৪০ শতাংশ শুল্ক তুলে নেওয়ার চিন্তা করছে বলে রপ্তানিকারকরা আমাদের জানিয়েছেন উল্লেখ করে এই আমদানিকারক বলেন, 'আমরা রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তারা বলেছিলেন এ নিয়ে ভারতের দিল্লিতে ১৮ মে বৈঠক হবে। সেটি হয়নি। ভারতে নির্বাচন চলায় আগামী মাসে বৈঠক হবে বলে জানিয়েছেন। ওই বৈঠক থেকে রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা আসতে পারে। তারপর আমদানি শুরু করবো। এখন বাজারে দেশি পেঁয়াজের যথেষ্ট সরবরাহ আছে।' হিলি স্থলবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা সোহরাব হোসেনবলেন, 'গত মঙ্গলবার ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। বুধবার বিকালে সেগুলো খালাস করে নিয়েছেন আমদানিকারক। এরপর কোনো পেঁয়াজ আমদানি হয়নি। কারণ দাম বেশি পড়ায় আমদানি বন্ধ রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।'

ধর্ষণের অভিযোগঃ জুজুৎসুর নিউটনসহ ২ জন রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার জুজুৎসু অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম নিউটন ও তার সহযোগী সুমাইয়ার এক দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল রোববার বিকালে শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিমের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে, মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা শেরে বাংলা নগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাকিল জোয়ার্দার আসামিদের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। এ সময় আসামিদের পক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই জামিনের বিরোধিতা করে রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে প্রত্যেকে আসামির এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গত ১৮ মে রাজধানীর শাহ আলী ও মিরপুর এলাকা থেকে নিউটন ও তার এক সহযোগীকে আটক করেন র‍্যাব। যাঁবের দাবি, অ্যাসোসিয়েশনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী খেলোয়ারদের ধর্ষণের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা ও গর্ভপাত করাতো, এমনকি মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের কক্ষে প্রবেশ করে তাদের জোরপূর্বক নগ্ন ভিডিও ধারণ করে রাখতো। এসব কাজে তাকে সহায়তা করতো অ্যাসোসিয়েশনের আরেক নারী খেলোয়াড় সুমাইয়া। এই ঘটনায় শেরে বাংলা নগর থানায় জুজুৎসু অ্যাসোসিয়েশনের একজন নারী খেলোয়াড় রফিকুল ইসলাম নিউটনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করেন। সম্প্রতি নিউটনের বিরুদ্ধে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদসহ একাধিক নারী খেলোয়াড়কে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে।

ভাইরাল সেই বক্তব্যের বিষয়ে কুষ্টিয়া আ.লীগ সভাপতিকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খানকে দলের পক্ষ থেকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত ১১ মে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ পাঠানো হয়। তবে গত শনিবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়। কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত আপনার বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তা সংগঠনের রীতিনীতি ও আদর্শ পরিপন্থি। শিষ্টাচারবহির্ভূতভাবে দেওয়া আপনার বক্তব্য সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায়, আপনার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার ব্যাখ্যাসহ আপনার লিখিত জবাব আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাননীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক পাঠানোর জন্য সাংগঠনিক নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ১ মে সন্ধ্যায় জেলার খোকসা উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙ্গি গ্রামে সদর উদ্দিন তার ছোট ভাই ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী রহিম উদ্দিন খানের একটি নির্বাচনি পথসভায় অংশ নেন। সেখানে সদর উদ্দিনের দেওয়া বক্তব্যের ২ মিনিট ১৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিওতে সদর উদ্দিন খান বলেন, 'আল্লাহ পাক উন্নয়ন করাবে আমাকে দিয়ে। যারা আমার বিরোধিতা করবে, তারা আল্লাহর সঙ্গে বিরোধিতা করবে। শয়তানরা মসজিদে আসবে, গোরস্তানেও শোবে। শয়তানরা মসজিদে এসে সুখে থাকতে পারবে না। কোনো ওয়াক্তে যাবে, কোনো ওয়াক্তে যাবে না। আর গোরস্তানে গেলে শয়তানদের যেভাবে মাটিচাপা হবে, আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি শয়তানের অনুসারীদের বলবো, শয়তানের সঙ্গে থেকে এই শাস্তি ভোগ করার দরকার নেই। যারা শয়তান আছে থাক, তা বাদে সবাই আপনারা একসঙ্গে আসবেন। একসঙ্গে হয়ে জয় সুনিশ্চিত করেন। জয় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। আল্লাহ পাকের রহমতে আজকে বলে গেলাম, জয় সুনিশ্চিত।' এ বিষয়ে জানতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খানের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি কোনো সাড়া দেননি। উল্লেখ্য, গত ৮ মে খোকসা উপজেলায় প্রথম ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আল মাসুম মোর্শেদ।

যশোর জেলা প্রশাসনের সংবাদ সম্মেলন ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দিলে ৯৯৯-এ জানালেই নেওয়া হবে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে যশোর জেলা প্রশাসন। গতকাল রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২১ মে যশোরের শার্শা, চৌগাছা ও ঝিকরগাছা এই তিন উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে। সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক আবরাউল হাছান মজুমদার বলেন, 'ভোটারদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। পুলিশ, বিজিবি, আনসার, র‍্যাব সদস্যরা ভোটারদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে। যদি কেউ ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে বাধা অথবা সুষ্ঠু ভোট প্রদানে বাধা দেয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করে জানান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে।' যশোরের পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়ারদার বলেন, 'প্রত্যেক ভোটার যেন নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন, স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন; তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে বাধা দিলে তা বরদাশত করা হবে না।' সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ তিন উপজেলায় কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সংঘটিত নির্বাচনি অপরাধের কারণে গত ১৭ মে পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রার্থী এবং তাদের কর্মী-সমর্থকদের ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন অন্য দুই উপজেলার চেয়ে শার্শা উপজেলায় নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকবে বেশি। তিন উপজেলায় মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে এক হাজার ৭১৮ জন পুলিশ, ৬০ জন র‍্যাব সদস্য এবং ৬০ জন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া ৮ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তিন উপজেলার নির্বাচনি রিটার্নিং অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এম এম শাহীন, জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা আনিচুর রহমান প্রমুখ।

বন্ধুর শোবার ঘর থেকে কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে বন্ধুর বাড়ির শোবার ঘর থেকে এক কলেজছাত্রের হাত-পা বাঁধা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে বোচাগঞ্জ উপজেলার টেনা গ্রামের লাইসুর রহমানের বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকেই লাইসুর ইসলাম ও তার ছেলে মিরাজ পলাতক রয়েছেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বোচাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল ইসলাম। নিহত শাকিব হাসান (১৮) একই উপজেলার নাফানগর গ্রামের মোমিনুল ইসলামের ছেলে। সে নাফানগর টেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৩টার দিকে লাইসুর রহমানের বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেন। পরে পুলিশ এসে ওই বাড়ির শোবার ঘর থেকে কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহটির হাত-পা লোহার তার দিয়ে বাঁধা ছিল এবং একটি রক্তাক্ত শার্ট গলায় প্যাঁচানো ছিল। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে সকালে মরদেহ দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (১৭ মে) বিকালে বাবার সঙ্গে ভুট্টাক্ষেতে কাজ করছিল শাকিব। এ সময় সে তার বাবাকে ক্রিকেট খেলার কথা বলে বাড়িতে যায়। বাড়ি থেকে ক্রিকেট বল নিয়ে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। ওসি রাসেল ইসলাম বলেন, 'শাকিব ও মিরাজ দুজন বন্ধু। ঘটনার পর থেকেই মিরাজ ও তার বাবা লাইসুর রহমান পলাতক রয়েছেন। সকালে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

মসজিদে যাওয়ার পথে একদল কুকুরের আক্রমণে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের নান্দাইলে একদল কুকুরের আক্রমণে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার ভোরে পৌর শহরের চারানিপাড়া নদীর পাড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নান্দাইল মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাহিদুল ইসলাম। নিহত ওই যুবকের নাম ইজাজুল ইসলাম (৩২)। তিনি নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের শেরপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত ছমির হোসেনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইজাজুল নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-সংলগ্ন একটি বাসায় ব্যাচেলর হিসেবে ভাড়া থাকতেন। সেখানে থেকে একটি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির কাজ করতেন।

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিতে

আমাদের দেশে কার্গো ভাড়াও বেশি।- বিএফভিএপিইএ সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন তাজা শাক-সবজি রপ্তানিও কমছে, প্রণোদনা বাড়ানো দরকার বাংলাদেশ এখন প্রতিদিনই কাঁচামরিচ থেকে শুরু করে লাউ, কুমড়া, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, পেঁপে, চিচিঙ্গা, কাঁকরোল, বরবটি, শিম, টমেটোসহ বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি বিশ্বের অনেকগুলো দেশে রপ্তানি করছে। তবে রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন কমছে বলে দাবি রপ্তানিকারকদের। এমন পরিস্থিতিতে তাজা সবজি ও ফলজাতীয় পণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবল অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফভিএপিইএ) বাজেট প্রস্তাবে বলেছে, এখন তাজা কৃষিপণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ১৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা আগে ২০ শতাংশ ছিল। এটি আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভারত ও পাকিস্তান পণ্যভিত্তিক আরও বেশি প্রণোদনা দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রণোদনা কম হওয়ার কারণে ওইসব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। বেশ কিছু কারণে শাক-সবজি রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে প্রণোদনা কমানো একটি। আমাদের দেশে কার্গো ভাড়াও বেশি।- বিএফভিএপিইএ সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বিএফভিএপিইএ সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'বেশ কিছু কারণে শাক-সবজি রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে প্রণোদনা কমানো একটি। আমাদের দেশে কার্গো ভাড়াও বেশি।' এছাড়া বিএফভিএপিইএ কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সব সেবা একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিসের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে। যাতে পণ্য রপ্তানির সব সেবা এক ছাতার নিচে মেলে। তাতে রপ্তানিকারকদের হয়রানি কমবে ও সময় বাঁচবে।

ওএমএস বিতরণে গাফিলতি হলে

আবার তিনিই স্মার্ট বাংলাদেশের ডাক দিয়েছেন।' স্মার্ট বাংলাদেশের সব সেবা পর্যায়ক্রমে স্মার্ট সেবায় পরিণত হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য মাঈনুল হোসেন খান নিখিল বলেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের মানুষকে একটু ভালো রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। ওএমএস দরিদ্র মানুষের জন্য শেখ হাসিনার উপহার। এটি বিতরণে সবাইকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।' খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খাদ্য সচিব ইসমাইল হোসেন, খাদ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন। পরে খাদ্যমন্ত্রী ওই কেন্দ্রের উপকারভোগীদের হাতে কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় করা ওএমএসর চাল-আটার প্যাকেট তুলে দেন।

ডলারের দাম বাড়ার অজুহাতে

উৎপাদন হয়। তাই পণ্য দুটির বাজার পুরোপুরি আমদানিনির্ভর বলা যাবে না। দেশে উৎপাদিত হলেও হলুদ ও শুকনা মরিচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আমদানি হয় বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। মৌলভীবাজারে প্রতিকেজি জিরা ৬৩০ থেকে ৭২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা ১৫ দিন আগেও ছিল ৫৮০ থেকে ৬২০ টাকা। এলাচ প্রতিকেজি ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫০০ টাকা, যা রোজার আগে ছিল ২ হাজার ৬০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি। দারচিনি ১০ কেজির কাটন ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার ৮০০ টাকা। সে হিসেবে প্রতিকেজি ৪৫০ থেকে ৪৮০ টাকা। গত কয়েক মাস ধরে দাম একই রয়েছে। দুই মাস আগে প্রতিকেজি গোলমরিচের দাম ছিল ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা। এখন বিক্রি হচ্ছে ৭৬০ থেকে ৮২০ টাকা কেজি। লবঙ্গ প্রতিকেজি ১ হাজার ৭০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা থেকে কমে ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এটার দাম কমেছে। এছাড়া শুকনা মরিচ প্রতিকেজি ৩০০ থেকে ৩৮০ টাকা। এক মাস আগে যেটা কেজিতে ২০ টাকা করে কম ছিল। আস্তো হলুদ প্রতিকেজি ২৬০ থেকে ৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা দুই মাস আগে ছিল ২২০ থেকে ২৬০ টাকা কেজি। ধনিয়া প্রতিকেজি ২৪০ টাকা থেকে কমে ১৯৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতিকেজি আদা ২১০ থেকে ২৮০ টাকা বিক্রি হচ্ছে, যা এক মাস আগেও ছিল ১৬৫ থেকে ১৮০ টাকা। রসুন প্রতিকেজি ১৬০ থেকে ১৮২ টাকা থেকে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ২১০ থেকে ২৩০ টাকা কেজি। পেঁয়াজ ৫০ থেকে ৫৫ টাকা কেজি থেকে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৪ থেকে ৭০ টাকা কেজি।

এদিকে খুচরা বাজারে প্রতিকেজি জিরা ৮০০ টাকা, এলাচ ৩ হাজার ২০০ থেকে ৪ হাজার ২০০ টাকা, দারচিনি ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা, গোলমরিচ ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা, লবঙ্গ ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকা, শুকনা মরিচ ৩২০ থেকে ৪০০ টাকা, আস্তো হলুদ ৩০০ থেকে ৩৮০ টাকা, ধনিয়া ২৪০ টাকা, আদা ২২০ থেকে ২৪০ টাকা, রসুন ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা ও পেঁয়াজ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে সূত্রাপুর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী আদনান অ্যান্ড আরাফাত ট্রেডার্সের মালিক মো. ফারুক হোসাইন বলেন, ডলারের দাম বৃদ্ধি ও চাহিদা বেশি থাকলেই দাম বেড়ে যায়। এটা বাংলাদেশের চিরাচরিত নিয়ম হয়ে গেছে। আমরা পাইকারি বাজার থেকে বেশি দামে পণ্য আনি আর বেশি দামে বিক্রি করি। আমাদের লাভ খুব সীমিত। আর বেচাবিক্রি অনেক কমে গেছে। এভাবে ব্যবসা করে টেকা কঠিন।

মৌলভীবাজারের সাথী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মো. সালাম বলেন, সামনে কোরবানির ঈদ। মসলার চাহিদা এখন থেকে দিন দিন বাড়বে। কিন্তু ডলারের দাম বেশি হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী পরিমাণে কম আমদানি করছে। এছাড়া সহসা এলসিও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের দেশ মসলা আমদানি নির্ভর। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারেও দাম বাড়ে। বর্তমানে প্রায় সব ধরনের মসলা আমদানিতে খরচ বেশি পরে তাই দাম বেড়েছে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার মসলা কম আমদানি হবে বলে মনে করেন তিনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মৌলভীবাজারের এক মসলা ব্যবসায়ী জানান, আসলে কিছু সিন্ডিকেট করে ঈদের দুই মাস আগেই মসলার দাম বাড়িয়ে দেয়। পরে ঈদের আগে কিছু দাম কমিয়ে সরকারের কাছ থেকে বাহবা নেয়। ঈদ আসার পর সেখানে থেকে ২০ টাকা ৩০ টাকা কমাবে। আর বলবে, মসলার দাম কমেছে। কিন্তু আগেই তো মসলার দাম যা বাড়ানোর তা বেড়েছে এবং ব্যবসা যা হওয়ার হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পাইকারি গরম মসলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এনায়েত উল্লাহ বলেন, ভারতসহ যে-সব দেশ মসলাজাতীয় পণ্য রপ্তানি করে সেখানে খরার কারণে উৎপাদন কম হয়েছে। ফলে সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে সব ধরনের মসলার দাম বেড়েছে। একইসঙ্গে ডলারের দাম দিন দিন বাড়ছেই। যেহেতু মসলা আমাদের আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই ডলারের দামের সঙ্গে পণ্যের দামও ওঠানামা করে। মসলা জাতীয় পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে এলাচ, জিরা, গোলমরিচের। অন্যান্য পণ্য সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। সামনে কোরবানির ঈদ মসলার চাহিদা বেড়ে যাবে। এদিকে আমদানি খরচও বেড়েছে সেই প্রভাব দেশের বাজারে পড়েছে। যদি শুল্কায়নের ক্ষেত্রে বছরব্যাপী একই নীতি অনুসরণ করা যায়, তাহলে মসলার বাজার আরও স্থিতিশীল হবে বলে মনে করেন এ ব্যবসায়ী নেতা। মৌলভিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবুল হাসেম বলেন, বাংলাদেশের মসলার বাজার আমদানি-নির্ভর হওয়ায় তা বিদেশের বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। অনেকে ক্ষেত্রে ভারতের বাজারে দাম বাড়তে থাকলে তা আমাদের বাজারে প্রভাব পড়ে। এ বছর আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি তাই কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করছি। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বাজারদরের তালিকা অনুযায়ী, ছোট আকারের এলাচির খুচরা দাম কেজি প্রতি ৩ থেকে ৩ হাজার ৮০০ টাকা। এক বছর আগে (গত কোরবানির ঈদ বাজারে) ছিল ১ হাজার ৬০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা। সেই হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে বাজারে এলাচির দাম বেড়েছে ৬২ শতাংশ। বাজারে বড় আকারের এলাচির দাম আরেকটু বেশি। খুচরা বাজারে বড় আকারের প্রতিকেজি এলাচি সর্বোচ্চ ৪ হাজার ২০০ টাকায়ও বিক্রি হচ্ছে। অন্য মসলার মধ্যে টিসিবির তালিকা অনুযায়ী, বাজারে প্রতিকেজি দারুচিনির দাম এখন ৫০০ থেকে ৫৮০ টাকা। এক বছর আগে যা ছিল ৪৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৫২০ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ১১ শতাংশ। বর্তমানে লবঙ্গ বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ১ হাজার ৬০০ টাকা থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায়। গত বছরের এ সময়ে ছিল ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা। সেই হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে লবঙ্গের দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ। বাজারে ধনিয়ার কেজি এখন ২০০ থেকে ২৪০ টাকা। এক বছর আগে ছিল ১৩০ থেকে ১৬০ টাকা। সেই হিসেবে ধনিয়ার দাম এক বছরে বেড়েছে ৫২ শতাংশ। প্রতিকেজি তেজপাতার দাম এখন ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। গত বছরের তুলনায় যা ২৫ শতাংশ বেশি। প্রতিকেজি জিরার দাম এখন বাজারে সর্বোচ্চ ৮৫০ টাকা। গত বছরে একই সময়ে যা ছিল সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা। টিসিবির হিসেবে, বাজারে প্রতিকেজি আমদানি করা শুকনা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ৪৪০ থেকে ৫০০ টাকায়। গত বছর এ সময়ে দাম ছিল ৪২০ থেকে ৪৬০ টাকা। সেই হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে শুকনা মরিচের দাম বেড়েছে ৭ শতাংশ। আর আমদানি করা হলুদের দাম গত বছর ছিল প্রতিকেজি ১৯০ থেকে ১৩০ টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ২৮০ থেকে ৩৫০ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ।

ব্যাটারিচালিত ও রঙচটা যান আর

ব্যাটারি/মোটরচালিত রিকশা বা ভ্যান বা অনুরূপ শ্রেণির থ্রি-হুইলার এবং ফিটনেস এর অনুপযোগী, রংচটা, জরাজীর্ণ ও লক্কড়-ঝক্কড় মোটরযান চালানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এমতাবস্থায় ঢাকা মহানগরীতে ব্যাটারি/মোটরচালিত রিকশা বা ভ্যান বা অনুরূপ শ্রেণির থ্রি- হুইলার এবং ফিটনেসের অনুপযোগী, রঙচটা, জরাজীর্ণ ও লক্কড়-ঝক্কড় মোটরযান চলাচল বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। নির্দেশনা না মানলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। এরর আগে গত বুধবার (১৫ মে) সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ওই দিন রাজধানীর বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে এক সভায় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ব্যাটারিচালিত কোনো গাড়ি যেন ঢাকা সিটিতে না চলে। আমরা তো ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ করেছি, যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো কার্যকর করেন। এই ২২টি মহাসড়ক এবং ঢাকা সিটির বাস্তবতা ভিন্ন। সিটিতে যেন এই ব্যাটারিচালিত গাড়ি না চলে। এ ব্যাপারে শুধু নিষেধাজ্ঞা আরোপ নয়, এগুলো যেন চলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে ঢাকা মহানগরীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল রোববার রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরে লাঠিসোঁটা নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রিকশাচালকরা। এ দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা মিরপুর-১০ নম্বর মোড়ে অবস্থান নেন। এতে মিরপুর ১০, ১১ ও ১২ নম্বরগামী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আগামী ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা বন্ধ

৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞায় সমুদ্রে মাছ শিকার করা যাবে না। এতে মাছের প্রজননক্ষেত্র সুরক্ষিত থাকলেও উপকূলে এই পেশার সঙ্গে জড়িত অর্ধলক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান বন্ধ থাকবে দীর্ঘ দুই মাস। উপকূলের জেলে মো. ইউনুস আলী বলেন, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এনজিওর লোন নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তায় আছি। আর মহাজনের দাদনের টাকা কেমনে পরিশোধ করবো।' ট্রলারমাঝি এখলাস গাজী বলেন, 'ট্রলারে কাজ করে অনেক টাকা ঋণ হয়েছে, তা এখনও পরিশোধ করতে পারিনি। আবার ৬৫ দিনের অবরোধ আসলে এই ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা ঋণের বোঝা আরও বেড়ে যাবে।' অনেক জেলে অভিযোগ করে বলেন, 'অবরোধকালীন সময়ে প্রতিবছর ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরলেও কোনো ভূমিকা দেখা যায় না প্রশাসনের। তা না হলে আমাদের জালে চাহিদানুযায়ী মাছ ধরা পড়তো।' মাছ ব্যবসায়ী পান্না মিয়া হাওলাদার বলেন, 'পটুয়াখালীর সবচেয়ে বড় দুটি মৎস্যবন্দর আলীপুর ও মহিপুর। এখান থেকে কোটি কোটি টাকার মাছ চালান হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে গত কয়েক বছর যাবৎ বছরে দুবার নিষেধাজ্ঞা, বৈরী আবহাওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি। সব মিলিয়ে এই পেশা এখন হুমকির মুখে।' ট্রলারমালিক আবুল হোসেন বলেন, 'জমিজমা বিক্রি করে ট্রলারের ব্যবসা শুরু করেছি। এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখিনি। ট্রলার বিক্রি করে মানুষের ধারদেনা দিয়েছি। এখন মাছের ব্যবসা ছেড়ে নিজের কিছু জমি আছে তাতে কৃষিকাজ করি।' মহিপুর আড়তদার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজু আহম্মেদ রাজা বলেন, 'সরকার সমুদ্রে মাছের প্রজনন বৃদ্ধি ও জেলেদের স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। তবে সেটা যদি মৎস্য পেশাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে তাহলে খুব শিগগির এই পেশায় সংকট দেখা দেবে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননের সময় এখনও দেড় মাস বাকি। তাই আমাদের দাবি, এই ৬৫ দিনের অবরোধ এক মাস পিছিয়ে মাছের প্রজননের সঠিক সময়ে দেওয়া হোক।' উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, 'জেলেদের দাবি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও জেলেদের ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও চলছে।'

বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনের মৃত্যু

রানার নারাজির আবেদন মঞ্জুর করে সিআইডিকে মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। জানা গেছে, নিখোঁজের তিন দিন পর নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর রাতে ফারদিনের লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। ৯ নভেম্বর রাতে তার বাবা নুর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে রাম-পুরা থানায় মামলা করেন। ময়নাতদন্তে ফারদিনের মাথার বিভিন্ন অংশে এবং বুকের ভেতরেও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। মামলায় নিহতের বান্ধবী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আমাতুল্লাহ বুশরাসহ অজ্ঞাত আরও কয়েক জনকে আসামি করা হয়। মামলার পর বুশরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই বছরের ১০ নভেম্বর তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। ১৬ নভেম্বর রিমান্ড শেষে জামিন নামঞ্জুর করে বুশরা কারাগারে পাঠানো হয়। ৮ জানুয়ারি বুশরার জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।

শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন

সর্বনিম্ন দামে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়ান। এতে ক্রেতা সংকটে পড়ে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান। ফলে সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচকের বড় পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সবকটি খাতের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দামে ঢালাও পতন হয়েছে। বাজারটিতে ৮৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। এতে ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক দেড় শতাংশের ওপরে কমে গেছে। সেই সঙ্গে লেনদেন কমে পাঁচশ কোটি টাকার নিচে চলে এসেছে। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) ঢালাও দরপতন হয়েছে। ফলে এ বাজারটিতেও সবকটি মূল্যসূচকের বড় পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। এর মাধ্যমে টানা ছয় কার্যদিবস পতনের মধ্যে থাকলো শেয়ারবাজার। এর আগে গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসেই শেয়ারবাজারে দরপতন হয়। এতে এক সপ্তাহে ডিএসই'র বাজার মূলধন ৫ হাজার ২০২ কোটি টাকা কমে যায়। আর প্রধান মূল্যসূচক কমে ১৪৩ পয়েন্ট। এ পরিস্থিতিতে রোববার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসই'র প্রধান সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। প্রথম ঘণ্টার লেনদেনেই ডিএসই'র প্রধান সূচক ৬০ পয়েন্ট পড়ে যায়। লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কও বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়ে বিক্রির চাপ। ফলে লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ক্রেতা সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এতে বাড়তে থাকে সূচকের পতনের মাত্রা। স্বাভাবিকভাবেই সবকটি মূল্যসূচকের বড় পতন দিয়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে মাত্র ২২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ৩৪৭টি প্রতিষ্ঠানের। আর ১৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

ফলে ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক ডিএসই-এক্স ৮৬ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৪৩১ পয়েন্টে নেমে গেছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৯১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২৫ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৪৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সবকটি মূল্যসূচক কমার পাশাপাশি ডিএসইতে ২৩ কার্যদিবসের মধ্যে সর্বনিম্ন লেনদেন হয়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৪০৯ কোটি ১৮ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৬৭৬ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ২৬৭ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর আগে গত ১৫ এপ্রিল, এরচেয়েও কম ৩৬৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়। রোববার টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে বিচ হ্যাচারির শেয়ার। কোম্পানিটির ১৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ই-জেনারেশনের ১৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১৪ কোটি ৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- ওরিয়ন ইনফিউশন, ওরিয়ন ফার্মা, ইউনিলিভার কনজুমার কেয়ার, লাভেলো আইসক্রিম, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট এবং রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ২৬৯ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৫টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৮৬টির এবং ১২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৫৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। শেয়ারবাজারে অব্যাহত দরপতনের বিষয়ে বিনিয়োগকারী আশরাফুল ইসলাম নামের এক বিনিয়োগকারী বলেন, কিছুদিন আগের চিত্র দেখে মনে হয়েছিল বাজার ভালো হচ্ছে। এতে বাজার নিয়ে নতুন আশায় ছিলাম। কিন্তু সব আশা ফিকে হয়ে গেছে। এখন দিন যত যাচ্ছে লোকসানের পাল্লা ততো ভারী হচ্ছে। এমনকি লোকসানে দিনের সর্বনিম্ন দামে শেয়ার বিক্রির চেষ্টা করেও বিক্রি করতে পারছি না। জানি না এই অবস্থা থেকে কবে মুক্তি পাবো। সাগর নামের আরেক বিনিয়োগকারী বলেন, লেনদেনের শুরুর দিকে বাজারে বড় দরপতন দেখে হাতে থাকা তিনটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দিনের সর্বনিম্ন দামে বিক্রির আদেশ দেই। কিন্তু আমার আগে আরও অনেকেই একই দামে বিক্রির আদেশ বসান। লেনদেনের পুরো সময় পার হয়ে গেলেও আমার শেয়ার বিক্রি হয়নি। আমরা এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। তিনি বলেন, ৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে ২ লাখ টাকার ওপরে লোকসানে রয়েছি। প্রতিদিন আশায় থাকি বাজার ভালো হবে। কিন্তু কিছুতেই বাজার ভালো হচ্ছে না। দিন যত যাচ্ছে, বাজার তত খাদের মধ্যে চলে যাচ্ছে। লোকসানের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। ডিএসই'র এক সদস্য বলেন, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স, রিজার্ভ এবং দাম কমার সর্বনিম্ন সীমা ৩ শতাংশ বেঁধে দেওয়া নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে বাজারের ওপর আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে বাজারে টানা দরপতন হচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কে শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়াচ্ছেন। এই বিক্রির চাপ না কমলে বাজার ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন।

অভিবাসী কর্মীদের জন্য আরও

উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন এবং তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন। সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের বিশাল অবদানকে সর্বদা স্বীকার করে। প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলেন, আমরা তাদের (অভিবাসী কর্মী) থেকে অনেক কিছু নিয়েছি, এখন তাদের কিছু ফেরত দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও কাউন্সেলিং দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ছাড়া অভিবাসী শ্রমিকরা যাতে সমাজে সুষ্ঠুভাবে বসবাস করতে পারে, চাকরি খুঁজে পায়, ব্যবসা শুরু করতে পারে, এজন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি, এসব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের দেশে ও দেশের বাইরে উন্নত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সমর্থ হবো।

ভয়ঙ্কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন ৪.৭ শতাংশ রোগী। পেশির সমস্যায় ভুগছেন ৫.৮ শতাংশ রোগী। ১০.২ শতাংশের কিশোর-কিশোরীর দেহে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা গেছে। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮.৯ শতাংশ। ৪.৬ শতাংশ নারীর দেহে ভ্যাকসিনের প্রভাবে ঋতুস্রাবজনিত নানা সমস্যা দেখা গেছে। ২.৭ শতাংশ নারীর মধ্যে চোখের সমস্যা দেখা গেছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা রিপোর্ট বলছে, গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া ৯২৬ জনের মধ্যে ৩০ শতাংশ অ্যাডভার্স ইভেন্টস অব স্পেশ্যাল ইন্টারেস্ট-এর তালিকায় রয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বলছেন, শ্বাসযন্ত্রের ওপরের অংশে ভাইরাল সংক্রমণের সমস্যা ছিল। এছাড়াও রক্ত জমাট বাঁধা, অ্যালার্জির সমস্যাও ছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। এই গবেষণা ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত করা হয়েছে। যাদের ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের ৬৩৫ জন কিশোর আর ২৯১ জন প্রাপ্তবয়স্ক। কিশোরদের মধ্যে এইএসআই-এর ত্বক সংক্রান্ত সমস্যা, সাধারণ শারীরিক সমস্যা, স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যা দেখা গেছে। এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যা, সাধারণ শারীরিক সমস্যা এইএসআই-এর আওতায় থাকতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, কিশোরীদের মধ্যেও এইএসআই-এর সমস্যা রয়েছে। সেক্ষেত্রে টাইফয়েডের মতো সমস্যার কথা উঠে এসেছে।

বলা হচ্ছে, যারা কোভ্যাক্সিনের দুটি ডোজ নিয়েছেন তাদের থেকে এইএসআই-এর প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার অনেক বেশি ঝুঁকি রয়েছে, যারা তিনটি ডোজ বা বিবিভি১৫২ এর চারটি ডোজ নিয়েছেন তাদের ঝুঁকির পরিমাণ ২ গুণ বেশি। গবেষকদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে কোভ্যাক্সিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত বায়োটেক। ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থার দাবি, এই ধরনের গবেষণার জন্য যে বৃহৎ পরিমাণ তথ্যের প্রয়োজন, সেটা গবেষকরা দিতে পারেননি। এমনকি গবেষকদের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত বায়োটেক।

ধানের বাম্পার ফলনেও 'অখুশি'

চোখেমুখে এ যেন এক অন্যরকম হাসি। কারণ, বছরের বোরো মৌসুমের এই ধান বিক্রির টাকায় পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে স্বপ্ন বুনেছেন কৃষক। সোনার ধানে ঘর-আঙিনা ভরে উঠলেও কৃষকের মুখে নেই হাসি। শ্রমে-ঘামে ফলানো ধান বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে কৃষকের হাসি মলিন হচ্ছে। লোকসানের গ্যাঁড়াকলে পড়ে মৌসুমের বোরো ধানের দামের তেতো অভিজ্ঞতায় জেলার অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। চুয়াডাঙ্গা সদরের হাতিকাটা গ্রামের কৃষক জনি মিয়া। ১০ বিঘা জমি থেকে ধান সংগ্রহে ব্যস্ত এখন। কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজনে এরইমধ্যে সংগ্রহ করা ধানের কিছু অংশ বিক্রি করতে হচ্ছে তার। তবে উৎপাদন খরচ অনুপাতে বিক্রি করতে পারেননি। জনি মিয়া বলেন, 'সরকারের যে ধানের দর সেটাতেও বিক্রি করতে পারি না সিন্ডিকেটের কারণে। ৮৫০-৯০০ টাকা সর্বোচ্চ বিক্রি করা যায়। যার কারণে আমরা লাভবান হতে পারি না।' রহিম নামের আরেক কৃষক বলেন, 'কার্তিক মাস থেকে বৈশাখ পর্যন্ত আমরা যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি সেই অনুপাতে লাভ করতে পারি না।' কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আর সমন্বয়ের অভাবে এখনও সরকারিভাবে ধান বিক্রি করতে না পেরে কৃষকদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সরকারনির্ধারিত মূল্যে প্রতি মণ ধানের দাম এক হাজার ২৮০ টাকা হলেও বাইরে অনেক কম মূল্যে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। খোলাবাজারে প্রতি মণ ধান বিক্রি হচ্ছে ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকায়, যা থেকে উৎপাদন খরচ উঠছে না বলে দাবি কৃষকদের। কৃষি বিভাগ বলছে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার চুয়াডাঙ্গায় বোরো ধানের ফলন ভালো হয়েছে। জেলায় চলতি মৌসুমে বোরোর লক্ষ্যমাত্রা ৩৪ হাজার ৮০০ হেক্টর থাকলেও আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ৭২০ হেক্টর জমিতে। যেখান থেকে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮১০ মেট্রিক টন। যার বাজারমূল্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা বলেন, 'এর মধ্যে জেলার চার উপজেলায় শতভাগ ধান কাটা শেষ হয়েছে।' এবারও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি তার। জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা সুপ্রকাশ চাকমা বলেন, 'সকল জটিলতা কাটিয়ে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে পুরোদমে প্রকৃত কৃষকের থেকে ধান ও চাল সংগ্রহ শুরু হবে।'

গোপালগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত

পরিবহনের সুপারভাইজার জুয়েল মোল্লা (৪২) এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোষেরচর দক্ষিণপাড়া গ্রামের বাবু শেখের ছেলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রামিম শেখ (১০)। তাদের মধ্যে পিনাকী রঞ্জন দাস তার কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে গোপালগঞ্জ জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই মো. আল মাহামুদ বলেন, "একটি মোটরসাইকেলে করে কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন পিনাকী, বাবুল ও জুয়েল। পথে হরিদাসপুর এলাকায় একটি বাস তাদের মোটরসাইকেলটি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। "এতে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী মহাসড়কে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হন। তাদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জুয়েলের মৃত্যু হয়।" আহত অপর দুই শিক্ষক সঙ্কটজনক অবস্থায় ঢাকা নেওয়ার পথে মারা যান বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা। গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আনিচুর রহমান বলেন, "গত শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চাপাইলে রাস্তা পারাপারের সময় মাটিটানা ট্রলির চাপায় রামিম মারাত্মক আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।" সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার দিকে রামিমের মৃত্যু হয় বলে জানান আনিচুর।

রাফা ছেড়ে পালিয়েছেন

ইসরাইলি সেনাবাহিনী শনিবার উত্তর গাজার কিছু এলাকা থেকে নতুন করে লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইসরাইল দাবি, এসব এলাকা থেকে জঙ্গিরা রকেট হামলা চালাচ্ছে।

যদিও জানুয়ারির প্রথম দিকে ইসরাইল উত্তর গাজায় হামাসের কমান্ড সেন্টার ভেঙে দেওয়ার দাবি করেছিল। কিন্তু এখন ইসরাইল বলছে, জাবালিয়ায় আমরা না আসা পর্যন্ত তা হামাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে আকস্মিক হামলা চালায়। ওইদিনই ইসরাইল গাজায় প্রতিশোধমূলক পাল্টা হামলা শুরু করে। অব্যাহত এ হামলায় এ পর্যন্ত ৩৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা

ইসলাম তৌহিদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'আজ ইশরাকের ১২ মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত ১১ মামলায় তার স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন। তবে পল্টন থানার এক মামলায় জামিন না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।' মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষোভ থেকে বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা কাকরাইল মোড় থেকে আরামবাগ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিএনপি নেতাকর্মীরা প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, সরকারি স্থাপনা ও সরকারি গাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। সংঘর্ষের ফলে পুলিশের ৪১ জন আহত এবং এক সদস্য নিহত হন। একপর্যায়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা বিকাল ৩টার দিকে মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন। পরে ওইদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে বিএনপির অন্তত ২০ জন নেতাকর্মী বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বেশকিছু সংবাদ মাধ্যমের সামনে উপস্থিত হন। তখন এক নম্বর আসামি মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফী ওরফে মিয়া আরাফী নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেন। পরে ২৯ অক্টোবর রাতে রাজধানীর পল্টন থানায় তার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলাটি করেন মহিউদ্দিন শিকদার নামে গোপালগঞ্জের এক বাসিন্দা। মামলায় আরেফী ছাড়াও বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন এবং অবসরপ্রাপ্ত লে জেনারেল হাসান সোরাওয়ার্দীকে আসামি করা হয়।

উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীদের আয়

বলেন, সংসদের মতো উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একদলীয় প্রভাব রয়েছে। অধিকাংশ প্রার্থী এক দলের। এটাকে সুস্থ গণতন্ত্র বলা যায় না। তিনি বলেন, রাজনীতির সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত সেটা দেখা গেছে যে কারণে সবাই ভোটে জিততে চান।

ঢাকার নামকরা স্কুলগুলো ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অধীনে সুনাম হারাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে রাজধানীর নামকরা বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব স্কুলগুলো তাদের সুনাম হারাচ্ছে এবং প্রভাব পড়েছে পরিক্ষার ফলাফলে। প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রধান না থাকার কারণে এসব বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অস্থিরতা বাড়ছে, শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের হতাশ করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (ডিএসএইচই) সূত্রে জানা গেছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে কার্যক্রম। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাড়ছে। এসব প্রতিষ্ঠান সূত্র জানায়, এসব বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন। বিদ্যালয়ের প্রশাসনের অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভারপ্রাপ্ত প্রধানের পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষকরা গ্রুপিং, ভর্তি জালিয়াতি, তহবিল আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধ ও অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি না থাকায় সেখানে নিয়মিত প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।

সুনাম হারিয়েছে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় : মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক সংকট চলছে। নিয়মিত গভর্নিং বডির অভাবে কয়েক বছর ধরে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং চলছে বলে সূত্র জানায়। তহবিল আত্মসাতের অভিযোগে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিবাদের মুখে একাধিকবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদল করা হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান আখলাক আহমেদ নামে এক সিনিয়র শিক্ষক। এর আগে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেও শিক্ষকরা প্রতিবাদ ও ক্লাস বর্জন করলে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মনিপুর স্কুলের সংকট এখনো কাটেনি : গত বছর ইনস্টিটিউটের ৩২৬ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল, যা ছিল প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে খারাপ ফলাফল। এ বছরও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩ হাজার ৭৫৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৭০ জন শিক্ষার্থী অকৃতকায হয়েছে। প্রায় ১,৩৩৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, যা এই বছর স্কুলের মোট এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ৩৫%। জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটি এখন ১৩তম অবস্থানে। অথচ মাত্র চার বছর আগে ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। ২০১৩ সালে, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সেরা ফলাফল করেছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এমন অবনতি ঘটেছে বলে সূত্র জানায়। ফলাফলে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে এক সময়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। আমার ছেলে ভর্তি হওয়ার পর সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের মান খারাপ হতে থাকে। এখন আর স্কুল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমি আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

প্রভাব হারাচ্ছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল : রাজধানীর আরেকটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান-ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ-ও একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অধীনে চলছে। কেকা রায়চৌধুরী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যা সম্প্রতি আরও গভীর হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি হাইকোর্টে পৌঁছায়, এতে ১৬৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল হয়েছে। ভিকারুননিসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত মুরাদ হোসেন সরকারকে শাস্তি না দিয়ে বদলির মতো নামমাত্র ব্যবস্থা নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। অনেক অভিভাবক বলেন, একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলটি খারাপ ফলাফর করেছে। এ বছর ভিকারুননিসা স্কুলের ২,১৯৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে ৯৮.৪৫% পাস করেছে। এই ছাত্রদের মধ্যে ৩৪ জন ফেল করেছে। স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জনকারীদের হার ছিল প্রায় ৭০%, যা আগের পারফরম্যান্সের তুলনায় খুব বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল না। ২০১৩ সালে স্কুলটি সেরাদের মধ্যে সেরা ছিল। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটি এখন অষ্টম স্থানে রয়েছে। ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী বলেন, "এ বছর ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল একটু খারাপ হয়েছে। এ ছাড়া কোভিড-১৯ মহামারির সময় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছিলেন। সব মিলিয়ে ফলাফল একটু খারাপ হয়েছে। এর কারণে আমরা দুঃখবোধ করছি। তবে প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ কোনো কোন্দল নেই। এ নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না।

আইডিয়াল স্কুল এখন খুব একটা আদর্শ বলে মনে হয় না : রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজেও অধ্যক্ষ নিয়ে তোলপাড় চলছে। কলেজের একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ফৌজিয়া রাশেদী, এক ছাত্রীকে ধর্ষণে সহায়তা ও প্ররোচনার অভিযোগে অবশেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদত্যাগ করেও নিয়মিত অধ্যক্ষ পায়নি প্রতিষ্ঠানটি। অপর শিক্ষক মিজানুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে তার বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মিজানুরকে অপসারণ করে মোহাম্মদ এমাম হোসেন নামে আরেক সিনিয়র শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্পিত দায়িত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা দুর্নীতি ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের। মতিঝিল আইডিয়াল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান বলেন, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সত্য নয়। এ ছাড়া বর্তমানে আমি দায়িত্বে নেই, তাই এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না। আইডিয়াল স্কুলের দুই হাজার ৪১১ জন শিক্ষার্থী এ বছর এসএসসি পাস করেছে, আর অকৃতকার্য হয়েছে ১০ জন। মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৮১% বা ১,৯৫৬ জিপিএ-৫ পেয়েছে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের খ্যাতি শুকিয়ে গেছে : রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলও চলছে একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আ ন ম সামসুল আলম খানকে দিয়ে। তার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অবৈধভাবে এক কোটি টাকার বেশি ব্যয়, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ, আর্থিক অনিয়ম, অনিয়মিতভাবে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও ইচ্ছানুসারে দায়িত্ব বণ্টনের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত কমিটি জাল ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) সার্টিফিকেট দিয়ে জালিয়াতিসহ আ ন ম সামসুল আলম খানের একাধিক অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এ প্রমাণ পায় মন্ত্রণালয়। তবে অধ্যক্ষ সামসুল আলম খান এখনো বহাল আছেন। এদিকে, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং বাড়ছে, যার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে। সর্বশেষ এসএসসি ফলাফলে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৬.৫৬%। এ বছর বিদ্যালয় থেকে ৭৪৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়, যার মধ্যে ২৩৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদিকে স্কুল থেকে ২৬ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ে নিয়মিত কোনো ম্যানেজিং কমিটি নেই, যা অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আ ন ম সামসুল আলম খান বলেন, "ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে আমি সবার সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করি। আমাদের ম্যানেজিং কমিটি নিয়মিত করার উদ্যোগ চলছে। যদি সেটা করা যায়, তাহলে হয়তো একজন নিয়মিত অধ্যক্ষও আসবেন। এবং, যদি অধ্যক্ষকে একটি প্রতিষ্ঠানে সবাই গ্রহণ না করে, তবে সেই শিক্ষকের কিছুই করার থাকে না।

সংকট নিরসনে কর্তৃপক্ষ তেমন কিছু করতে পারছে না : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও ডিএইচএসই-এর কর্মকর্তারা বলেছেন, বেসরকারি স্কুলে দ্বন্দ্ব নিরসনে ম্যানেজিং কমিটিগুলোকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ সেখানে সরকার সব সময় ব্যবস্থা নিতে পারে না। তাই এসব বিদ্যালয়ে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি অপরিহার্য হলেও অনেক প্রতিষ্ঠানে তা নেই। এ ছাড়া এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, যার কারণে এসব বিদ্যালয়ে সমস্যা সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এগুলো শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব ফেলে। ডিএসএইচই-এর মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জাফর আলী বলেন, সরকারি স্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ থাকলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ নিয়োগের দায়িত্ব আসলে ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ওপর। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগে তা সমাধানের চেষ্টা করি। তা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। আর যদি কোনো প্রতিষ্ঠান আগের চেয়ে খারাপ কাজ করে, আমরা তথ্য সংগ্রহ করে পরামর্শ দিই।

ভারতে গিয়ে এমপি আনার নিখোঁজ?

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ রয়েছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ারুল আজীম আনার। এমনটাই জানিয়েছে তার পরিবার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এমপি আনারের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) আবদুর রউফ। তিনি জানান, গত ১১ মে চিকিৎসার জন্য ভারতে যান এই সংসদ সদস্য। এরপর দুদিন পরিবার ও দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। গত ১৪ মে থেকে তার সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটিও বন্ধ রয়েছে। তিনি কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন-সেটা জানতে না পেরে পরিবার ও দলীয় নেতাকর্মীরা উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এমপি আনারের ছোট মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে বাবার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এজন্য আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। আমরা সব উপায়ে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।' ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপু বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই শুনিনি। তবে যদি ঘটনা সত্য হয়, তা খুবই উদ্বেগের ও দুঃখজনক ব্যাপার। দল ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবো।' জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, 'বিষয়টি তার (এমপি) পরিবার আজকেই আমাকে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি।' এদিকে, ভারতে গিয়ে এমপি আনারের গত ৬ দিন ধরে কোনো যোগাযোগ না থাকায় বিষয়টি নিয়ে তার আসনের জনগণের মধ্যে নানারকম গুঞ্জন চলছে। ফেসবুকে নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার সুস্থতা কামনা করে পোস্ট দিচ্ছেন। কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু আজিফ বলেন, 'বিষয়টি লোকমুখে শুনেছি। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি।' উল্লেখ্য, আনোয়ারুল আজীম আনার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য।

সম্পাদকীয়

সড়কে বিশৃঙ্খলা
ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করুন

নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা। এগুলোর কারণে প্রতিদিন নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে সড়কে বিশৃঙ্খলা। আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করেই বছরের পর বছর চলছে এসব অবৈধ যানবাহন। ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকলেও রাজধানীতে দিনদিন এ বাহনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এসব অবৈধ যানের কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি। সমস্যাটির সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। দিনে বিভিন্ন অলিগলিতে চলাচল করলেও রাত ৯টার পর এগুলো মূল সড়কেই চলাচল করছে। পুলিশ বলছে, ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রশ্ন হলো, যেসব গ্যারেজে রিকশা রাখা হয় এবং চার্জ দেওয়া হয়, সেসব গ্যারেজ মালিকদের আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয় না কেন? জানা যায়, রাজধানীতে টোকেনের বিনিময়ে চলে ব্যাটারিচালিত রিকশা। এসব অবৈধ যান বন্ধ না হওয়ার পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অভিযোগ রয়েছে, এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা, পুলিশ ও চাঁদাবাজরা যুক্ত। ব্যাটারিচালিত রিকশার চালকরা বলছেন, তারা নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে টোকেন নিয়ে এসব যানবাহন চালাচ্ছেন। এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষের মৃত্যু হয়, এর ২০ শতাংশই ঘটে ব্যাটারিচালিত রিকশার কারণে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঝুঁকিপূর্ণ এ যানবাহনটি যাতে রাজধানীতে চলাচল করতে না পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষের কঠোর হওয়া উচিত। অনুমোদিত যানবাহনের কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে সেক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ থাকে। কিন্তু অবৈধ যানবাহনের কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আলোচনার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকটের সময়েও ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোর পেছনে যে প্রতিদিন এত বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নেই কেন? ব্যাটারিচালিত রিকশাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকলে চাঁদাবাজির নতুন নতুন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে, যা নাগরিকদের গলার কাঁটা হয়ে উঠবে। রাজধানীর বাইরে কোনো জেলায়ই মানসম্মত গণপরিবহণব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এ চাহিদা পূরণ করছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। তবে এ ধরনের যানবাহনের কারণে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। রাজধানীর বাইরে যেসব ব্যাটারিচালিত রিকশা চলছে, সেগুলোর কাঠামোর মানোন্নয়ন করে সড়কে চলাচলের উপযোগী করতে হবে।

চাকরির নামে প্রতারণা
জোরাল ও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে

দেশে যে হারে শিক্ষিত বাড়ছে, সে হারে কর্মক্ষেত্র বাড়ছে না। ফলে অনেকেই বেকার থেকে যাচ্ছে। চাকরি যেন 'সোনার হরিণ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে পড়ালেখা শেষ হলেও জুটছে না কাঙ্ক্ষিত চাকরি। সেই সুযোগটি নিয়েই গড়ে উঠেছে প্রতারকচক্র। এ ধরনের প্রতারকচক্রগুলো চাকরির নাম করে সহজ-সরল মানুষগুলোর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে অনেকে উপরি দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, এমএলএম কোম্পানি, বিপণন কোম্পানি, মার্কেটিং কোম্পানির নামে বেশি প্রতারণা করা হচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন বাসে, জনসমাগম হয় এমন স্থানে চাকরির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে

এতে পার্ট টাইম চাকরির নামে ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়। নিয়োগের নামে তাদের কাছ থেকে জামানত বা অন্যান্য খাতের অর্থ নিয়ে সটকে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এসব প্রতারক বিভিন্ন

পার্ট টাইম চাকরির নামে ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়। নিয়োগের নামে তাদের কাছ থেকে জামানত বা অন্যান্য খাতের অর্থ নিয়ে সটকে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এসব প্রতারক বিভিন্ন পত্রিকায়, বিভিন্ন পরিবহনের পেছনে, রাস্তার দেয়ালে, বিদ্যুতের খুঁটিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেকার মানুষকে চাকরির লোভ দেখায়। এসব বিজ্ঞাপনে স্বল্প সময়ে আকর্ষণীয় বেতনের লোভনীয় চাকরির অফার থাকে। প্রতারকরা নিজেরাই নিজেদের মতো অফিসার সেজে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিমানবালা, চিত্রনায়িকা, প্রবাসী ম্যাডাম, ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসায় সিকিউরিটি গার্ড, এপিএস নিয়োগসহ নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এ ছাড়া গার্মেন্টে চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পরই চাকরি-এ ধরনের বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে প্রতারকরা। রাজধানীর মিরপুর, ডেমরা, শ্যামলী, বাড্ডা, মৌচাক, পল্টন ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় এ ধরনের প্রতারণা বেশি হচ্ছে বলে জানা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রতারক চক্রের সদস্যদের আটক করলেও বন্ধ হচ্ছে না প্রতারণা। নানা কৌশলে এ চক্রটি তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চক্রের রয়েছে বিভিন্ন সাইনবোর্ড সর্বস্ব অফিস এবং কমিশনভুক্ত একাধিক দালাল। গ্রামাঞ্চল থেকে আসা চাকরি প্রত্যাশীদের সঙ্গে এ চক্রের দালালরা প্রথমে সখ্যতা গড়ে তুলে পরবর্তীতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অফিসে ডেকে নেয়। এ ভাবে সহজ সরল মানুষ প্রতারকদের কথায় মুগ্ধ হয়ে তাদের ফাঁদে পড়েন। দুঃখজনক হল, প্রকাশ্যে এসব অপকর্ম করেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারক চক্র ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে আরও জোরাল ও কঠোর ভূমিকা পালন করা দরকার।

যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে ট্রমা সেন্টারগুলো চালু করা হোক

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়টি রীতিমতো মহামারি রূপ নিয়েছে। ফলে সারা দেশে আঞ্চলিক ও মহাসড়কের মধ্যে দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশে ট্রমা সেন্টার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। প্রায় দুই দশক আগে নেয়া সিদ্ধান্তের আলোকে এরইমধ্যে ২১টি সেন্টার নির্মাণ শেষ হয়েছে। তবে এসব সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই চালু করা যায়নি। সেন্টারগুলোর উদ্বোধন করা হলেও দেয়া হয়নি জনবল নিয়োগ, নেই চিকিৎসা সরঞ্জাম। প্রায় দেড়শ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণের পর

প্রায় দুই দশক আগে নেয়া সিদ্ধান্তের আলোকে এরইমধ্যে ২১টি সেন্টার নির্মাণ শেষ হয়েছে। তবে এসব সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই চালু করা যায়নি। সেন্টারগুলোর উদ্বোধন করা হলেও

পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আলাদা করে আঞ্চলিকভাবে ট্রমা সেন্টার কার্যকর নয়। সেজন্য নতুন করে আর কোনো ট্রমা সেন্টার নির্মাণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কারন, শুধুমাত্র সঠিক তদারকি ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতার অভাবে সরকারের অনেক মহৎ কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। জনগণ তার সুফল পায় না। এরমধ্যে ট্রমা সেন্টার অন্যতম। মহাসড়কে দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত চিকিৎসা দিতে ২০১০ সালে সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৬টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেয় স্বাস্থ্য বিভাগ। তার অনেকগুলোর নির্মাণকাজও শেষ হয়েছে। তবে জানা গেছে, উদ্বোধনের পর থেকে এখন পর্যন্ত চালুই হয়নি সেন্টারগুলো। ব্যবহার না থাকায় ট্রমা সেন্টারের অবকাঠামোসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট হচ্ছে। আবার অনেক সেন্টারে কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও সেগুলো বছরের পর বছর পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। সেন্টার নির্মাণ করা হলেও এখন পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ হয়নি। স্থাপন হয়নি কোন যন্ত্রপাতিও। আসবাবপত্রও সংযোজন হয়নি ট্রমা সেন্টারগুলোয়। এর ফলে মহাসড়কে দুর্ঘটনায় আহতরাও বঞ্চিত হচ্ছেন ত্বরিৎ চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি থেকে। দুর্ঘটনায় আহতদের এখনও ভরসা রাখতে হচ্ছে হাসপাতালগুলোর ওপর। যানজটের কারণে এত পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সড়কেই অনেক সময় মৃত্যু ঘটে রোগীদের। তাছাড়া একারণে পঙ্গুত্ব বরণ করছেন অনেকেই। এতে করে হতাহত এসব মানুষের পরিবারও ভুক্তভোগী হচ্ছে। কারণ, সড়কে প্রাণ হারানো বা ভুক্তভোগীদের অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। চিকিৎসকরা জানান- দুর্ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে সঠিক চিকিৎসা পেলে পঙ্গুত্ব থেকে বাঁচা সম্ভব। তাই দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহতদের চিকিৎসার স্বার্থে পূর্ণাঙ্গ ট্রমা সেন্টার গুলো চালু করা জরুরি। এতো কোটি কোটি টাকা খরচ করার পরেও জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাবে ট্রমা সেন্টারগুলো চালু না হওয়াটা খুবই দুঃখজনক। কার বা কাদের গাফেলতির কারণে সেন্টারগুলো চালু হচ্ছে না তা খতিয়ে দেখতে হবে। ইতোমধ্যে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ বার্ন হাসপাতাল। তাই আশা করি সারাদেশে নির্মিত ট্রমা সেন্টারগুলো কোনটি কোন অবস্থায় আছে তার খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এবং শিগগিরই যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে ট্রমা সেন্টারগুলো পুরোপুরি চালু করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের স্বপ্ন

নাজনীন বেগম

সম্ভাবনাময় বিভিন্ন মাইলফলকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাপথে একের পর এক আধুনিক নির্মাল্য উপহার দেওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং চমকপ্রদ। চট্টগ্রামের নিকটতম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার। যুগ-যুগান্তরের এক দর্শনীয় বৈভবে সারাবিশ্বের ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণ বাড়ানোর অনন্য মিলনযজ্ঞ তো বটেই। সেখানে প্রধানমন্ত্রী আর এক চমৎকার দর্শনীয় রূপ প্রকল্পে যে কর্মযোগ সম্পন্ন করলেন তার তুলনা মেলা ভার। অভাবনীয় নবসম্ভাবনার ব্যতিক্রমী দ্বার উন্মোচন যা দক্ষিণ এশিয়ায়ও চমক সৃষ্টি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশের অনন্য রূপকার। তিনি ২০০৯ সাল থেকে লাগাতার দেশ শাসনের লড়াকু, দুর্বিনীত রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ১৯৯৬ সালেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিন হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক নৃশংসতায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা বিশ্ব ইতিহাসের এক পঙ্কিলতম তমশাচ্ছন্ন অধ্যায়। সেনা শাসকদের কবলে চলে আসে বাংলাদেশ ও বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সৌভাগ্যক্রমে বিদেশে থাকায় সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। শেখ হাসিনা রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশে ফিরলেন ১৯৮১ সালের মে মাসের ১৭ তারিখ। তবে আসলেন আর জয় করলেন তেমনটা কিন্তু হয়নি বঙ্গবন্ধুর কন্যার জন্য। হরেক বাধা-বিপত্তির কণ্টকাকীর্ণ পথও অবারিত আর মুক্ত ছিল না। পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ফিরলেন রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে দেশের অবর্ণনীয় দুর্দশায়। আজকের পূর্ণ থেকে পরিপূর্ণ শেখ হাসিনাকে আলোচনায় আনতে গেলে গত ৪৩ বছরের ইতিহাসের পালাবদল সামনে আসাও নিতান্ত জরুরি। প্রায় অর্ধশতকের কাছাকাছি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে অবিস্মরণীয় গতিপ্রবাহ সেখানে তাঁর ১৫ বছরের শাসনামল এক উন্মত্ত প্রতিবেশের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী বলাই যায়। কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি বঙ্গবন্ধু তনয়াকে। এরশাদের সামরিক শাসনামলে জেল-জুলুম সহ্য করা এক দুঃসহ প্রতিক্রিয়া। অবাক বিস্ময়! সব কিছু দক্ষ হাতে সামলানোই শুধু নয়, বরং নতুন বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণও যেন এক অকুতভয় সৈনিকের লড়াকু অভিযাত্রা। বিজয়ের রথ ধ্বনি উড়িয়েই চললেন এক অনন্য শক্তিময়তার দারুণ অগ্নিঝরা যাত্রায়। দর্পভরে সুনির্দিষ্ট কর্মযোগে সারাদেশকে যেভাবে বিশ্বসীমায় নিয়ে যাচ্ছেন তা শুধু কল্পনার স্বর্গরাজ্য নয়, বরং বাস্তব প্রেক্ষাপটে এক অনিন্দ্যসুন্দর আধুনিক ও প্রযুক্তির নব অধ্যায়। নতুন বাংলাদেশের যথার্থ রূপকারের ভূমিকায় আসনটি মজবুত এবং কাঠামোর শক্ত নির্মাতার যাত্রায় অলঙ্কৃত, গৌরবান্বিত। হরেক কর্মপ্রকল্পে বিশেষ করে 'আমার শহর আমার গ্রামের' বিভেদ ঘোচানো যেন এক দৃষ্টিনন্দন নতুন বাংলাদেশের চিত্র। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যিক সম্ভারকে নগরায়ণে সংযুক্ত করতে সবুজ প্রান্তরকে নিঃসংশয় আর অবলীলায় প্রাধান্য দিতে দৃঢ়ভাবে অকুণ্ঠিত আর প্রত্যয়ীর ভূমিকায় নামলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণের দীপ্ত অঙ্গীকারও তাঁকে বারবার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পদ্মা সেতুর কথা না বললে প্রধানমন্ত্রীর দীপ্ত মহিমাকে বোঝানো কঠিন হবে। বহু বিতর্ক আর বিশ্বব্যাংকের হরেক বাকবিত-ার পরেও নিজ অর্থায়নে এই মহতী কর্মপ্রকল্প সম্পাদন যেন বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'চির উন্নত মম শিরে'রই মতোই। উন্নয়নযজ্ঞের মহাপরিকল্পনায় তিনি দমলেন না, থামলেনও না। চড়াই-উতরাইকে চরম অবজ্ঞায় পেছনে ফেলে দুর্দান্ত অভিযাত্রায় দেশকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেলেন সেখানে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। দৃশ্যমান এলিভেটেড সড়ক, কর্ণফুলীর পাদদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেলের আধুনিক যাত্রাপথ উপহার দেওয়া যাতায়াত ব্যবস্থাপনার পরম গৌরব। সম্ভাবনাময় বিভিন্ন মাইলফলকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাপথে একের পর এক আধুনিক নির্মাল্য উপহার দেওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং চমকপ্রদ। চট্টগ্রামের নিকটতম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার। যুগ-যুগান্তরের এক দর্শনীয় বৈভবে সারাবিশ্বের ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণ বাড়ানোর অনন্য মিলনযজ্ঞ তো বটেই। সেখানে প্রধানমন্ত্রী আর এক চমৎকার দর্শনীয় রূপ প্রকল্পে যে কর্মযোগ সম্পন্ন করলেন তার তুলনা মেলা ভার। অভাবনীয় নবসম্ভাবনার ব্যতিক্রমী দ্বার উন্মোচন যা দক্ষিণ এশিয়ায়ও চমক সৃষ্টি করে দেয়। এছাড়া তাঁর বহুমাত্রিক কর্মযোগ আছে। তার মধ্যে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে যুগোপযোগী কর্মপ্রকল্প অন্যতম। ১৯৯৬ সালে ৫ বছরের ক্ষমতাসীন অবস্থায় ২১ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে নতুন কিছু সেভাবে সামনে আনা যায়নি। তবে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বরাবরই। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ২০১১ সালে যে অভাবনীয় নারীবান্ধব কর্মযোগের দ্বার উন্মোচন করেছেন তা সত্যিই এক মুগ্ধতার বিষয়। 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ'- যা আজ যুগ পূর্তির সীমানা অতিক্রম করে যায়। সমাজের সমসংখ্যক এবং কিছুটা পেছনে পড়া নারীরা পেশা হিসেবে এক সময় শিক্ষকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পরবর্তীতে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছেও তাদের তাড়িত করে, যা মানবসেবার প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যক একটি পেশা। তবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে নজর সেভাবে পড়েনি। ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রীর নারীঘনিষ্ঠ কর্মযোগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সমসংখ্যককে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে মাত্রায় সম্পৃক্ত করা হয় তাও যুগান্তকারী। রন্ধন শিল্প থেকে শুরু করে বুটিক শিল্পে নারী উদ্যোক্তার অগ্রযাত্রা আজ শুধু বিস্ময় এবং ঈর্ষণীয়ভাবে সমাজকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার জন্য যে পুঁজি কিংবা আর্থিক সংযোগ আবশ্যক সেখানে স্বল্প টাকায় নারীরা সে কর্ম প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়ে নিজেরাও তৈরি হচ্ছে। সেখানে সমাজ ব্যবস্থায়ও অভাবনীয় অবদান রেখে চলেছে নারীরা। প্রধানমন্ত্রী ১০ মে শুক্রবার টুঙ্গিপাড়ায় যান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে। সেই টুঙ্গিপাড়াতেও নতুন করে প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন সাধারণ মানুষের জীবনকে অর্থবহ এবং স্বস্তি দিতে। উদাত্তকণ্ঠে নিজের অভিব্যক্তি জানিয়ে বললেন– বাংলাদেশের মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠাতে বহু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার সিংহভাগই তাঁর কর্মযোগে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং নিত্য চাহিদাপূর্ণ বিষয়গুলো বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন রয়েছে দৃশ্যমানের পথে। জনগণের নাগরিক আর মৌলিক অধিকার অর্জনে এগুলো নিতান্ত জরুরি। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নানা কর্মযোগ সংশ্লিষ্টদের সামনে হাজির করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হয় প্রত্যেক নাগরিকের স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়কে। সোজাসুজি বলেন– 'কেউ আর গরিব থাকবে না।' গৃহীত কর্মসূচি আলোর মুখ দেখলে সবার জীবনে আসবে সচ্ছলতা। বহুমাত্রিক এই কর্মসূচিতে আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেকে যাতে নিজের মতো করে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে তেমন মহতী লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। কিছু চলমান প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একটি বাড়ি একটি খামার, আর্থিক অনুদান প্রদান, সর্বজনীন পেনশন স্কিম এবং গ্যারান্টি ছাড়া ঋণ প্রদান সবই সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। চেষ্টা করে যাচ্ছেন সব মানুষের দ্বারে উন্নয়নের ছোঁয়া দিতে। মহতী প্রকল্পগুলো পূর্ণতা পেলে অতি সাধারণ মানুষের জীবন সচ্ছলতার দ্বারে পৌঁছে যাবে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে আজ অবধি অনেক হিসাব-নিকাশ মেলানো কঠিন।

যেমন ১৯৮১ সালে তাঁর দেশে ফেরার ১৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে প্রথম তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার হাতে নিলেন। তার আগ অবধি কত সংকট মোকাবিলায় ভারক্রান্ত হৃদয়-মন যে অসময় পার করেছে তাও এক দুর্বিনীত রাষ্ট্রনায়কের দিনযাপন। হত্যার ষড়যন্ত্র থেকেও রক্ষা পাননি তিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া লড়াকু দলটিরও তখন শোচনীয় বিপরীত প্রতিবেশ। নেতৃত্বশূন্য আওয়ামী লীগকে নতুন পথের সন্ধান দেওয়া নিত্য জীবনের নিয়ত দুর্ভোগই বলা চলে। তার ওপর পিতা-মাতা-ভাইদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ। শুধু কি তাই? বিরোধী অপশক্তি আর পবিত্র পতাকাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করার দুর্ভোগও সহ্য করতে হয়েছে। অব্যক্ত যন্ত্রণার ভেতরের বোধ আর দেশপ্রেমের তাড়নায় সমস্ত দুর্বিপাক থেকে উত্তরণের পথ খোঁজাও এক অবিমিশ্র দাবানল। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা আজও কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো। বেঁচে গেলেন বটে সৃষ্টিকর্তার পরম করুণায়; কিন্তু আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন কানের পাশ দিয়ে গ্রেনেড ছুটে যাওয়ার এক চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। এখনো যে নিরাপদ আর নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন তা কিন্তু নয়। ভালো-মন্দের অবিমিশ্রতায় দুটোই সমানভাবে প্রভাব ফেলে। মঙ্গলবার্তা যা দিয়েছেন সেটা নিয়ে কোনো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী শক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়। তবে যে কোনো কর্মযোগে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তাই ভুলের জন্য কথা শুনতে হয়েছে অনেক। এটাই স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে উন্নয়ন সফলতার যে দৃশ্য উদ্ভাসিত সেখানে মঙ্গলযোগও সবার সামনে দিনের আলোর মতোই উজ্জ্বল আর স্পষ্ট।

লেখক : সাংবাদিক

সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

সম্প্রতি একটি বিষয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে বেশ আলোচিত। তা হলো দেশে আরো নয়টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাচ্ছে। এই নয়টির মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে স্থাপন করা হবে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে দেশের প্রশাসন ক্যাডারের আমলার সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য। প্রশাসন ক্যাডারের আমলাদের সন্তানের জন্য বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে অনেকেই সাফাই গেয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন আমলারা বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডারের আমলা যারা, তারা অনেক পরিশ্রম করে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাই তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় সুবিধা দেয়া উচিত। একজন প্রশাসন ক্যাডারের আমলা কতটুকু সুবিধা ভোগ করেন তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন। প্রশাসন ক্যাডারের একজন আমলা, তিনি সার্বক্ষণিক গাড়ি পান, সুসজ্জিত বাড়ি বাবুর্চি, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রসহ) পিয়ন, আর্দালি, বডিগার্ডসহ বহুবিধ সুবিধা। একজন আমলা পুষতে রাষ্ট্রের তহবিল থেকে জনগণের কত টাকা ব্যয় হয় তার একটি হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করা দরকার। বর্তমানে বাংলাদেশের আমলারা ছড়ি ঘোরানো ছাড়া প্রোডাক্টিভ কি কাজ করেন? এই প্রশাসনিক আমলাদের অকর্মণ্যতায় ও অদক্ষতার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারাখানাগুলো লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যার শেষ ফল এখন এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতি বছর এ আমলাদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গাড়ি আমদানি, বাসস্থান সংস্কারসহ কার্যালয়ের শোভাবর্ধন করার কাজ হয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় থেকে রাষ্ট্র কত টাকা আয় করে তারও একটি হিসাব জনসম্মুখে আসা দরকার। দেশের বড় বড় শহরগুলোর কোচিং সেন্টারের সামনে দেখা যায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের গাড়ি। এই গাড়িগুলো আমলাদের সন্তানদের কোচিং ক্লাস করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এখন বলা হচ্ছে– আমলাদের সন্তানদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করার। তারপর হয়ত এক সময় বলা হবে আমলার সন্তান, যারা পৃথক বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন, তারা কেবল আমলা হতে পারবে। কারণ তারা জন্মগতভাবে পেয়েছে প্রশাসন চালনার দক্ষতা। আর এদের বিশেষ বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করিয়ে আনা হয়েছে সুতরাং আমলা নিয়োগ এদের মধ্য থেকেই দিতে হবে। সত্যি ভাবলে অবাক হতে হয়, দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫২ বছর হলো। এই ৫২ বছর পর এসে যা দেখতে হচ্ছে তা ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের চেয়ে অধিক আমলাতান্ত্রিক শাসন। এখানে জনগণের কোন মূল্য নেই। রাষ্ট্রের সবাই সুযোগ-সুবিধা সরকারি কর্মীদের জন্য। সরকারি কর্মীরা ভোগ করার পর উচ্ছিষ্ট কিছু থাকলে তা সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জুটছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসংখ্য রোগী আসেন ডাক্তার দেখাতে। গত ৮-৫-২৪ তারিখে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক্সরে রুমে দেখা যায় এক বিচিত্র দৃশ্য। কয়েশ রোগী এক্সরে করানোর জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৫৬নং রুমের সামনে। কেউ কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, সাধারণ মানুষের এই রোগ যন্ত্রণার কাতরানির কোন মুল্য নেই এখানকার কর্তাব্যক্তিদের কাছে। দেখা গেল লাইনের পাশ কাটিয়ে ওয়াকিটকি হাতে জনৈক ব্যাক্তি একজন বালককে নিয়ে আসলেন এক্সরে রুমে। তারা লাইন ছাড়াই এক্সরে করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তাকে লাইনেও দাঁড়াতে হয়নি। ওয়াকিটকি হাতে লোকটি কি করেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন– আমি পুলিশ বাহিনীর সদস্য। এই এক্সরে ক্যাম্পাসে লেখা আছে– 'এই রুম শুধুমাত্র স্টাফদের জন্য', যারা হাসপাতালে চাকরি করেন তাদের আত্মীয়স্বজন বিনালাইনে অতি সহজেই এক্সরে করাতে পারছেন এই রুম থেকে। একজন সাধান মানুষ তিন দিন ঘুরে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে এক্সরে করাতে পারেনি। এর প্রতিকার কী? সাধারণ জনগণ কোথায় যাবেন বিষয়টি কখনো জনপ্রতিনিধিরা ভাবেন কি? রেলে টিকিট কাটার বিষয়টিও তদ্রূপ। রেলস্টেশনের টিকিট বিক্রির মোট ছয়টি কাউন্টার আছে। একটি কাউন্টার রাখা হয় সরকারি কর্মী ও রেলের স্টাফদের পাস দিয়ে টিকিট নেয়ার জন্য। আর বাকি পাঁচটিতে ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে জনগণের টিকিট কাটতে হয়। দুইবার এ দেশের জনগণ উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছেন– একবার ৪৭ সালে আরেকবার ৭১ সালে। এই স্বাধীনতার কতটুকু ফলভোগ এ দেশের সাধারণ মানুষ করতে পারছেন। ব্রিটিশ পাকিস্তানি আমলের শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত আদৌ কি পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন করা হবে। প্রকৃতার্থে তা হয়নি, বিদেশি শোষকের পরির্বতে দেশীয় শোষক শাসনযন্ত্রটি দখল করে নব কায়দায় জনগণকে শোষণ করছে। আমলাদের সন্তানদের জন্য স্কুল-কলেজ, সেনাবাহিনীতে যারা কাজ করেন তাদের জন্য ক্যান্ট পাবলিক স্কুল কলেজ রয়েছে। সরকারি কর্মীদের (সামরিক-বেসামরিক) জন্য বিশেষ বিশেষ হাসপাতাল, রেশনিংসহ আছে নানা সুযোগ-সুবিধা। অপরদিকে প্রখর খরতাপে টিসিবির লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আমজনতা নির্ধারিত পণ্য না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি কাদের জন্য।

দেশে ৩০ লাখ মানুষ সরকারি চাকরিজীবী আছেন। দেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রতি উপজেলা স্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৮ থেকে দশটা সরকারি গাড়ি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত যে ধরনের বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করেন তা পাকিস্তান বা ব্রিটিশ আমলে কল্পনাও করতে পারত না। পাকিস্তান বা ব্রিটিশদের আমলের সরকারি কর্মীরা এ ধরনের বিলাবহুল জীবনযাপন করতে পারত না; যা বর্তমানে সরকারি কর্মীরা করতে পারছেন। দেশের প্রতিটি সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সরকারি কর্মীদের জন্য। দেশের বর্তমানে প্রধান আয়ের উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স। অথচ পাসপোর্ট করতে গেলে সাধারণ মানুষকে পোহাতে হয় নানা ধরনের হয়রানি, অপরদিকে সরকারি কর্মীদের বিশেষ ব্যবস্থায় পাসপোর্ট দেয়া হয়। সরকারি কর্মীরা এই পাসপোর্ট নিয়ে যান বিদেশে ফুর্তি করতে; অপরদিকে সাধারণ মানুষ নানা দুর্ভোগ পোহায়ে পাসপোর্ট করে সেই পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান শ্রম বিক্রি করতে। আর এদের শ্রমের বিনিময়ে আসে দেশে রেমিটেন্স আর এই রেমিটেন্স আসে বলেই সরকারি কর্মীরা বৈধ-অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে বিদেশে ফুর্তি করতে যেতে পারেন। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয় সরকারি সেবা পেতে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সংসদ অধিবেশনে অংশ নেন জনপ্রতিনিধিরা। এই সংসদে জনগণের এ দুরবস্থা নিয়ে কোন কথাই হয় না। রাষ্ট্রটা চলে জনগণের টাকায়; তাই সর্বক্ষেত্রে জনগণের সুযোগ আগে দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার সরকারের।

[লেখক : উন্নয়নকর্মী]

বাড়াতে হবে রাজস্ব আদায়

ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলম

আগামী বছর প্রবৃদ্ধিতে নজর না দিয়ে বরং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় জোর দেওয়ার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আগামী বাজেটে আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব্য যা করা দরকার করতে হবে

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকীর ওপর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্যবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের গুণগত শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, টেকসই নগরায়ণ, আমার গ্রাম আমার শহর ইত্যাদি রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সাফল্য অর্জন প্রশংসনীয়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্জনের বর্তমান ধারাকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন। এর জন্য সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যেন নির্ধারিত সময়ে এই পরিকল্পনার সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০৩১ সালে বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটবে। একই সঙ্গে চরম দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে। আর ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জন সম্ভব হবে। মূল্যায়ন সভায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষাকে ক্ষমতায়নের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে কারণে শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত, কারিগরি ও শিক্ষার গুণগত মানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট করতে গিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। বাজেট ঘাটতি একটা মামুলি বিষয়। এই ঘাটতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাজেট ঘাটতি মেটাতে দেশী-বিদেশী ঋণ নির্ভরতা বাড়ছে। বিদেশী ঋণ ইতোমধ্যে একশ' বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আর অভ্যন্তরীণ ঋণ ৮ লাখ কোটি টাকা। এই বিশাল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হবে কিভাবে, সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রান্তিকভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরে ৯ মাসে রাজস্ব ঘাটতি ২২ হাজার কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরে (২০২২-২৩) ঘাটতি ছিল ৪৪ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে পরিচালন খাতে ৬৯ হাজার ১০৬ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ১৫ হাজার ৫১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৮২৩ কোটি টাকার কিছু বেশি।

এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৮১ হাজার ৬৬০ কোটি এবং উন্নয়ন ব্যয় ২৮ হাজার ১৬৩ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিক বা ছয় মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিচালন খাতে ১ লাখ ৫০ হাজার ৭৬৬ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৪৩ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব ঘাটতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। বিগত ছয় মাসের রাজস্ব আদায়ের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণে এ অর্থবছর শেষে ৮২ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গেলে অর্থবছরের বাকি সময়ে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি দরকার হবে ৫৪ শতাংশ। যা প্রায় অসম্ভব। কারণ, গত ৬ মাসে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। যদিও এ অর্থবছরে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩৬ শতাংশ। রাজস্ব আহরণে ধীরগতি, মূল্যস্ফীতি ও ডলার সংকটসহ নানা কারণে দেশের অর্থনীতি চাপে রয়েছে। এর ফলে আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছি। সেই স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করাটাই হবে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য সরকারের মেয়াদের প্রথম বছরেই সংস্কারমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী বছর প্রবৃদ্ধিতে নজর না দিয়ে বরং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় জোর দেওয়ার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আগামী বাজেটে আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব্য যা করা দরকার করতে হবে। তা না হলে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়বে। সে কারণেই রাজস্ব বাড়ানোর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। **লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক কর কমিশনার ও পরিচালক-বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোঃ লিঃ**

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলো পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ইরভিন শহরে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি লেকচার হল থেকে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। হলটি টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে আটকে রেখেছিলেন তারা। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি ক্যাম্পও ভেঙ্গে দিয়েছে পুলিশ। দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পটিতে অবস্থান করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা লেকচার হলটি দখল করেছিল, যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এই ঘটনাকে একটি 'হিংসামূলক প্রতিবাদ' হিসেবে উল্লেখ করে পুলিশের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় ১০টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জড়ো হন এবং বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লেকচার হলটি দখল করার ঘণ্টা চারেক পর হল ও ক্যাম্প থেকে বিক্ষোভকারীদের বের করে দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে টেলিফোনে ইউসি আরভিনের মুখপাত্র টম ভাসিচ বলেছেন, 'লেকচার হলটি পুনরুদ্ধার করেছে পুলিশ। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা ভবনটি খালি করেছে।' এসময় 'অসংখ্য বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার' করার কথা জানিয়েছেন ভাসিচ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবারের সব ক্লাস অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের ক্যাম্পাসে না যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

চীন সফরে পুতিন, পরীক্ষার মুখে 'নো লিমিট' বন্ধুত্ব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বেইজিং সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার এই সফরে দুই দেশের মধ্যকার 'নো লিমিট' বন্ধুত্বের সম্পর্ক পরীক্ষায় পড়বে। কারণ, ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধকে সমন্বিত ইউরোপের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে দেখছে মস্কো। এই লড়াইয়ে চীনকে পাশে চায় তারা। চীনও এখন পর্যন্ত ইউক্রেনে রুশ আক্রমণের নিন্দা জানায়নি। তবে পশ্চিমাদের অনুকরণে কোনো নিষেধাজ্ঞাও জারি করেনি। আবার পশ্চিমাদের, বিশেষ করে ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায় বেইজিং। পশ্চিমারা চায় ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে মস্কোর ওপর যেনও চাপ দেয় বেইজিং। ফলে রাশিয়া ও পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট। ক্রমাগত পশ্চিমা চাপ দুই দেশের এই সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলছে। দুই বছর আগেই 'নো লিমিট' সম্পর্কের ঘোষণা দিয়ে তারা বলেছিলেন, আমাদের সম্পর্কের কোনো সীমা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব রুখে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার প্রতি চীনা সমর্থন ও ইউক্রেন যুদ্ধে চীনের সমর্থন কমাতে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে আছেন শি। তাই কঠিন সময় পার করছেন তিনি। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পুতিনের অনড় অবস্থান ইউরোপ থেকে রাশিয়াকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। ইউরোপের একটি প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হলো বেইজিং। পশ্চিমাদের সঙ্গে ভাবমূর্তি উন্নত করতে চায় চীন। মন্থর অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে রপ্তানি কার্যক্রম বজায় রাখতে চায় দেশটি। সাংহাইভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ শেন ডিংলি বলেন, রাশিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখে চীন। পুতিনকে যথাযথ সম্মান দিতে চায় দেশটি। তবে অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় চীনা সরকার। এটি একটি কঠিন কাজ। শি রাশিয়ার জন্য কতটা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তা হয়ত পরখ করে দেখতে চাইবেন পুতিন। এছাড়া, পশ্চিমা দেশগুলোকে ইউক্রেনকে সমর্থন করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করছেন তিনি। গত সপ্তাহে ফ্রান্সে শি যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক করেন তখন পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়ার নির্দেশ দেন পুতিন। যুদ্ধক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে রাশিয়া-এর পক্ষে এই মহড়াটিকে সবচেয়ে স্পষ্ট সতর্কতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ড দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন। স্থানীয় সময় গত বুধবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের (আইএইচসি) প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক ও বিচারপতি তারিক মেহমুদ জাহাঙ্গিরি এ রায় দেন। খবর দ্য ডনের। ২০১৮-২২ সাল প্রধানমন্ত্রীত্ব থাকাকালে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইমরান খান ও তার স্ত্রী একটি রিয়েল স্টেট ডেভোলপার কোম্পানির কাছ থেকে একটি জমি উপহার নেওয়ায় অভিযোগ গঠন করা হয়। তবে, এ বিষয়ে তিনি গত সপ্তাহে অস্বীকার করেন এবং ইসলামাবাদ

হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেন। তার দলের আইনজীবী নাঈম হায়দার পাঞ্জুথা জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করে এক্সে বলেন, 'ইমরান খান এখনো দুই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে রয়েছেন। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন এবং অপরটি হলো ইসলামিক বিবাহ আইন লঙ্ঘন।' ২০২২ সালের এপ্রিলে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান। এরপর দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদের বেশ কয়েকটি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। তোশাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর গত বছরের আগস্ট থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন এবং পরবর্তীতে সাইফার ও অবৈধ বিয়ের মামলাসহ অন্যান্য মামলায়ও দোষী সাব্যস্ত হন।

জাবালিয়ায় ১২ ইসরায়েলি সেনাকে হত্যার দাবি হামাসের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ১২ ইসরায়েলি সেনাকে হত্যা করেছে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস। গত বুধবার একটি জটিল অপারেশন পরিচালনার সময় তাদের হত্যা করা হয়েছে। একটি বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে হামাসের সশস্ত্র শাখা আল কাসেম ব্রিগেড। তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এই খবর জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে একটি জটিল অপারেশনের সময় আল কাসেম যোদ্ধারা একটি ইয়াসিন ১০৫ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে একটি ইসরায়েলি ডি৯ সামরিক বুলডোজারকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এ সময় একটি বাড়িতে লুকিয়ে থাকা ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে আরও দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে তারা।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই অভিযানে অন্তত ১২ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন।' এর আগে, গত বুধবার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের কেন্দ্রস্থলে একটি ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছিল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের করা হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় একটি নৃশংস হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

২৫০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়ার সরকারের ২৫০ জনের বেশি কর্মকর্তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে নিকারাগুয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন ও অবৈধ উপায়ে অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থতার দায়ে নিকারাগুয়ার সরকারের ২৫০ জনের বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে নিকারাগুয়ার সরকারি তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের বলেন, ভিসা বিধিনিষেধের আওতায় পড়া নিকারাগুয়ান কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, পাবলিক প্রসিকিউটর, বিচারক এবং সরকারি উচ্চশিক্ষা কর্মকর্তারা রয়েছেন। একই সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ও অর্থ বিভাগ নিকারাগুয়া হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে চোরাচালান ও মানবপাচারের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বৈধ পরিবহন সংস্থাগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করছে, সে সম্পর্কে বিমান সংস্থা এবং ট্রাভেল এজেন্টদের অবগত করে একটি যৌথ সতর্কতা জারি করেছে। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলেছে, নিকারাগুয়ার সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত

উদ্বেগজনক। প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রোজারিও মুরিলোর নেওয়া অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালাই অবৈধ অভিবাসনের জন্য অনুমতিমূলক। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি নিকারাগুয়ার সরকার।

ইন্দোনেশীয় হজ ফ্লাইটের ইঞ্জিনে আগুন, জরুরি অবতরণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হজযাত্রী ও ক্রু নিয়ে বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বিমান পরিষেবা সংস্থার একটি বিমান। ৪৬৮ জন হজযাত্রী ও ক্রু নিয়ে গারুদার একটি বিমান জরুরি অবতরণ করে। ইঞ্জিনে আগুন ধরে যাওয়ায় বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমান। গত বুধবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। বোয়িং ৭৪৭-৪০০ সিরিজের ওই উড়োজাহাজটি ইন্দোনেশিয়ার মাকাসার শহর থকে মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। এক বিবৃতিতে গারুদার নির্বাহী পরিচালক ইরফান সেতিয়াপুত্রা এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিমানটি টেক অফের পরপরই সেটির একটি ইঞ্জিনে আগুন লাগে। সম্ভবত ফ্লাইট

সিঙ্গাপুরকে 'নিজেদের মতো করে' চালাতে চান নতুন প্রধানমন্ত্রী লরেন্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে লি রাজবংশের শাসনের পর নতুন নেতৃত্বে পরিচালিত হতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর। নতুন দিনের সিঙ্গাপুরকে দেশের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিচালনা করতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন দেশটির নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং। দুই দশক ধরে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা লি সিয়েন লুংয়ের শাসনের অবসানের পর গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন লরেন্স ওং। ঐতিহ্যবাহী লি পরিবারের বাইরে থেকে ক্ষমতায় বসা সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে দ্বিতীয় সরকারপ্রধান লরেন্স। দেশটির ৫৯ বছরের ইতিহাসে এর আগে প্রথমবার ব্যতিক্রমী এ দায়িত্ব পালন করেন গোহ চোক তং। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। গত বুধবার শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে লরেন্স বলেন, 'এশিয়ার অর্থনৈতিক হাব' খ্যাত সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করব আমি। আমার লক্ষ্য থাকবে 'আজকের দিনটির চেয়ে আগামীকালটি যেন আরেকটু ভালো করতে পারি'। পূর্বসূরিদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, 'তাদের গড়া অতীতের ওপর ভিত্তি করেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। তবে অবশ্যই আমরা নিজেদের মতো করে নেতৃত্ব দেব। নতুন নতুন সমস্যা জর্জর বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে আমাদের। আমরা সাহসের সঙ্গে পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতের দিকে এগোব।' দেশবাসীকে সতর্ক করে ওং বলেন, 'এলোমেলো, ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্রমেই আরও সহিংস হয়ে ওঠা বিশ্বের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এর জন্য সিঙ্গাপুরের নাগরিকদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে।

বিনোদন

'শিল্পী সমিতির আদালতের দারস্থ হওয়া লজ্জার'

বিনোদন ডেস্ক : বারবার শিল্পী সমিতির আদালতের দারস্থ হওয়া শিল্পীদের জন্য লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের ড্যাশিং হিরো সোহেল রানা। একজনের জন্য সব শিল্পীকেই সেই দায়ভার বহন করতে হচ্ছে বলেও জানান তিনি। গত নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কেউ শিল্পী সমিতির অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আদালতে যায়নি স্মরণ করে এই চিত্রনায়ক বলেন, ছোট ছোট যে সমস্যাগুলো হয়েছে তার সমাধান শিল্পীরাই করেছে। গতবার প্রথম নিপুণ আদালতে গেছে। এবারও তাই করল। গতবার তার সঙ্গে প্যানেলের ১১ জন ছিলেন, এবার তার প্যানেল থেকে নির্বাচিত হওয়া তিনজন কিন্তু ইতোমধ্যে নতুন প্যানেলের সঙ্গে বসে মিটিং করেছেন। আগের কমিটির মতো আলাদা থাকেনি। ফলে এবার আদালতে যাওয়ার বিষয়টি অকল্পনীয় ব্যাপার, কল্পনাতীত। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি মানেই যেন আলোচনা-সমালোচনা। একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে সমালোচিত হয়েছেন শিল্পী সমিতির নেতারা। ২০২২-২৪ মেয়াদের নির্বাচনের পর আদালত পর্যন্ত গেছেন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করা নিপুণ আক্তার। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে দায়িত্ব পালন করেন নিপুণ। চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এবারও একই পথে হাঁটছেন তিনি।

রেকর্ড ভাঙার পথে 'রামায়ণ'

বিনোদন ডেস্ক : ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে যুগান্তকারী সিনেমা বলা হয় বাহুবলীকে। সিনেমাটি ভারতে তো বটেই, আন্তর্জাতিক বাজারেও বহু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এবার সেই বাহুবলীর রেকর্ড ভাঙার জন্য রীতিমতো মহা আয়োজন করে নামছে নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ।' ভারতের এই মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রটি নির্মাণের আগেই তুমুল আলোচনায়। এবার ভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, সিনেমাটির বাজেট ইতোমধ্যেই রেকর্ড তৈরি করতে যাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৮৩৫ কোটি বাজেটে তৈরি হবে 'রামায়ণ'। তবে এখানেই শেষ নয়। বাজেট নাকি আরও বাড়তেও পারে! আর এই বাজেট শুধুমাত্র প্রথম কিস্তির জন্য। সেই হিসেবে ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রামায়ণ। বাহুবলীর দুটি কিস্তি মিলিয়ে মোট বাজেট ছিল ৪৩০ কোটির মতো। তাই বাজেটের দিক থেকে ইতোমধ্যেই বাহুবলীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে রামায়ণ। তবে একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, শুটিং শুরু হতে না হতেই বিপাকে পড়ে রণবীরের 'রামায়ণ।' এর আগেও শোনা গিয়েছিল অর্থের কারণে প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল সিনেমাটির শুটিং। সেই সমস্যা কাটিয়ে অবশ্য সম্প্রতি 'রামায়ণ'-এর শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি। এমনকি, কয়েকদিন আগে শুটিং ফ্লোর থেকে ফাঁসও হয়েছে রণবীরের 'রাম' অবতারের ছবি। সীতারূপে দেখা গেছে সাই পল্লবীকে। জানা যাচ্ছে, রামায়ণের স্বত্ব নিয়ে দুই প্রযোজনা সংস্থার অশান্তি চলছে। আর এ কারণেই নাকি আটকে যেতে পারে রামায়ণের শুটিং। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজনা সংস্থা মধু মন্টেনার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সমস্যা নিয়ে জটিলতা শুরু হয় প্রাইম ফোকাস টেকনোলজিসের। প্রাইম ফোকাস টেকনোলজিস অনেক আগেই প্রজেক্ট রামায়ণ নামে স্বত্ত্ব কিনে রেখেছিল। তা মন্টেনা প্রযোজনা সংস্থাকে বিক্রির সময় যে অর্থের কথা হয়, তা পায়নি। অন্যদিকে, মন্টেনা প্রযোজনা সংস্থার কথায়, প্রোজেক্ট রামায়ণ একেবারেই তাদের। এই তর্কের মাঝে পড়েছেন এই সিনেমার সহ-প্রযোজক এবং দক্ষিণী তারকা যশ। রামায়ণে রাবণের চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি।

জয়ের উপর চটেছেন মিষ্টি জান্নাত

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে এখন মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে- চিত্রনায়ক শাকিব খান কাকে তৃতীয় বিয়ে করছেন। সম্প্রতি শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জন উঠেছে চিত্রনায়িকা মিষ্টি জান্নাতের। কিছু সংবাদকে কেন্দ্র করে এই গুঞ্জনের সূত্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, শাকিবের জন্য চিকিৎসক পাত্রী খুঁজছে তার পরিবার। ইতোমধ্যে একজনকে নাকি বেশ পছন্দ হয়েছে তাদের। তবে সেই পাত্রীর পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে চিকিৎসক পাত্রীর খবর গণমাধ্যমে প্রচার হতেই অনেকে আবার মনে করছেন শাকিবের 'হবু বউয়ের' নাম ডাক্তার মিষ্টি জান্নাত। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন এই নায়িকা নিজেও। শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ের খবরটি অস্বীকার না করলেও 'গুঞ্জন' হিসেবেই রাখতে চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, শাকিব খানকে ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করেন। শাকিব-মিষ্টির বিয়ের সেই গুঞ্জনে যোগ দিয়েছেন অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়। সম্প্রতি মিষ্টি জান্নাতকে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'ওই মেয়ে ভাইরাল হতেই শাকিবকে জড়িয়ে এসব কথা বলছেন। শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ে হলেও সেটা টিকবে না।' এবার বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মিষ্টি জান্নাত। তার দাবি, শাহরিয়ার নাজিম জয় তাকে চেনেন। তবুও না চেনার অভিনয় করেছেন। গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকার এই অভিনেত্রী বলেন, 'জয় ভাইয়াকে দেখলাম, সে বলছেন- ওই যে একটা মেয়ে, শাকিব খানকে নিয়ে ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি একজন ডাক্তার পাশাপাশি অভিনেত্রী, মিলে গেছে। তাদের বিয়ে হলেও সেটা টিকবে না। এটা উনি কীভাবে জানলো? কীভাবে বললো? এটা আমার প্রশ্ন। ওই যে একটি মেয়ে কীভাবে বললো? তার সঙ্গে আমি চারটা শো করেছি।' মিষ্টি জান্নাত বলেন, 'সে আমাকে চেনে। গত পরশুদিন নিকেতনে এসে সে আমাকে টেক্সট করে বলছে, মিষ্টি কোথায় আছো? চলো লং ড্রাইভে যাই। আমরা ঘুরে আসি। অথচ, এমন একটা ভাব নিল, ওই যে একটা মেয়ে, সে আমাকেই চেনেই না।' অভিনেত্রীর বলেন, 'সে আমাকে নিকেতনে আসলে ফোন দেন, বরং আমি তাকেই এড়িয়ে চলি। জয় তাকে প্রায়শই মেসেজ দেন। নিকেতনে আসলে একসঙ্গে বসে কফি খান। তবুও তাকে না চেনার ভান করেছেন।' মিষ্টি জান্নাত বলেন, 'সে বললো, ওই যে একটা মেয়ে। এটা কেন বলবে? আমি কষ্ট পেয়েছি। যদি সে সিনিয়র না হতেন, তাহলে তাকে ধরে থাপড়াতাম।

কানের রেড কার্পেটে ভাবনা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা আর কাক যেন একে অপরের পরিপূরক। ভাবনার নাম এলে অবধারিতভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাকের ছবি বা ভিডিও। তার বড় কারণ, ভাবনার সঙ্গে এই ঢাকা শহরের কাকদের সখ্য। তার ঢাকার বাসার বারান্দায় বা ঘরের সামনের ফাঁকা জায়গায় অবাধ বিচরণ কাকদের। তাদের জন্য খাবার বা পানি নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন ভাবনাও। শুধু তা-ই নয়, সেসব ছবি, ভিডিও কিংবা ভাবনার আঁকার ক্যানভাসেও উঠে এসেছে শহরের কাকেরা। এবার সেই কাকের আদলে পোশাক পড়ে কান উৎসবের রেড কার্পেটে হাজির হলেন এই অভিনেত্রী। গত বুধবার কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৭তম আসরের পর্দা উঠেছে। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি হয় আগেই পৌঁছে গেছেন ভাবনা। কোনো চলচ্চিত্রের ব্যানারে নয়, বরং নিজ উদ্যোগেই কান উৎসবে গেছেন তিনি। আর সেখানে বিশ্বখ্যাত তারকাদের মাঝে নজরও কেড়েছেন অভিনেত্রী। বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে কান উৎসব থেকে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন ভাবনা। যেখানে তাকে নজরকাড়া পোশাক ও চোখ-ধাঁধানো অভিনব লুকে দেখা গেছে। ভাবনার সেই পোস্টে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। পুরো সাজে রয়েছে স্নিগ্ধ আমেজ। ঠিক ওই দিন বিকেলে কাকের আদলে নকশা করা পোশাক পরে হাজির হয়েছেন তিনি। নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জুড়ে দিয়েছেন তিনটি ছবি। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কাকদের সাথে করে আমি কান উৎসবে নিয়ে এসেছি।' সেই পোস্টের নিচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। প্রশংসা করেছেন তার পোশাকের। অনেকেই শেয়ার করেছেন ভাবনার সেই ছবি। উল্লেখ্য, এ বছর উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে ফ্রান্সের 'দ্য সেকেন্ড অ্যাক্ট'। কমেডি ঘরানার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কোয়ান্তাঁ দ্যুপিয়ো। অভিনয় করেছেন লিয়া সিডক্স, ভিনসেন্ট লিনডন, রাফায়েল কুইনার্ড। এবার মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের জুরি বোর্ডে ৯ জনের মধ্যে পাঁচজন নারী। জুরি বোর্ডের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন 'বার্বি'খ্যাত নির্মাতা ও অভিনেত্রী গ্রেটা গারউইগ। এ ছাড়া আছেন মার্কিন অভিনেত্রী লিলি গ্ল্যাডস্টোন, ফরাসি অভিনেত্রী এভা গ্রিন, লেবানিজ পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার নাদিন লাবাকি এবং তুর্কি চিত্রনাট্যকার ও আলোকচিত্রী এব্রু জেলান।

রাফির সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন তমা মির্জা

বিনোদন ডেস্ক : 'সুড়ঙ্গ'র পর প্রায় বছর পেরিয়ে এলো, নতুন ছবির খবর দেননি তমা মির্জা। এবার দিলেন একসঙ্গে দুই ছবির খবর। লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ। গত মাসে বেশ গরম পড়েছিল। ঢাকা শহরের জনজীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তবে খুব একটা আঁচ করতে পারেননি তমা মির্জা। কারণ অবকাশযাপনে আমেরিকায় ছিলেন তিনি। দেশে ফিরেছেন কিছুদিন হলো। এসেই অনুধাবন করেছেন গরমের কিছুটা। তমা বলেন, 'ঢাকায় না থাকলেও খবর নিতাম নিয়মিত। আমার পরিবার তো ঢাকায় থাকে। প্রতি মুহূর্তে জানতে পারতাম হাঁসফাঁস করছে মানুষ। অবশেষে বৃষ্টির কারণে আবহাওয়া কিছুটা নরমাল হয়েছে। আবার মানুষ কাজ করতে পারছে শান্তি নিয়ে।' গত বছর ঈদে মুক্তি পায় তমা মির্জা অভিনীত 'সুড়ঙ্গ'। আফরান নিশোর সঙ্গে জুটি বেঁধে সাড়া ফেলেছিলেন। ছবিটি দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। তবে এরপর নতুন আর কোনো চলচ্চিত্রের খবরে নেই তিনি। কারণ জানিয়ে তমা বলেন, 'শুধু ছবি হাতে নিলেই তো হবে না। আমার ক্যারিয়ার এখন একটা জায়গায় এসেছে। দর্শক আমাকে তাঁদের আস্থায় নিয়েছেন। এটা তো বজায় রাখতে হবে। নতুন ছবি হাতে নিলে অন্তত দশটা নিতে পারতাম, কিন্তু নিইনি। অপেক্ষা করেছি। ভালো গল্প, ভালো চরিত্র খুঁজেছি। অবশেষে মিলেছে। এখন শুধু ঘোষণা দেওয়ার পালা।' এ সপ্তাহেই তমার 'সুড়ঙ্গ' সহশিল্পী আফরান নিশো জানালেন, দুই ছবি নিয়ে ফিরছেন তিনি। তমাও জানালেন দুই ছবির খবর। প্রায় এক বছর অপেক্ষার পর দারুণ দুটি গল্প পেয়েছেন তিনি। নির্মাতা দুজনও খুব পছন্দের। আশা করছেন, দর্শকদের দারুণ কিছু উপহার দিতে পারবেন। তবে এখনই ছবি ও নির্মাতার নাম বলতে পারছেন না। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নিষেধ আছে। তমা বলেন, 'এখন একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে, যতক্ষণ না প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কিছু জানাচ্ছে আমরা মুখ খুলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, একটা ছবির শুটিং মার্চেই হওয়ার কথা ছিল, পিছিয়েছে শুধু গরমের কারণে। সব ঠিক থাকলে এটির শুটিং হবে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। অন্য ছবিটির শুটিং ঈদের পরপরই। দুটি ছবিতেই আমার সঙ্গে অভিনয় করবেন বড় দুজন তারকা। সেখানেও চমক থাকবে।' 'সুড়ঙ্গ' পরিচালক রায়হান রাফী একের পর এক ছবি নির্মাণ করছেন।

সেন্সর ছাড়পত্র পেলো 'মুনাফিক'

বিনোদন ডেস্ক : বিনা কর্তনে সেন্সর ছাড়পত্র পেলো 'মুনাফিক'সিনেমাটি। মঙ্গলবার সিনেমাটির নির্মাতা ইভান মল্লিক সেন্সর সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন। 'মুনাফিক' এ নির্মাতার প্রথম সিনেমা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হবে।

রোমান্টিক থ্রিলারধর্মী এই সিনেমায় জুটিবদ্ধ হয়ে অভিনয় করেছেন আফফান মিতুল এবং শীতল। সেন্সর ছাড়পত্র পেয়ে অভিনেতা আফফান মিতুল জানান, এখন পর্যন্ত আমার অভিনীত ৭টি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও এ প্রথমবার 'মুনাফিক' সিনেমার মাধ্যমে রোমান্টিক নায়ক হিসেবে অভিষেক হবে। এরজন্য বেশ এক্সসাইটেড আমি। 'মুনাফিক'সিনেমায় নিজের ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে এই নায়ক বলেন, একটি দৃশ্যে নায়িকাকে বাঁচাতে অসংখ্য ফাইটারের সাথে আমাকে ফাইট করতে হয়েছে। এগুলো আমার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা কারণ এতদিন দর্শক আমাকে ভিন্ন ধারার সিনেমায় দেখেছেন, এবার দেখবেন পুরোদস্তুর এফডিসির বাণিজ্যিক সিনেমায়। মুনাফিক সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন, চিত্রনায়িকা কেয়া, চিত্রনায়ক সাইফ খান, সমামুন খান, জারা, কাজী হায়াত, আইরিন অধিকারী, জ্যাকি আলমগীর, রেজা হাসমত, আনোয়ার সিরাজী, উত্তম অধিকারী, সীমান্ত, রেবেকা রউফ, আশরাফ কবির এবং ইভান মল্লিকসহ আরও অনেকেই।

স্মার্ট ও আধুনিক কালকিনি উপজেলা গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর'

মাদারীপুর প্রতিনিধি : চলছে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০২৪। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপে মে মাসের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে কালকিনি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনী মাঠে এগিয়ে আছেন যুক্তরাস্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক নুরুজ্জামান সরদার। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী নুরুজ্জামান সরদার ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়ছেন। উপজেলাবাসী আস্থা রাখতে চান নুরুজ্জামান সরদার এর উপর। তাই এ দিক থেকে জনগণের আস্থার মানুষ হচ্ছেন নুরুজ্জামান সরদার। তাই তিনিই হচ্ছেন কালকিনি উপজেলার সকলের পছন্দের প্রার্থী এমন গুঞ্জনই এখন উপজেলার সাধারণ জণগনের মুখে মুখে। গত ২ মে ঘোড়া প্রতীক পেয়ে নুরুজ্জামান সরদার বলেন, কালকিনি উপজেলা বাসীর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তারাই আমার শক্তি। আমি কালকিনি উপজেলাকে দেশের অন্যতম স্মার্ট ও আধুনিক উপজেলা গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। কেননা জনগণই তার নাড়ির স্পন্দন। তিনি আরও বলেন, আমি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে কালকিনি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, সংস্কার করে গরীব দুঃখী মেহনতী মানুষের মাঝে বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা সঠিকভাবে বিতরণ করবো এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে গ্রাম্য শালিসের মাধ্যমে ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে নিরলস কাজ করেছি। জনগনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের সুখ-দুঃখে পাশে থাকবো, আমি বিজয়ী হতে পারি আর না পারি। ভোট আপনাদের আমানত, এটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব আপনাদের। ভোটাধিকারে কখনও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিবেন না বলে আশা করি। এতে করে খারাপ মানুষ নির্বাচিত হয়ে যাবে। ক্ষতি হবে আপনাদের, যেনেশুনে ক্ষতির মুখে পড়বেন না। যোগ্য যদি কাউকে মনে করেন নির্দ্বিধায় তাকে ভোট প্রদান করবেন। অযোগ্য কাউকে নির্বাচিত করে পশ্চাৎপদে নিয়ে যাবেন না প্রিয় কালকিকিনি উপজেলাটাকে। আমি আপনাদের সন্তান। আপনারই আমার চিন্তা চেতনায় বিরাজমান। আমার ব্যক্তিগত কোন চাওয়া পাওয়া নেই। আপনাদের জন্য আমৃত্যু কাজ করে যেতে চাই।

শেরপুর উপজেলা প্রশাসনের দ্রুতসেবা পোর্টালের উদ্বোধন

শেরপুর, বগুড়া প্রতিনিধি : ফুড ডেলিভারি, রাইড শেয়ারিং বা অনলাইন কেনাকাটার ব্যবস্থা থাকলেও একজন বিদ্যুৎ মিস্ত্রি বা কাঠ মিস্ত্রীকে কী অনলাইনে পাওয়া যেতো এতদিন? অথবা একজন নারী উদ্যোক্তা কেক বা পিঠা তৈরি করেন যিনি? স্বাভাবিকভাবেই এক প্লাটফর্মে এতগুলো সেবা আগে ছিল না। কিন্তু একই প্লাটফর্মে সরকারি ও বেসরকারি সেবা দেয়ার সমন্বিত পোর্টাল তৈরি করছে উপজেলা প্রশাসন শেরপুর, বগুড়া। এই পোর্টালটির নাম দেয়া হয়েছে দ্রুতসেবা। আজ এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর, ধুনট আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব মজিবর রহমান মজনু। সভাপতিত্ব করেছেন জনাব মো : সুমন জিহাদী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুড়া।উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, সহকারী কমিশনার ভূমি, অফিসার ইনচার্জ সহ উপজেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত সেবা এই পোর্টালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেরপুরের ব্র্যান্ডিং নেম দিয়েছেন "মেধা ও দক্ষতার শেরপুর"। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: সুমন জিহাদী জানান যে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করতে হবে। সেটি শুধু সরকারি সেবা নয় বরং সরকারি ও বেসকারি বা উদ্যোক্তা পর্যায়েও করতে হবে। এ কারণে দ্রুতসেবা পোর্টালে ইলেকট্রিশিয়ান, বেকিং এণ্ড কুকিং, ইলাস্ট্রেটার এণ্ড ফটোশপ এক্সপার্ট, কবলার, দর্জি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কাঠ মিস্ত্রি, সব ধরনের দক্ষতা সম্পন্ন মানুষদের প্রোফাইল থাকছে। সাধারণ মানুষের বা যে কোন পর্যায়ের সেবাপ্রার্থীদের যে কোন ধরনের সেবাদাতার প্রয়োজন হলে তারা এই ওয়েব সাইটে ঢুকবে এবং প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী সেবাদাতার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। সেবাদাতাগণ নিজেরাই এই প্রোফাইলে নিবন্ধন করতে পারবে। সেখানে তার কাজের কিছু নমুনা ছবি আপলোড করতে পারবে যাতে তার কাজ সম্পর্কে সন্ধানকারীর ধারণা তৈরি হয়। দ্রুতসেবা পোর্টাল সমাজের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের সেবা দাতা থেকে শুরু করে কর্পোরেট ফার্মকেও সংযুক্ত করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুমন জিহাদী বলেন দ্রুতসেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনেক আড়ালে থাকা উদ্যোক্তা, শ্রমিক, বা উৎপাদক সামনে চলে আসবে।

স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে কচুর লতি সংগ্রহ করে গুছিয়ে নিচ্ছেন এক পাইকারি বিক্রেতা। মগবাজার এলাকা, বরুড়া, কুমিল্লা।

সাতক্ষীরায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে সংলাপ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরায় যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক সংলাপ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর উদ্যোগে ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সার্বিক সহযোগিতায় সংলাপটি সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোজাফফর গার্ডেন এণ্ড রিসোর্ট-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডির ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সংলাপে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সদর আসনের এমপি ও ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আশরাফুজ্জামান আশু, সাতক্ষীরা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, ৩১৩, সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতি। সংলাপে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও কারিগরি) মঈনুল ইসলাম মঈন, সাতক্ষীরা জেলা শিক্ষা অফিসার শাহজাহান কবির, সাতক্ষীরা টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফেরদৌস আরেফিন, সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মহানন্দ মজুমদার, সাতক্ষীরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এছমত আরা বেগম, দৈনিক দক্ষিণের মশাল পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী, সাংবাদিক গোলাম সরোয়ার, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিমুন শামস্, ফারহা দিবা খান সাথী, গাজী ইমরান, ইমান আলী, শ্যামল বিশ্বাস, কাজী আল হেলাল, প্রিয়াংকা বিশ্বাস, সিপিডির ফেলো ও কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান, মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। এ ছাড়া সাতক্ষীরা জেলার বিশিষ্টজনেরা এই সংলাপে উপস্থিত ছিলেন। সিপিডি সংলাপে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। বাংলাদেশে সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন তুলে ধরেন তিনি। সংলাপে জেলার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, চেম্বারের প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেন। সংলাপে সাতক্ষীরা কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক ধারণা, দক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভিভাবকদের অসচেতনতা, প্রচার প্রচারণার অভাব, আন্তরিকতার ঘাটতি, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তার ফলোআপ না করা, উদ্যোক্তাদের পুঁজির অভাব, সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ না পাওয়া, বাজার অনুযায়ী ট্রেড গঠন না করা, শিক্ষার আধুনিকায়নের অভাব, বাজেটে বরাদ্দ কম দেয়াসহ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। পরে কারিগরি শিক্ষাকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে।

তিন লাখ রেনু পোনা জব্দ, নয় জেলেকে জরিমানা

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার হিজলা ও মুলাদী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিন লাখ রেনু পোনা, বিপুল পরিমান অবৈধ জাল জব্দসহ নয়জন জেলেকে আটক করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য দপ্তর ও নৌ-পুলিশের সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেছেন।বৃহস্পতিবার সকালে হিজলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে তিনটি ট্রলার থেকে প্রায় তিন লাখ গলদা রেনু পোনা, রেনু পোনা ধরার ২২টি অবৈধ জাল, ছয় কেজি পাঙ্গাশের পোনা ও রেনু পোনা ধরার সরঞ্জাম নয়টি পাতিল, চারটি ড্রাম ও এক ড্রাম রাসায়নিক তরল জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চার জেলেকে আটক করা হয়। পরে হিজলা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন সাদেক ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে আটককৃত প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

বাগান থেকে গাছ কিনে ঘোড়াটানা গাড়িতে সড়কে তোলা হচ্ছে। বদিউজ্জামান ব্যাপারী পাড়া, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

গোদাগাড়ীতে গৃহবধূকে বালিশ চাপায় হত্যা করে পালিয়েছে স্বামী

গোদাগাড়ী, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এক গৃহবধূকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে পালিয়েছে স্বামী। পারিবারিক কলহের জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতের কোনো একসময় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোদাগাড়ী পৌর সদরের গোদাগাড়ী গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী তরিকুল ইসলামের মেয়ে সুরভী খাতুনের (২৮) মেডিকেল মোড়ের শামসুদ্দীন ইসলাম ধলু মাস্টারের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করে ২০২১ সালের বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারী) রাতে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান একরকম বেকার অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। এই নিয়ে পরিবারের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ কাজ করতো। বুধবার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিয়োগের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এদিন স্ত্রী সুরভী খাতুন মায়ের বাড়িতে থাকায় রাতে সেখানে যান মোস্তাফিজুর রহমান। এনটিআরসিএর ফলাফলে সুরভী খাতুন উত্তীর্ণ হন। অপরদিকে স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান একই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এ নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। দীর্ঘদিন থেকে কর্মহীন থাকায় মোস্তাফিজুর রহমানের শ্বাশুরিও তাকে বকাঝকা করেন। এভাবেই রাতে তারা ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে সুরভির মা তাদের ডাকতে গেলে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন মেয়ের মরদেহ বিছানায় পড়ে আছে। জামাই মোস্তাফিজুর রহমান ঘরে নেই। তড়িঘড়ি করে সুরভীর মরদেহ গোদাগাড়ী ৩১ শয্যা।

চন্দনাইশে ছাত্রলীগ নেতার হাতে অধ্যাপক লাঞ্ছিত

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ছাত্রলীগ নেতার হাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক লাঞ্ছিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার উপজেলার গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজে এ ঘটনাটি ঘটে। জানা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড.আতিকুর রহমান সেমিনার হলে কাজ করার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সাফাতুন নুর চৌধুরী রুমে ঢুকে ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক পাখা নষ্ট কেন মর্মে তর্কবিতর্ক করার একপর্যায়ে অধ্যাপক ড.আতিকুর রহমানকে কিলঘুসি মারে। এ সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী প্রযুক্তা পাল।

পেঁয়াজ আমদানি করেও বিপাকে আমদানিকারক

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : প্রায় ৫ মাস ৬ দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। সেই পেঁয়াজ নিয়ে এখন বিপাকে পড়েছেন আমদানিকারক। এদিকে হিলি বাজারে দেশীয় পেঁয়াজ পাইকারী ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হিলি বাজারের ঘুরে দেখা গেছে, দেশীয় পেঁয়াজ ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর তা খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা কেজি দরে। হিলি বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা ময়নুল ইসলাম বলেন, আমদানিকৃত পেঁয়াজ ৬৪ পাইকারী কিনে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু ক্রেতারা একই দামে ভারতীয় পেঁয়াজ কিনবেন না। তাই আমরা দেশি পেঁয়াজ বিক্রি করছি। পেঁয়াজ আমদানিকারক মেসার্স আরএসবি এন্টার প্রাইজের প্রতিনিধি আহম্মেদ সরকার জানান, সম্প্রতি বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমরা গেলো মঙ্গলবার ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করি। কিন্তু ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানিতে ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় প্রতিকেজি পেঁয়াজের দাম পড়েছে ৫৫ থেকে ৫৬ টাকা। এর সঙ্গে আছে বাংলাদেশ সরকারের শুল্ক, পরিবহন খরচ, ।লেবার খরচসহ অন্যান্য খরচ। সবমিলিয়ে ৬০ টাকা কেজি পড়ে গেছে। প্রতিকেজি পেঁয়াজ ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা কেজি বিক্রি না করলে আমাদের লোকসান গুনতে হবে। তাই আমদানির ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বন্দর থেকে খালাস করে গুদামজাত করে রেখেছি। পচনশীল পণ্য হওয়ায় নিয়মিত ফ্যানের বাতাস দিতে হচ্ছে। ভারতীয় পেঁয়াজ আর দেশি পেঁয়াজের দাম সমান। এ কারণে গত দুই দিনেও ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হয়নি। ৫ মাস ৬ দিন বন্ধ থাকার পর গেলো মঙ্গলবার ভারতীয় একটি ট্রাকে ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করেন মেসার্স আরএসবি এন্টার প্রাইজ। হিলি স্থলবন্দরের ২০ জন আমদানিকারক ২৭ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। যারা আইপি (আমদানির অনুমতি) পেয়েছেন তারা এলসি খুলে পেঁয়াজ আমদানি করতে পারবেন।

প্রচণ্ড রোদের মধ্যে মাথায় গামছা দিয়ে সড়কের পাশে ভ্যানে সবজি সাজিয়ে বিক্রি করছেন বিক্রেতা। কাজীটুলা এলাকা, সিলেট।

নাগেশ্বরীতে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেয়ায় বিএনপির ৩ নেতা বহিস্কার

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়ায় কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় বিএনপির এক নেতা ও দুই নেত্রীকে বহিস্কার করা হয়েছে। বহিস্কৃতরা হলেন নাগেশ্বরী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদি হাসান, নাগেশ্বরী উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আমিনা বেগম অন্যনা, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফেরদৌসি বেগম। বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত আলাদা- আলাদা চিঠিতে বহিষ্কারের কথা জানানো হয়। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়ায় এর আগে তাদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো। এর আগে গত ১৩ মে তাদেরকে কারণ দর্শানোর চিঠি দিয়ে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিলো। চিঠির অনুলিপি রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলমসহ কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সভাপতি তাসভিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান এর কাছে পাঠানো হয়েছে। বহিস্কৃত তিনজনের মধ্যে মেহেদি হাসান নাগেশ্বরী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদে টিউবয়েল প্রতীক, আমিনা বেগম অন্যনা মহিলা ভাইস চেয়াম্যান পদে কলস প্রতীক ও ফেরদৌসি বেগম মহিলা ভাইস চেয়াম্যান পদে ফুটবল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। নাগেশ্বরী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফেরদৌসি বেগম জানান, বহিস্কার সক্রান্ত চিঠি হাতে পাইনি। কারণ দর্শানো চিঠি পেয়েছিলাম সেটার জবাব দিয়েছে। দল তার সীদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে জনগণ চেয়েছে বলে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ভোটের লড়াই করে যাবো। কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম বেবু বহিস্কারের বিষয়টি নিশ্চিৎ করে বলেন, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে নির্বচনে অংশ নেয়ায় কেন্দ্র তাদেরকে বহিস্কার করেছে। উল্লেখ আগামী ২৯ মে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আবৃত্তিতে প্রথম নাগেশ্বরীর মাহির

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযাগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা গৌরব অর্জন করেছে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার মাহির তাজওয়ার নাঈম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযাগিতা ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে খ-গ্রুপের কবিতা আবৃত্তি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। মাহির নাগেশ্বরী ডিএম একাডেমি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র এবং স্বনামধন্য আবৃত্তি সংগঠন "কথক"এর নিয়মিত সদস্য। তার বাবা আবদুস ছালাম সরকার পেশায় একজন শিক্ষক এবং মা মহসিনা বেগম কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আবৃত্তি শিক্ষক। বুধবার ঢাকা আগারগাঁওয়ের ইসলামি ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মাহির তাজওয়ার নাঈমের হাতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে সনদপত্র, সম্মাননা ক্রেস্ট, নগদ অর্থ ও উল্লেখযোগ্য কিছু বই তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এমপি। ইসলামি ফাউন্ডেশনের মাহপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মুহা. বশিরুল আলমের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহা. আবদুল হামিদ জমাদ্দার।

নাঈম এর আগেও অনেকবার আবৃত্তিতে জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা, জাতীয় শিশু সপ্তাহ, শিল্পকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন, সরকারি, বেসরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অসংখ্য পুরস্কার তার সাফল্যের ঝুড়িতে জমা করেছে। মাহির তাজওয়ার নাঈম জানায়, এবারই প্রথম জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে সে অনিক খুশি। এ অর্জন তার একার নয়, এ অর্জন তার, বাবা, মা, সহপাঠি, শিক্ষক ও গুরুজনসহ এ উপজেলার সকলের। ভবিষ্যতে যাতে সে আরও ভালো কিছু অর্জন করে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পাও সকলের কাছে এ দোয়া কমানাও করে মাহির।

ঝিকরগাছা বিএনপির অফিস দখল?

ঝিকরগাছা, যশোর প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে যশোরের স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপি কার্যালয় দখলে নিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবিরা সুলতানা মুন্নি। যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির কার্যালয় পৌর সদরে অবস্থিত। বিএনপির সাবেক সভাপতি শহীদ নাজমুল ইসলাম নিজে তার সম্পত্তির ওপর উপজেলা বিএনপির অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে এই অফিসটি বিএনপির অফিস হিসেবেই ব্যবহারিত হয়ে আসছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহীদ নাজমুলের স্ত্রী ও কেন্দ্রীয় বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবিরা সুলতানা মুন্নি পুলিশ নিয়ে বিএনপির অফিসটি দখলে নিয়েছেন। এ সময় ঝিকরগাছা উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিএনপ্পির যুগ্ম আহ্বায়কদ্বয় মুরাদুন নবী মুরাদ, আরমান হোসেন কাঁকন, পৌরসভার সাবেক কমিশনার মতিয়ার রহমান এবং আরাফাত হোসেন কল্লোল উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোর্ত্তজা এলাহী টিপু বলেন, আমি বাইরে ছিলাম পরিষ্কার বলতে পারবো না। তবে শুনলাম মুন্নি পুলিশ নিয়ে বিএনপ্পির অফিস দখল করেছে।

কাপাসিয়ায় মিথ্যা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় এক স্কুল শিক্ষক স্ত্রী তার স্বামীর উপর মিথ্যা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন। ওই সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার স্বামীর উপর বিভিন্ন মহল থেকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। গত বুধবার একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে আমার স্বামী শিক্ষক মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর একটি সংবাদ প্রচার করে। যা ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেইসবুকে) ভাইরাল হয়েছে। ১৬ মে বৃহস্পতিবার কাপাসিয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সত্য উন্মোচন করে তা প্রকাশ করার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের আহ্বান জানান। মিজান মাস্টারের স্ত্রী রাশিদা খাতুন তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান তিনিও শিক্ষক। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা সদরের জুনিয়া গ্রামে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। সংবাদ সম্মেলনে রাশিদা খাতুন লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, এই মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ প্রচারে আমার, আমার স্বামী ও পরিবারের মান সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। আমার স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান একজন আদর্শবান ও নীতিবান শিক্ষক। তিনি নীতি ও নৈতিকতার সাথে ২০ (বিশ) বছর ধরে সুনামের সহিত কাপাসিয়ায় শিক্ষকতা করে আসছেন। তাঁর সুনাম নষ্ট করতে কিছু মহল বিভি-ন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র করে আসছে। শিক্ষক মিজানুর রহমান ২০১৪ সালে নিজের উপার্জনের অর্থ দিয়ে বিনা খরচে প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া করার জন্যওফুলকুঁড়ি প্রতিবন্ধী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নার্সিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্ববিদ্যালয় ও নার্সিং ভর্তি কোচিং সেন্টার। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ক্যামব্রিজ ল্যাবরেটরীজ স্কুল এবং ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পারদর্শীতামূলক শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মিজানুস ইংলিশ কেয়ার ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব সহ আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাপাসিয়ার শত শত প্রতিবন্ধী পেয়েছে শিক্ষা ও চিকিৎসা। পাশাপাশি পেয়েছে হুইলচেয়ার এবং বিভিন্ন উপকরণ। এমন একটি মানুষের মান সম্মান নষ্ট করতে একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে পিছনে লেগে আছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ বছর আম নামানোর সময়সীমা বেধে দেয়া হচ্ছে না

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ বছরও আম নামানোর সময়সীমা বেধে দিচ্ছে না জেলা প্রশাসন। কেবল আম পরিপক্ক হলেই তা নামিয়ে বাজারজাত করতে হবে। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ম্যাঙ্গো ক্যালেণ্ডার প্রণয়ন ও নিরাপদ আম উৎপাদন-বিপণন বিষয়ক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা শেষে জেলা প্রশাসক একেএম গালিভ খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। জেলা প্রশাসক জানান, আম চাষী, ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে আম ক্যালেণ্ডার না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যে জাতের আম, যখন পরিপক্ক হবে তখনই তা নামিয়ে বাজারজাত করতে হবে। অপরিপক্ক আমা বাজারজাত করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথাও জানান জেলা প্রশাসক। এর আগেও পরপর তিন বছর আম ক্যালেণ্ডার ঘোষণা করা হয়নি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। জেলা প্রশাসক জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আম পরিবহনে ম্যাংঙ্গো স্পেশাল ট্রেন ১০ জুন চালুর জন্য মতামত দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতামতের ভিত্তিতে ১০ জুন থেকে ট্রেনটি চালু করা হতে পারে। এ ছাড়া আমের বাজারে ওজন কারচুপি, অব্যবস্থাপনারোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের কথাও জানান জেলা প্রশাসক।সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আহম্মেদ মাহবুবুল-উল-ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. পলাশ সরকার, আম গবেষণার কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান, রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল জোনের প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা সুজিত কুমার বিশ্বাস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মুনজের আলম মানিকসহ আম চাষী ও ব্যবসায়ীরা।

ইন্দুরকানীতে প্রফেসর ড. এ এফ এম মনিরুজ্জামানকে সংবর্ধনা

জিয়ানগর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে মেহেউদ্দিন মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন মেধাবী শিক্ষার্থী, দেশবরেণ্য আইন বিশেষজ্ঞ, ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথ, ইংল্যান্ড প্রফেসর ড. এ এফ এম মনিরুজ্জামান কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হেলাল উদ্দিন গাজীর সভাপতিত্বে ও সহকারী সিনিয়র শিক্ষক আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ও ঢাকা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মোঃ আক্তারুজ্জামান ছগির, বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি অভিভাবক সদস্য এইচ এম ফারুক হোসাইন, ডাঃ মিজানুর রহমান, মোঃ শাহিদুল ইসলাম, মোঃ মনিরুল ইসলাম (মুন্না নাসির) বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিজাম উদ্দিন গাজী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. এ এফ এম মনিরুজ্জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি তার বিভিন্ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ সময় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা এবং ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট, লন্ডন, ইউনেস্কো, প্যারিস এবং বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠানে তার আইনি পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। ইন্দুরকানীর ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টি তার দাদা মেহেউদ্দিন এর নামে নাম করন এবং বিদ্যালয়ের মাঠটি ও তার পিতা শেখ ফজলুল হকের নামে নাম করন করা হয়।

কপাল খুললো অ্যাস্টন ভিলার

স্পোর্টস ডেস্ক : গেল মৌসুম শেষে অ্যাস্টন ভিলার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ জানিয়েছিলেন যে পরবর্তী মৌসুমে তার ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবেন। তবে সে সময় তার এমন মন্তব্যে অনেকে উপহাস করেছিল। কেননা ক্লাবটির তখনকার পারফরম্যান্স অনুসারে বিষয়টি ছিল প্রায় অবাস্তব। তবে সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপান্তরিত করেছে উনাই এমেরির শিষ্যরা। গেল পরশু রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিভারপুলের বিপক্ষে মাঠে নামে অ্যাস্টন ভিলা। সেই ম্যাচে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে দ্য লায়নরা। তবে একই রাতে আরেক ম্যাচে মাঠে নামে ম্যানচেস্টার সিটি ও টটেনহাম। সেই ম্যাচে টটেনহামকে ২-০ গোলে হারায় গার্দিওলার শিষ্যরা। এতেই কপাল খুলে ভিলার। প্রিমিয়ার লিগের শীষ চারে থাকায় প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ইংলিশ ক্লাবটি। ইউরোপের সেরা এই টুর্নামেন্টের নাম যখন ইউরোপিয়ান কাপ ছিল, তখন একবার শিরোপা জিতেছিল ভিলা। ৪১ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে শেষ বার ইউরোপিয়ান কাপে খেলেছে তারা। একবার ইউরোপিয়ান কাপে চ্যাম্পিয়ন হলেও ১৯৯১-৯২ মৌসুমে টুর্নামেন্টের নাম চ্যাম্পিয়নস লিগ রাখার পর থেকে ভিলা আর সুযোগ পাননি। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৩৭টি ম্যাচ খেলেছে টেবিলের শীষে থাকা পাঁচটি দল। তবে টটেনহামের থাকে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় এক ম্যাচ হাতে রেখে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার টিকিট নিশ্চিত করে অ্যাস্টন ভিলা। অন্যদিকে ভিলার বিপক্ষে ড্র করেও পয়েন্ট টেবিলের এগিয়ে থাকায় আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগ থেকে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করা চার দল হলো: ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, লিভারপুল ও অ্যাস্টন ভিলা। প্রথম বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে অ্যাস্টন ভিলা। এমন জয়ের নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্সে' এটি ভিডিও শেয়ার করে দলটি। সেই ভিডিওতে দেখা যায় চ্যাম্পিয়ন লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পর ভিলা পার্কে বার্ষিক অ্যাওয়ার্ডস নাইটে অ্যাস্টন ভিলার কোচ এমেরি তার খেলোয়াড়দের নিয়ে উদযাপন করছেন। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ওঠার বিষয়ে নিয়ে অ্যাস্টন ভিলার কোচ এমেরি বলেন, 'দিনটা বিশেষ।

ক্যালেন্ডারে মায়ামির রক্ষা

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটেই রবার্ট টেইলর ও লুইস সুয়ারেস কাঁপিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষকে। কিন্তু শুরুর সেই ধারা ক্রমেই গেল মিলিয়ে। লিওনেল মেসিকে ছাড়া খেলতে নামা ইন্টার মায়ামি খেলায় দেখা গেল না চেনা ধার। বেশ কয়েক বার তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার। শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারাই তাদের প্রাপ্তি। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে বৃহস্পতিবার সকালে অরল্যান্ডো সিটির মাঠে গোলশূন্য ড্র করে ইন্টার মায়ামি। পায়ের চোটের কারণেই এই ম্যাচে দলের সঙ্গেই যাননি মেসি। গত শনিবার মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে এই চোট পান আর্জেন্টাইন তারকা। আঘাত খুব গুরুতর নয় বলেই জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। সতর্কতা হিসেবেই এই ম্যাচে তাকে রাখা হয়নি। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে এই লড়াইয়ে নামা মায়ামির জয়রথ থেমে গেল এই ড্রয়ে। তবে লিগে তাদের অপরাজেয় যাত্রা পৌঁছে গেল টানা আট ম্যাচে। ম্যাচের বল পায়ে রাখার লড়াইয়ে অনেকটা এগিয়ে ছিল মায়ামি। ৫৯ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু মাঠের ফুটবলে সেই দাপট দেখা যায়নি। গোলে শট নিতে পেরেছে তারা ৭টি, অরল্যান্ডো গোলে শট নেয় ১৪টি। অরল্যান্ডো কর্নারও পায় (৮টি) মায়ামির দ্বিগুন (৪টি)। তবে বরাবরের মতোই অতন্দ্র প্রহরী হয়ে গোলবারের নিচে ছিলেন ক্যালেন্ডার। অন্তত তিন দফায় দলকে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন তিনি। ছোটখাটো আক্রমণের সামনে তিনি কার্যকর তো ছিলেনই। বলতে হবে অবশ্য অরল্যান্ডোর গোলকিপারের কথায়ও। তিন দফায় দারুণভাবে দলকে রক্ষা করেছেন তাদের গোলকিপার পেদ্রো গালেস। চলতি মৌসুমে এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার গোলবিহীন ম্যাট কাটল মায়ামির। ড্রয়ের পরও ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকালের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে মায়ামি। তবে সিনসিনাটির সামনে দারুণ সুযোগ আছে শীর্ষে যাওয়ার। এক ম্যাচ কম খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত তারা দুইয়ে। ১২ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে একাদশ স্থানে অরল্যান্ডো।

ভারতের অধিনায়কের অবসর নিয়ে যা বললেন জামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারতের ফুটবলে সবচেয়ে বড় তারকা সুনীল ছেত্রী। বাংলাদেশ যতবার তার মুখোমুখি হয়েছে দিল্লির এই তারকা প্রতিবারই হন্তারকের ভূমিকায় ছিলেন। বাইচুং বুটিয়ার পর বাংলাদেশের বড় আতঙ্কের নাম ছিলেন তিনি। ভারতের সেই পোস্টার ও অধিনায়ক অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বৃহস্পতিবার।

তার অবসর ঘোষণায় আবেগঘন পোস্ট করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। মাঠের লড়াইয়ে জামাল ভূঁইয়া বেশ কয়েক বার অভিজ্ঞ ছেত্রীর মুখোমুখি হয়েছেন। এক দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এই মিডফিল্ডার। তার মধ্যে স্মরণীয় কলকাতায় ২০১৯ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ১-১ ড্র ম্যাচটি উল্লেখযোগ্য। দুই দলের লড়াইয়ের কথা যখনই উঠেছে তখন দুই তারকার দ্বৈরথের কথা সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ গোল করা ছেত্রী প্রতিবারই জামালের প্রতিরোধের মুখে পড়েছেন। সেই কারণেই একটু বেশি আবেগঘন হয়ে পড়েন তিনি। অতীত লড়াই ও মুহূর্তের কিছু ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'আপনার সঙ্গে মহাকাব্যিক কিছু লড়াইয়ে অংশ নিয়েছি। ম্যাচ শুরুর আগে আমরা সব সময়ই আলোচনা করেছি বক্সে আপনি কতটা বুদ্ধিদীপ্ত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। দেশের জন্য ছিলেন প্রেরণাও। খুব ইচ্ছে ছিল যদি আপনার ভারতের শেষ ম্যাচটা বাংলাদেশের বিপক্ষে হতো! আপনার জন্য শুভকামনা।'

ভিএআর বাতিলের জন্য ভোটাভুটি?

স্পোর্টস ডেস্ক : ভিএআর নিয়ে সমালোচনা কম নয়। প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ার পরেও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে এই রিভিউ সিস্টেম। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আগামী মৌসুমে এই রিভিউ সিস্টেম বাতিল হয়ে যেতে পারে! এই পদ্ধতি বাতিল করার জন্য এরইমধ্যে প্রিমিয়ার লিগের কাছে প্রস্তাব এনেছে উলভস। এখন আগামী মাসে বার্ষিক সভায় ভোটাভুটির ওপর নির্ভর করছে এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত লিগে টিকবে কিনা। ২০ দলের এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে ৬ জুন। উলভস তাদের প্রস্তাবে বলেছে, এই ভিএআর প্রিমিয়ার লিগের মানকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। কারণ এই মৌসুমও বিতর্কিত সব সিদ্ধান্ত এসেছে এই রিভিউ সিস্টেমে। এখন রিভিউ পদ্ধতি বাতিল করতে প্রিমিয়ার লিগের ২০টি ক্লাবের মধ্যে ১৪টি ভোট প্রয়োজন। জানা গেছে, সভার আগে বাকি ক্লাবগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাবে উলভস।

ফের্নান্দেসকে ধরে রাখতে চায় ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : মৌসুম শেষে ব্রুনো ফের্নান্দেসের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। এর মাঝেই অবশ্য প্রিমিয়ার লিগের সফলতম ক্লাবটিতে থাকার ইচ্ছার কথা সরাসরি বলেছেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। দলটির প্রধান কোচ এরিক টেন হাগও নিশ্চিত করেছেন, অধিনায়ককে ছাড়ার কোনো ইচ্ছে নেই তাদেরও। ২০২০ সালে পর্তুগালের ক্লাব স্পোর্তিং লিসবন থেকে ইউনাইটেডে যোগ দেন ফের্নান্দেস। ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে আরও দুই বছর চুক্তি রয়েছে তার। কিন্তু আসছে গ্রীষ্মের দলবদলেই তার নতুন ঠিকানায় যাওয়ার নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। গণমাধ্যমের খবর, জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ ও ইটালিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের সঙ্গে নাকি যোগাযোগও চলছে তার। ব্যর্থতায় ভরা মৌসুমে বুধবার মৌসুমের শেষ হোম ম্যাচটা জয়ে রাঙাতে পেরেছে ইউনাইটেড। নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে তারা, রাসমুস হয়লুনের করা তৃতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করেন ফের্নান্দেস। ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসে পর্তুগিজ তারকা বললেন, ক্লাব চাইলে এখানেই থাকবেন তিনি। "তারা যদি চায়, আমি থাকব। আমি এখানে থাকব যতক্ষণ না...ক্লাবের আমাকে চাইতে হবে। আমার মনে হয়, ক্লাব চায় আমি এর ভবিষ্যতের অংশ হই। তাই সবসময় যেমনটা আমি বলেছি, এমন খেলোয়াড় হতে চাই না যাকে ক্লাব চায় না।" চলতি মৌসুমে ফের্নান্দেসের নেতৃত্বে বাজে সময় কাটছে ইউনাইটেডের। লিগে এখন পর্যন্ত ৩৭ ম্যাচ খেলে দলটি হেরেছে ১৪টিতে। প্রিমিয়ার লিগ শুরুর পর থেকে এর চেয়ে খারাপ আর কখনও করেনি তারা। ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলে অষ্টম স্থানে। দলের এমন ভরাডুবির পর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় পড়া অস্বাভাবিক নয়। অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে কোচ এরিক টেন হাগেরও ভবিষ্যৎ। তবে ফের্নান্দেসের মন্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এই ডাচ কোচ নিশ্চিত করেন, সামনের পথচলায় ক্লাবের পরিকল্পনায় ভালোভাবেই আছেন ফের্নান্দেস। "অবশ্যই ক্লাব ব্রুনোকে ধরে রাখতে চায়। আমার মনে হয়, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না। সে সবসময় তার সেরাটা দেয়। এমনকি চোট নিয়ে খেললেও। সে সবার জন্য উদাহরণ। সে ফুটবল ভালোবাসে, কিন্তু জিততে চায়।" "মৌসুমজুড়ে তার পারফরম্যান্সে আমি খুব খুশি। কারণ তার জন্য কাজটা মোটেও সহজ নয়, দলের অনেক খেলোয়াড় চোটাক্রান্ত এবং প্রতিবারই দলকে তার টানতে হয়।" চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে ১৫ গোল করেছেন ফের্নান্দেস। অ্যাসিস্ট করেছেন ১২টিতে। সব মিলিয়ে ইউনাইটেডের জার্সিতে ২৩১ ম্যাচ খেলে ২৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের গোল ৭৯টি, অ্যাসিস্ট ৬৫টি। ব্যর্থতায় ভরা মৌসুমে একটি শিরোপা জয়ের সুযোগ অবশ্য আছে ইউনাইটেডের। আগামী ২৫ মে এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে তারা। এর আগে লিগে তারা মৌসুমের শেষ ম্যাচটি খেলবে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে, আগামী রোববার।

যুগ্ম চ্যাম্পিয়নের পথে হকি শিরোপা!

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ঢাকা প্রিমিয়ার বিভাগ হকি লিগে শিরোপা জটিলতা এখনো শেষ হয়নি। হকি ফেডারেশন বাইলজ অনুযায়ী সমান পয়েন্টধারী আবাহনী ও মেরিনার্সের মধ্যে প্লে আয়োজনের চেষ্টা করেছিল দুই বার। দুই দফায় ক্লাবগুলো অপরাগতা প্রকাশ করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ হকি ফেডারেশনের লিগ কমিটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লিগ কমিটির জরুরি সভা শেষে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক একেএম মমিনুল হক সাঈদ বলেন, 'প্লে অফ সংক্রান্ত আবাহনী ও মেরিনার্সের চিঠি নিয়ে মূলত আজকের জরুরি সভা।

তিন বছর পর শিরোপার দেখা পেলো জুভেন্টাস

স্পোর্টস ডেস্ক : ইতালিয়ান ফুটবলে সবচেয়ে সফল ক্লাব জুভেন্টাস। সবচেয়ে বেশিবার লিগ, ইটালিয়ান কাপ তাদের দখলে। তবে ২০২১-এ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো দল ছাড়ার পর তারা আর কোনো শিরোপা জিততে পারছিল না। অবশেষে তিন বছরের সেই অপেক্ষা ফুরিয়েছে তাদের গত রাতে ইটালিয়ান কাপ জিতে। রোমে আতালান্তাকে ১-০ গোলে হারিয়ে রেকর্ড ১৫তম বারের মতো ঘরোয়া কাপ জিতল তুরিনের ক্লাবটি। রোনালদো থাকতে এর আগে ২০২১ সালেই সর্বশেষ এই কাপ জিতেছিল তারা। গত বুধবার রাতে আতালান্তার বিপক্ষে জয়ের নায়ক সার্বিয়ান স্ট্রাইকার দুসান ভ্লাহোভিচ। চতুর্থ মিনিটে তাঁর করা একমাত্র গোলটির পর দারুণ রক্ষণে আতালান্তাকে আটকে রেখে শিরোপা উৎসব করেছে মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রির দল। তিন বছরের শিরোপা খরায় অনেকেই আলেগ্রির শেষ দেখছিলেন এই মৌসুমে। গত রাতে কাপ জেতার পর ইটালিয়ান কোচ সেটি নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি হয়তো থাকছি না সামনের মৌসুমে, যেহেতু মিডিয়ায় আমাকে এর মধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে এই মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা নিশ্চিত করাসহ একটি ট্রফিও উপহার দিয়েছি আমরা। আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। 'ইতালি থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ স্পট নিশ্চিত করার লড়াইয়ে এখনো আছে আতালান্তা। ইউরোপা লিগ জিতেও সেটি হতে পারে। দলটি শীর্ষ ফুটবলে সর্বশেষ ট্রফি জিতেছে এই ইটালিয়ান কাপই, ১৯৬৩। চার দশকের অপেক্ষা ফুরানোর খুব কাছে এসেও আবার তাদের হতাশ হয়েছে।

স্বাস্থ্য

বর্ষায় চোখ ওঠার সমস্যা এড়াতে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : চোখ ওঠা বা কনজেক্টিভাইটিস হলো বর্ষাকালের সবচেয়ে সাধারণ সংক্রমণগুলোর মধ্যে একটি। এ সময় অনেকেই চোখ ওঠার সমস্যায় ভোগেন। রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক ও বেশ যন্ত্রণাদায়ক। অ্যালার্জি, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে কনজেক্টিভাইটিস হতে পারে। এক বা উভয় চোখে হতে পারে কনজেক্টিভাইটিস। এ ক্ষেত্রে চোখ লাল হয়ে যায়, ফুলে যায়, জ্বালাপোড়া করে ও চুলকানি হয়। এ সময় কনজেক্টিভাইটিস থেকে নিরাপদ থাকতে কী করা উচিত? গোলাপী চোখের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও বন্ধ করার জন্য এখানে একজন ডাক্তারের কাছ থেকে কিছু পেশাদার টিপস রয়েছে : চোখ স্পর্শ করবেন না চোখ ওঠার সমস্যা হলে বারবার চোখ ঘষা বা স্পর্শ এড়িয়ে চলুন। এর থেকে রোগ আরও বাড়তে পারে এমনকি একচোখ থেকে অন্য চোখেও ছড়াতে পারে। চোখের চারপাশ থেকে যে কোনো স্রাব পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে একটি ভেজা ওয়াশক্লথ বা তুলা ব্যবহার করুন। ভুলেও কন্টাক্ট লেন্স পরবেন না চোখ ওঠার সমস্যা না সারা পর্যন্ত ভুলেও লেন্স পরবেন না চোখে। আর অবশ্যই লেন্সগুলো পরিষ্কার করতে ভুলবেন না। না হলে তাতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকতে পারে ও আবারো চোখের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। হাত ধুতে থাকুন আপনার যদি কনজেক্টিভাইটিস থাকে, তাহলে সাবান-গরম পানি দিয়ে কমপক্ষে ২ সেকেন্ডের জন্য ঘন ঘন হাত ধুয়ে নিন। এ ছাড়া প্রতিবার সংক্রামিত চোখ পরিষ্কার করার আগে ও পরে বা চোখের ড্রপ বা মলম প্রয়োগ করার আগে হাত ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। কম্প্রেস ব্যবহার করুন চোখের ফোলাভাব কমাতে একটি পরিষ্কার কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আলতো করে বন্ধ চোখের উপরে কিছুক্ষণ রাখুন। খুব জোরে চোখে চাপ দেবেন না। চাইলে গরম পানিতেও কাপড় ভিজিয়ে ভাপ নিতে পারেন। চারপাশ স্যানিটাইজ করুন আপনার মোবাইল ফোন, রিমোট ও দৈনন্দিন জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখুন। গরম পানি ঘন ঘন তোয়ালে ও বালিশের কভার পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্তের তোয়ালে ও বালিশ যেন অন্য কেউ ব্যবহার না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাইড্রেট থাকতে হবে ভারতের একজন সার্টিফাইড নিউট্রিশনিস্ট ডা. রোহিনী প্যাটেল (এমবিবিএস) বলেছেন, 'সঠিক হাইড্রেশন ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। এটি আপনার চোখকে আর্দ্র রাখতে ও কনজেক্টিভাইটিসের সঙ্গে যুক্ত শুষ্কতা ও জ্বালা কমাতে সাহায্য করবে।' ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সমর্থন করতে ও নিরাময় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন। সাইট্রাস ফল (যেমন কমলা, জাম্বুরা ও লেবু), স্ট্রবেরি, কিউই, পেয়ারা ইত্যাদি ফল ভিটামিন সি এর চমৎকার উৎস। বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান বিটা-ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, যা সুস্থ দৃষ্টি বজায় রাখতে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ডায়েটে গাজর, মিষ্টি আলু, কুমড়া, বাটারনাট স্কোয়াশ, আম, অ্যাপ্রিকট, পালংশাক ও কেল জাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন ডা. রোহিনী। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড অন্তর্ভুক্ত করুন ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য আছে, যা চোখের প্রদাহ কমাতে ও সামগ্রিক চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের পর করণীয় কী?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর যে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা হয় তা থেকে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ডেঙ্গু থেকে নিরাময় লাভের পরও শরীর দুর্বল থাকে। আর এই সময়ে দ্রুত শরীর সবল করার জন্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। একাধিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, দ্বিতীয়বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে আরও ভয়াবহ হয়। সেজন্যই কিছু বিষয়ে সতর্ক থেকে ডেঙ্গুর পর ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। ডেঙ্গু থেকে সুস্থ হলে যেসব বিষয়ে সতর্ক হবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন ডা. মুশতাক হোসেন। আশপাশের জমা পানি দূর করুন এডিস মশা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে। এই মশার কামড়ে আপনার ডেঙ্গু হয়। আর বাসাবাড়ির আশপাশে পানি জমলেই ডেঙ্গুর আবাসস্থল গড়ে ওঠে। প্রথমেই আপনার উচিত হবে ঘরে যেন মশা ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করা? ঘরের আশপাশে বদ্ধ পানি জমা অথবা ময়লা ঝেটে দূর করুন। এমনকি ঘরে মশারি ব্যবহার করুন। ঘরের অন্ধকার কোণে দিনে মশা কোথায় যায়? মশার আয়ুষ্কাল অনেক কম। আলমারি, খাটের কোণে অন্ধকার জায়গায় মশা বিশ্রাম নেয়। এসব জায়গা শনাক্ত করে মশার অ্যারোসল স্প্রে করুন। মশা দূর করার কার্যকর পদ্ধতি।

যা খেতে হবে মাইগ্রেনের যন্ত্রণায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কিছু খাবার আছে যা মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। তেমনই আবার কিছু খাবার ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। পরিবারে কারও মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে এই সমস্যার ঝুঁকি বেশি থাকে। কোন ধরনের খাবার ডায়েটে রাখা ভালো? প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, সঙ্গে বমি বমি ভাব কিংবা মাথার এক পাশ থেকে শুরু হয়ে পুরো মাথায় ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব যন্ত্রণা, সঙ্গে জ্বর। এই উপসর্গগুলি মাইগ্রেনের রোগীদের কাছে বেশ পরিচিত। একটানা বেশ কয়েক দিন থাকার কারণে এই যন্ত্রণা শরীর দুর্বল করে দেয়। এই সমস্যার কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসাও নেই, যা কমিয়ে দিতে পারবে মাইগ্রেন। তবে জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য অনেকটাই সাহায্য করতে পারে মাইগ্রেনের সঙ্গে লড়তে। মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে কোন ধরনের খাবার ডায়েটে রাখা ভাল?বাদাম বাদামে থাকে ম্যাগনেসিয়াম। সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ধরনের উপাদান। এইসব উপাদান মাথা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ফলে কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে এই স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে নেওয়াই যায়। কাঠবাদাম, কাজুবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করা যেতেই পারে। কলা অনেক সময় খালি পেটে থাকলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া) হয়ে মাথা ব্যথা শুরু হতে পারে। সেটাই মাইগ্রেনের ব্যথায় পরিণত হতে পারে। তাৎক্ষণিক কী খেলে, এমন পরিস্থিতি এড়ানো যায়। এর জন্য সেরা খাবার কলা। ম্যাগনেসিয়ামের ভরপুর এই ফল খেলে খুব দ্রুত এনার্জি পাবেন এবং মাইগ্রেনের সম্ভাবনাও কমবে। তরমুজ পানি বেশি পান করলে মাইগ্রেন অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে এটা অনেকেরই জানা। তবে শরীর হাইড্রেটেড রাখতে শুধু পানি পান করাই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে এমন খাবার খেতে হবে যাতে পানির পরিমাণ বেশি। তরমুজের মতো ফলে ৯২ শতাংশ পানি থাকে। তাই খিদে পেলে প্যাকেটের স্ন্যাক্?স বার না খেয়ে তরমুজ খান। পানি অনেক শারীরিক সমস্যার সমাধানই করতে পারে পানি। মাইগ্রেনের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি। নিজের শরীরে পানির মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে রাখা প্রয়োজন। দিনে ৮-১০ গ্লাস পানি পান করলে এই অসুখ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মাশরুমঅনেক সময় হজমের বা পেটের অন্য সমস্যা থেকেও মাথা ব্যথা হতে পারে। এবং সেটাই বেড়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। তাই মাশরুম, ডিম বা বাদামের মতো খাবার, যাতে প্রচুর পরিমাণে রিবোফ্ল্যাবিন রয়েছে।

আনারসের স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো জানা জরুরি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বর্ষাকালের সুস্বাদু ফল আনারস। এর রয়েছে নানারকম গুণাগুণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ঋতু পরিবর্তনের ফলে এখন সর্দি-কাশি ও ঠাণ্ডাজনিত রোগব্যাধি দেখা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে করোনার প্রকোপ তো রয়েছেই। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত আনারস খান। তবে আনারসের কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকিও রয়েছে। সেসব ঝুঁকি এড়াতে আনারস খাওয়ার সময় সতর্কতা বজায় রাখুন। আসুন দেখে নেই ঝুঁকিগুলো কি? আনারসের আছে মাংস নরম করার ক্ষমতা। তাই মাংস রান্নায় আনারস দিলে দ্রুত সিদ্ধ হবে। কিন্তু এই দিকটি ক্ষতিকর হতে পারে আমাদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের জন্য। আনারস বেশি খেলে তা অনেকেরই মুখ, ঠোঁট, জিহ্বার ক্ষতি করতে পারে। তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে এই সমস্যা। অনেকের আবার আনারসে এলার্জিও দেখা দিতে পারে। আনারস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনরকম ত্বকে র?্যাশ, ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া বা নিঃশ্বাসে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। আনারসে প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় একসঙ্গে অনেকটা খেয়ে ফেলাও হতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। এতে দেখা দিতে পারে ডায়রিয়া, অ্যাসিডিটি, বমিভাব অথবা পেটব্যথা। তাই স্বাস্থ্যগুণের কথা বিবেচনা করে আনারস খেলেও একটু মেপেই খান। অতিরিক্ত আনারস খাওয়ার কারণে মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এর কারণ, আনারসে থাকা উচ্চ মাত্রার ব্রোমেলেইন। অ্যান্টি-বায়োটিকস, ঘুমের ওষুধ এবং আরও কিছু ওষুধ চলাকালীনও ক্ষতিকর হতে পারে আনারসে থাকা ব্রোমেলেইন। তাই কোন ধরণের ওষুধ খাওয়াকালীন অবশ্যই আনারস খেতে পারবেন কিনা তা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিন। পাকা আনারস খেতে যেমন মজা, তেমনি তা স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। কিন্তু কাঁচা আনারস হতে পারে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। এটি খেলে ভয়াবহ মাত্রার ডায়রিয়া বা বমি দেখা দিতে পারে। শুধু কাঁচা আনারসই নয়, পাকা আনারসের ভেতরে থাকা স্টেম বা সাদা অংশটিও খাবেন না। এটি খাদ্যআঁশ দলা পাকিয়ে হজমে বাঁধা দেয়। ফলে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই কাটার সময় আনারসের সাদা আর শক্ত অংশ কেটে ফেলে দিন।

হুট করেই ওজন কমে যাচ্ছে যে কারণে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আপনার ওজন একেবারেই কম থাকাটা ভালো কিছু নয়। আবার ওজন সত্যিই হুহু করে কমতে শুরু করলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ডাক্তার যদি আপনাকে আশঙ্কামুক্ত করেন তাহলে খাবারে মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে কি ওজন বাড়ানো সম্ভব? চলুন জেনে আসি: আলু ওজন বাড়ানোর জন্যে আলু সবচেয়ে ভালো। আলুতে স্টার্চ প্রচুর থাকে যা আপনার দেহে দ্রুত হজম হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ শরীর তাপশক্তির জোগান দেয় এবং অতিরিক্ত গ্লুকোজ চর্বিতে পরিণত হয়। ফলে ওজন বাড়তে থাকে। কলা অন্য যেকোনো ফল থেকে কলাতে চিনি আর ক্যালরি বেশি। একটি কলা দেহ চাঙা করতে সাহায্য করে। কিন্তু একাধিক কলা খেলে আপনার ওজন বাড়ানো সম্ভব। পিনাট বাটার ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনেকেই পিনাট বাটার ব্যবহার করে। কিন্তু আপনি যদি স্ন্যাক হিসেবে খাওয়া শুরু করেন তাহলে পিনাট বাটার ওজনও বাড়াতে সাহায্য করবে। বাদাম আলমন্ড বা অন্য যেকোনো বাদামে প্রচুর ফাইবার থাকে। এছাড়াও এতে প্রচুর ক্যালরি থাকায় সহজেই ওজন বাড়াতে পারবেন। ফলের জুস ফল ব্লেন্ডারে মিক্স করে দিনে দুই তিনবার করে খেতে শুরু করুন।

দেহের অতিরিক্ত টক্সিন দূর করার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : অনিয়মিত ঘুম, খাদ্যাভ্যাস ও পরিচর্যার অভাবে আমাদের দেহে জন্ম নেয় ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিন। এর ফলে ওজন বেড়ে যাওয়া, লিভার, হার্ট, কিডনীর সমস্যাসহ নানা রোগের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। বেহিসেবি খাওয়াদাওয়াও স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ঈদের পর অনেকের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যায়। ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহের ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিন সক্রিয় হয় এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। টক্সিন দূর করতে কিছু খাবারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এই াবারগুলো শরীরের বাড়তি ওজন ঝেড়ে ফেলতেও সাহায্য করবে।আসুন জেনে নেই খাবারগুলো সম্পর্কে-লেবু সকালে ঘুম থেকে উঠে উষ্ণ গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে হবে। শরীরের ক্ষতিকর উপাদান দূর করতে ও বাড়তি মেদ ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে লেবু। খাবার হজম করতে ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে লেবু বেশ কার্যকর। দেহের স্নায়ু সচল রাখতে সাহায্য করে লেবু। এ ছাড়া লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা দাঁত ও ত্বকের জন্যও উপকারী। শাক-সবজি ও ফলমূল এই সময় বাজারে পাওয়া যায় এমন ফলমূল ও শাক-সবজি প্রতিদিন খেতে হবে। ফলমূল ও শাক-সবজিতে থাকে খনিজ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার ও নানা ধরনের ভিটামিন। এই পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। একইসঙ্গে দেহের ক্ষতিকর উপাদানগুলো দূর করে। ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়ায়। পরিমিত পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল খেলে মোটা হওয়ার ভয় থাকে না। তবে যেসব শাকসবজিতে শর্করা থাকে, সেগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। কার্বোহাইড্রেট বাদ কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ খাবার যতটা সম্ভব কম খেতে হবে। মনে রাখা ভালো, টক্সিন দূর করতে কার্বোহাইড্রেট কখনই উপকারী নয়। সকালের নাস্তায় পাউরুটি বাদ দিতে হবে। প্রোটিনজাতীয় খাবারের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, যা শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি মেটাবে এবং শরীরের ওজন বাড়াবে না। তবে প্রোটিনও খেতে হবে পরিমিত পরিমাণে। ডিম, মাছ, মাংস ও সামুদ্রিক মাছ প্রোটিনের ভালো উৎস। সামুদ্রিক মাছে আছে ওমেগা-৩। সামুদ্রিক মাছ নিয়মিত খেতে হবে। আপনার শরীরের জন্য কতটুকু প্রোটিন দরকার তা চিকিৎসকের কাছে জেনে নিন। মধু, আদা ও লেবুর মিশ্রণ বাড়তি ওজন কমানোর জন্য রাতে ঘুমানোর আগে মধু, আদা ও লেবু মিশ্রিত রস খেতে পারেন। এই মিশ্রণ শরীরের ক্ষতিকর উপাদান নির্মূল করে। আদা কুচি করে পানিতে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফুটাতে হবে। পানি চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে অর্ধেক লেবুর রস ও ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত খেতে হবে এটি। লেবু, গাজর ও আদার মিশ্রণ লেবুতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি থাকে। গাজরে আছে বেটা ক্যারোটিন এবং ফাইবার, যেগুলো ওজন কমাতে সহায়ক। প্রদাহ দূর করতেও সাহায্য করে গাজর। গাজর, লেবু ও আদার রস মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন। গ্রিন টি গ্রিন টি তে আছে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। দেহের ক্ষতিকর উপাদান নির্মূলে এটি বেশ কার্যকর। ওজন কমাতেও অনেকে গ্রিন টি খেয়ে থাকেন। মনে রাখা ভালো, বিকেলের নাস্তায় কেক, বিস্কুট ও মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে। শুকনো মুড়ি, চিড়া, শসা ও বাদাম খেতে পারেন বিকেলে। ডালিম আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় শরীরের টক্সিন দূর করতে ডালিমের রস খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। ডালিমের রসের সাথে অ্যালোভেরা মেশালে তা আরও কার্যকর। সকালে নাস্তার পর ডালিম ও অ্যালোভেরার জুস খেতে পারেন।